অস্ট্রেলিয়া থেকে
প্রকাশিত একমাত্র
বাংলা পত্রিকা

সুপ্রভাত সিডনি™

The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Suprovat Sydney

The only Bengali
Community Newspaper
in Australia

Suprovat Sydney, October-2021, Volume-13, No-10 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com

লুটপাটের মহোৎসবে সোনার বাংলা আবারও শ্মশান

রিপোর্ট ৩-এর পৃষ্ঠায়

ইমরান কি আবার বিশ্বজয়ী অধিনায়ক হতে চলেছেন?

সাইফুল্লাহ খালিদ (সিডনি)

পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বিশ্বে যতটুকু পরিচিত তার চেয়েও তিনি বেশী পরিচিত পাকিস্তানের ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক হিসাবে। ১৯৯২ সালে বিশ্বকাপ ক্রিকেট জয়ী এই অধিনায়ক, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ২০২২ সালে বিশ্বজয়ী অধিনায়ক হতে চলেছেন কিনা সেটাই এখন প্রশ্ন হিসাবে উত্থাপিত হচ্ছে। বর্তমানে তিনি এমন একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, যেই উদ্যোগ সফল হলে, ত্রিশ বছর আগের বিশ্বকাপ জয়ী ইমরানের চেয়ে বর্তমানের বিশ্বজয়ী ইমরান অনেক বেশী অমরত্ব লাভ করবেন বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। শুধু তাই নয়,বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুসলিম নেতা হিসাবে তিনি বিশেষ মর্যাদায় আসীন হবেন। তিনি হবেন বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী। *১৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

Active Pro Tax
Active Mortgage

Sultana Akter JP

Public Accountant & Registered Tax Agent
Mortgage Broker

Fllow us on facebook

www.activeprotax.com.au

Crystal Smile Dental

Opening Special
$99
Check up & Clean

We offer wide range of General Dental Procedures

- Dental check-up & Clean
- Dental Restorative treatment
- Teeth Whitening
- Dental Crown
- Bridges
- Veneers
- Dentures etc

We are Now Open | 6 Day's Sunday closed

Now we are offering NO GAP FEES for dental Check-up & Clean if you have Health funds OR $99.00 for Comprehensive oral examination, Cancer screening check, Bite check, Scale & Clean & Fluoride treatment

সম্পূর্ণ বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ডেন্টাল ক্লিনিক

আপনার যে কোন ধরনের দাঁতের সমস্যার জন্য আজই যোগাযোগ করুন

FREE KIDS DENTAL
Medicare
Child Dental Benefit Scheme
Bulk Billed Here

Ask Us About Your Childs Eligibility Today!

Claim Your $1000 Benefit For Preventative Dental Services From Medicare Today!

0402 647 879
8750 4849
Shop 74, Glenquarie Shopping centre, Macquarie Fields, NSW 2564
www.crystalsmiledental.com.au

Solar World
Residential & Commercial

Government Rebate Still Available

১০ম বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে সকল গ্রাহক শুভানুধ্যায়ীদের বিশেষ শুভেচ্ছা

Special discount
(18+4 panel free)
6.6 kw - $2499*

Quality Assured
We Provide CEC accredited Product

1300 131 989
HOT LINE : 0430 534 809

Suprovat Sydney Copy Right Protected

T & C apply*

সুপ্রভাত সিডনি®
সত্যের সাথে সব সময়
Trade Marked & Registered by Australian Government
ACN- 600 352 716 ABN- 93 600 352 716
Registration: BN 98533502
TM:1391330
Bangladesh Community Leading Newspaper In Australia

Suprovat Sydney Family

Editor in Chief: **Md Abdullah Yousuf**
Editor: **Dr Faroque Amin**
Special Division Editor: **Ahmed Raju**
Distribution: **Arif Rahman**
Webmaster: **Golam Mostafa**
Assist Webmaster: **Mahmud chowdhury**
Designer: **Mizanur Rahman**
Composer: **Sumon Islam**
Delivery: **Apostolo**

Reporter
Mohammad Golam Mostafa,
Habib Hasan, Abul Bashar,Dr Fakir Munshi,
Javed kawser, Iqbal Mahmud.

SStv Live Streaming
Noman Masum

Address
P.O Box- 398, Lakemba, NSW 2195,
Australia.
MBL: 0423 031 546
E-mail
suprovat.ceo@gmail.com

Bank Details
Suprovat Sydney, BSB: 032 065 A/C 247 887
Like Us On Facebook
www.facebook.com/suprovatpage
Tweet : @SuprovatSydney

পুরো সেপ্টেম্বর মাসটি সিডনি ও মেলবোর্নবাসীদের জন্য কেটেছে এক দমবন্ধ গুমোট অবস্থার মধ্য দিয়ে। অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশীদের বেশিরভাগই থাকেন এই দুই রাজধানী শহরের স্টেট এনএসডব্লিউ এবং ভিক্টোরিয়াতে। করোনাভাইরাস মোকাবেলার অংশ হিসেবে সরকারী বিধিনিষেধের আওতায় লকডাউনে অপেক্ষমান জীবন কাটাচ্ছেন সবাই। অন্যান্য স্টেটে বসবাসকারী বাংলাদেশীরা কিছুটা মুক্ত জীবনযাপন করলেও পরিস্থিতির গুমোট ভাব তাদেরকেও স্পর্শ করে গিয়েছে। তবে সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে এসে আশার আলো দেখছে এদেশের মানুষ। বেশিরভাগ মানুষ ভ্যাকসিনেটেড হওয়া সাপেক্ষে স্টেটগুলোর সীমানা এবং এমনকি আন্তর্জাতিক ভ্রমণও পর্যায়ক্রমে উন্মুক্ত করার কথা বলছে সরকার। পুরো দেশে অসংখ্য প্রবাসী এখন অধীর প্রতিক্ষায় রয়েছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার জন্য। আমরা আশা করছি শীঘ্রই হয়তো অস্ট্রেলিয়াতে করোনাভাইরাস কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসবে। একই সাথে আমরা ধন্যবাদ দিতে চাই এবং প্রশংসা করতে চাই বাংলাদেশী কমিউনিটির মানুষদেরকে। সরকার কর্তৃক ঘোষিত লকডাউনের নানা নিয়মকানুন মেনে চলাতে বাংলাদেশী মানুষদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সদিচ্ছা এই পুরো সময়কালে উল্লেখযোগ্য ও দৃশ্যমান ছিলো।

বিগত মাসটিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বেশ বড় কিছু পটপরিবর্তন ঘটেছে। আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের সাথে অস্ট্রেলিয়া নতুন জোট গঠনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বেশ নাড়া দিয়েছে। কোয়াডের মতো নতুন এই জোটেরও লক্ষ্য হিসেবে ধারণা করা হচ্ছে চীনের অব্যাহত আধিপত্যকে প্রতিহত করা। এই জোটে যোগদানের মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়া তার দীর্ঘদিনের বন্ধুরাষ্ট্র চীনকে বেশ শক্ত একটি বার্তা দিয়েছে। একই সাথে ফ্রান্সের কাছ থেকে সাবমেরিনের মতো বিপুল খরচের যুদ্ধবাহন কেনা বাদ দিয়ে আমেরিকার সাথে নতুন চুক্তি করার মাধ্যমে ইউরোপিয়ান মিত্রদের কাছেও নতুন পটপরিবর্তনের একটি শক্তিশালী বার্তা দেয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে আফগানিস্তান থেকে পশ্চিমা সেনা প্রত্যাহারের প্রেক্ষিতে এই নতুন পরিবর্তনগুলো বিবেচনা করলে ধারণা করা একটু কঠিন আগামীর আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও যুদ্ধপরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে। তবে যে পরিবর্তনও আসুক না কেন বিশ্বের সচেতন মানুষ এখন যুদ্ধবিরোধী, শান্তিবাদী এবং মানবাধিকার রক্ষায় কেন্দ্রীভূত পরিস্থিতি কায়মনোবাক্যে প্রত্যাশা করে।

বিগত মাসে বাংলাদেশ ছিলো সবসময়ের মতোই অস্থিরতা ও নেতিবাচক সংবাদের পরিপূর্ণ। প্রতিনিয়ত করোনাভাইরাসে মানুষ মারা যাচ্ছে। স্বাস্থ্যখাত ভেঙ্গে পড়েছে। দুর্নীতি ও লুটপাটের মহোৎসবে সাধারণ মানুষ আজ নিরুপায় হয়ে মুক্তির প্রহর গুণছে। এর ভেতরেই বিপুল সংখ্যক সফরসঙ্গীর লটবহর সহ দেশটির প্রধানমন্ত্রী বিলাসভ্রমণে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তার আগমন উপলক্ষে নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস এলাকায় উন্মত্ত আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা যেভাবে নিজেদের দলীয় কোন্দল ও আভ্যন্তরীণ মারামারি উপলক্ষে প্রকাশ্য রাস্তায় পশুর মতো মিছিল হাঁকিয়েছে এবং নিজেরা হাতাহাতি করেছে তার ভিডিও সবাইকে প্রচুর বিনোদন দিয়েছে। এইসব লোকজন নিজেদের জঙ্গল ছেড়ে অন্য একটি সভ্য দেশে বসবাস করতে গিয়েও মুর্খতা এবং অসভ্যতার স্বভাব পরিত্যাগ করতে পারেনা এবং স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে উত্তরণ ঘটাতে পারেনা, একই জাতির মানুষ হিসেবে এটি আমাদের সবার জন্যই বেদনাদায়ক।

একটি মানবিক সাহায্যের আবেদন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

প্রতিটি মানুষ সুস্থ ভাবে পরিবার পরিজন নিয়ে সুন্দর ভাবে বাঁচতে চায়। দুনিয়ার কোনো মানুষই অসুস্থ হতে চায় না বা পরিবারের উপর বার্ডেন হতে চায়না। মানুষ ভাবে এক , আর হয় আরেক। রোগ ,শোক ,জন্ম ,মৃত্যু এসব কোন কিছুর উপর মানুষের হাত নেই। আসলে মানুষ বড় অসহায়। আল্লাহপাক মানুষকে অসহায় করেই এ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। সুস্থ থাকা কতো বড় নেয়ামত, সেটা অসুস্থ হলেই উপলব্দি করা যায়।

বগুড়ার আবু ইমরান মোহাম্মদ রায়হান (৪০) আধা সরকারি প্রতিষ্টানে কর্মরত ছিলেন। পাঁচ বছরের এক ছেলে ও পরিবার নিয়ে সুখেই কেটে যাচ্ছিলো তার সংসার। হটাৎ লিভার সিরোসিস ধরা পড়লে রীতিমতো চিকিৎসা শুরু করে দেন। রীতিমতো চিকিৎসার কারনে অফিসে যেতে না পারার কারনে কাজ হারিয়ে অসহায় হয়ে আত্মীয় স্বজনের দারস্ত হন। ২০১০ সাল থেকে এক নাগাড়ে চিকিৎসা করিয়েও পুরোপুরি সুস্থ হয়নি। পরিবার ও ডাক্তারের পরামর্শে এখন ভারতের ব্যাংলোর যাবেন চিকিৎসার জন্য। লিভার পাল্টাতে হবে এবং এ লিভার দান করবেন উনারই মমতাময়ী স্ত্রী। এ মুহূর্তে তাদের অনেক টাকার প্রয়োজন। কে দেবে এতো টাকা ? তিনি বর্তমানে ড.সাদেকুল ইসলাম,সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান লিভার বিভাগের অধীনে শহীদ জিয়া হাসপাতালে পাঁচ তলায় ৩১ নম্বর কক্ষে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। দয়া করে যে কোন সহৃদয় ব্যক্তি আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন।

আবু ইমরান মোহাম্মদ রায়হানের আকুল আবেদন,' আমি সুন্দর এ পৃথিবীতে বাঁচতে চাই। আমি জানি -আপনারা অনেক দয়ালু ও মানবিক। চিকিৎসার মাধ্যমে আমার নতুন জীবন ফিরে পেতে চিকিৎসা ব্যয়ভার বহনের জন্য আপনাদের আর্থিক সহযোগিতার মিনতি করছি। মহান আল্লাহপাকের অসীম রহমতে ও আপনার উছিলায় আবার এ পৃথিবীতে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে চাই। আমার মানবিক সহায়তার ব্যাঙ্ক একাউন্ট বিস্তারিত দিচ্ছি। আবু ইমরান মোহাম্মদ রায়হান, হিসাব নম্বর: ৪০০২ ০১০০০ ৬৯৮৫, রুপালি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, শেরপুর শাখা, বগুড়া।

মানুষটি হয়তবা বাঁচবেনা। বাঁচার শেষ আকুতি, শেষ চেষ্টা তাঁর স্বজনেরা করছে, আমাদের কাছে হাত পেতেছে।

আসুন সকলে মিলে আল্লাহতাআলার রহমতের আসা করে অল্প অল্প করে হলেও চেষ্টা করে দেখি। তার অসহায় পরিবার সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছে। সিডনিতে যোগাযোগ : আবুল বাসার (কৃষিবিদ) -মোবাইল : 0412 848 684 , বাংলাদেশ: +8801 716 2 85834

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

লুটপাটের মহোৎসবে সোনার বাংলা আবারও শ্মশান

ড. ফারুক আমিন

আধুনিক সিঙ্গাপুরের জনক লি কুয়ান ইউ তার আত্মজীবনী গ্রন্থ 'ফ্রম থার্ড ওয়ার্ল্ড টু ফার্স্ট: দ্য সিঙ্গাপুর স্টোরি' বইয়ে আরেকটি দেশ বাংলাদেশের তখনকার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখার অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। ১৯৭৩ সালে কানাডার অটোয়াতে কমনওয়েলথ রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনে সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি যোগদান করেন।

তিনি তাঁর বইয়ে লিখেছেন, "অটোয়া সম্মেলনের সময় আরেকজন মানুষকে দেখার কথা স্মরণ করতে পারি, তিনি হলেন বাংলাদেশের প্রাইম মিনিষ্টার শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তানবিরোধী নায়ক এবং পুর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন বাংলাদেশে রুপান্তরের নেতা। তিনি নিজস্ব বিমানে চড়ে বেশ জাকজমকপূর্ণভাবে অটোয়ায় এসে পৌছান। আমি যখন ওখানে ল্যান্ড করলাম, দেখলাম গায়ে 'বাংলাদেশ' খচিত একটি বোয়িং ৭০৭ থামানো আছে। আবার সম্মেলন শেষে যখন অটোয়া ছেড়ে যাচ্ছিলাম, বিমানটি তখনও ওখানে ঠাঁই দাঁড়িয়েছিলো। আট দিন ধরে এক জায়গাতে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বিমান! কোন উপার্জন ছাড়া অনর্থক ও বেকার পড়ে থাকা এ এক আশ্চর্য বিষয়।"

লি কুয়ান আরো লিখেন, "ফেরার সময় যখন এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে হোটেল ছেড়ে বের হচ্ছিলাম তখন দেখলাম বাংলাদেশী বিমানটির জন্য জিনিসপত্র দিয়ে দুইটা বিশাল ভ্যান বোঝাই করা হচ্ছিলো। অথচ সম্মেলনে মুজিবুর রহমান তার দেশের জন্য সাহায্য অনুদান চেয়ে কথা বলছিলেন। ... আমি মাঝে মাঝে আশ্চর্য হতাম এইসব লোকদের অবস্থা দেখে। আমি বুঝতাম না কেন তারা তাদের দারিদ্রতার বিষয়টা পৃথিবীকে বুঝানোর চেষ্টা করে না! তাদের উচিত ছিলো কাজের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার বিষয়গুলো তুলে ধরা। অথচ নিউ ইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘে আমাদের স্থায়ী প্রতিনিধি আমাকে বলেছিলেন, যে দেশ যত বেশি দরিদ্র তারা তাদের নেতাদের জন্য তত বড় ক্যাডিলাক গাড়ি ব্যবহার করে। তাই আমি সবসময় সাধারণ ও নিয়মিত বাণিজ্যিক বিমানে করে ভ্রমণের দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করলাম।"

সেই ঘটনার প্রায় পঞ্চাশ বছর পর আজ সিঙ্গাপুর সত্যিই 'ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড' এর দেশে পরিণত হয়েছে। লি কুয়ান ইউ তাঁর সততা ও যোগ্যতা দিয়ে তাঁর দেশের নাগরিকদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্য নিশ্চিত করেছেন। অন্যদিকে বাংলাদেশ আজও সেই 'তলাবিহীন ঝুড়ি'ই রয়ে গেছে।

'সোনার বাংলা শ্মশান কেন' এই স্লোগান দিয়ে পুরো দেশের মানুষকে যিনি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, সেই শেখ মুজিব নিজেই স্বাধীনতার পর স্বৈরাচার হিসেবে আবির্ভূত হন। বিদেশী সাহায্যের বিপুল পরিমাণ অর্থের সীমাহীন দুর্নীতির ফলে চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষে সামান্য ভাতের ফেন ভিক্ষা করে রাস্তায় পড়ে থাকা লাশ এবং বাসন্তীর গায়ে শাড়ির পরিবর্তে মাছ ধরার জালের দৃশ্য এই দেশের মানুষকে দেখতে হয়েছিলো।

একাত্তর থেকে পচাত্তরের সেই অপরাধের জন্য নাকে খত দিয়ে ক্ষমা চেয়ে তার কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তার দল অনেক বছর পর উনিশশ ছিয়ানব্বই সালে আবার ক্ষমতায় ফিরতে পেরেছিলো। এরপর থেকে নানা ষড়যন্ত্র এবং দুর্বৃত্তপনার মধ্য দিয়ে বারবার ক্ষমতা দখল করে শেষপর্যন্ত ফ্যাসিবাদ ও মাফিয়াতন্ত্রকে পোক্ত করার পর যোগ্য পিতার যোগ্য কন্যা ঠিক তার পিতার মতোই যথেচ্ছা দুর্নীতি এবং লুটপাটের মাধ্যমে পুরো দেশকে আবারও শ্মশান বানিয়েছে।

১৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে শেখ হাসিনা বিপুল পরিমাণ সফরসঙ্গীদের নিয়ে বাংলাদেশ বিমানের একটি ভিভিআইপি বিমান নিয়ে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের অধিবেশনে ভাষণ দিতে বাংলাদেশ ছেড়েছেন। তার ১৪১ জন সফরসঙ্গীর বিশাল কাফেলার মাঝে ব্যবসায়ীই আছে ৫০ জন। এছাড়াও আছে তার ছেলে, মেয়ে অন্যান্য আত্মীয় স্বজন। এরা সবাই হেলসিংকি, নিউইয়র্ক সহ নানা শহরে থাকছে সবচেয়ে দামী হোটেলে। গরীব দেশের রাষ্ট্রীয় টাকায় এধরণের লাগামহীন বিলাসিতা ও অপচয় দেশের সচেতন মানুষদেরকে ব্যাথিত করেছে।

যাত্রাপথে প্রথমে তিনি গিয়েছেন ফিনল্যান্ডের হেলসিংকিতে। কারণ সেখানে আছে তার বোন শেখ রেহানার পুত্র। হেলসিংকিতে দুইদিনের ব্যক্তিগত প্রমোদভ্রমণের সময় বিমানটি সেখানেই পার্ক করে রাখা ছিলো। যার খরচ বাবদ বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে গুনতে হয়েছে কোটি কোটি টাকা। পরবর্তীতে নিউ ইয়র্ক থেকে বাংলাদেশ ফেরার পথে আবারও হেলসিংকিতে তিনি ভাগিনাকে নামিয়ে দিয়ে আসার কথা জানা গিয়েছে। এই হলো বাংলাদেশের অবস্থা। দেশের সম্পদ ও মানুষের টাকায় এতোটা যথেচ্ছাচার সম্ভবত কোন রাজতন্ত্রের সুবিধাভোগীরাও এখন আর এমন মচ্ছব করেনা।

স্বাধীনতার চেতনার নামে মুক্তিযুদ্ধ ইন্ডাস্ট্রির এই চরম লুটপাটে বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ খাবি খাচ্ছে। তথাকথিত আশ্রায়ণ প্রকল্পের নামে সারাদেশে সরকারী কর্মচারী ও দলীয় নেতাকর্মীদেরকে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা লুটে খাওয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে। মানহীন ভিত্তিহীন এসব বাড়ি যখন ভেঙ্গে পড়ছে তখন নির্লজ্জের মতো তাদের নেত্রী সাফাই গাইছে কিছু লোক না কি শাবল নিয়ে গিয়ে এসব বাড়িঘর ভেঙ্গে দিচ্ছে সরকারকে বিপাকে ফেলার জন্য! তার কাছে না কি এইসব ভাঙচুর করা লোকদের তালিকাও আছে!!

বাংলাদেশে আজ দুর্নীতি এবং চুরি-ডাকাতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেয়া হয়েছে। ই-কমার্সের নাম করে প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে মানুষের রক্ত-ঘামে অর্জিত টাকা। আওয়ামী লীগ সরকারের মধ্যরাতের এমপি এবং ক্রিকেট খেলোয়ার ই-অরেঞ্জ নামের প্রতারক কোম্পানীর হয়ে মানুষকে টাকা দিতে উদ্বুদ্ধ করে। আবার যখন সেই কোম্পানী হায় হায় কোম্পানী হয়ে হারিয়ে যায় তখন প্রতারিত মানুষদেরকে এই আওয়ামী প্রতারকে বলে তাদের হারিয়ে যাওয়া টাকাকে যেন 'জানের সদকা' হিসেবে তারা মনে করে নেয়।

শেয়ারবাজারের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের বিপুল পরিমাণ টাকা লুটে নেয়ার কৃতিত্বের পুরস্কার হিসেবে সালমান এফ রহমান এখন প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপদেষ্টা। এই প্রতারকের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশে এখন ইভ্যালি, নগদ ইত্যাদি নানা নামে নানা পন্থায় প্রতারণার এক উন্মুক্ত উৎসব শুরু হয়েছে। আওয়ামী পৃষ্ঠপোষকতায় এহেন লুটপাটে উৎসাহিত হয়েছে ধর্মীয় লোকজনও। আওয়ামী লীগেরই আরেক ধর্মীয় শাখা চর্মনাইয়ের এক মুরিদ রাগিবের এহসান গ্রুপের এমএলএম ব্যবসায় হাজার কোটি টাকা লুটপাটের ঘটনা ধরা পড়েছে সম্প্রতি। যেই সব প্রতারকরা মানুষের চাপের মুখে ধরা পড়ছে, তাদের লুণ্ঠিত সম্পদের কোন হদিস মিলে না। তাদের লুটপাট করা হাজার হাজার কোটি টাকা যেন বাতাসে উবে যায়। প্রকৃতপক্ষে তাদের উপর বাটপারি করে সরকারী কর্মকর্তা এবং পুলিশ-র‌্যাবের সদস্যরাই যা পারে তা দ্বিতীয়বার লুণ্ঠন করে নেয়। এদের পৃষ্ঠপোষকতায় একজন প্রতারক ধরা পড়ে তো একশজন প্রতারক থেকে যাচ্ছে আইনের আওতার বাইরে।

মাৎসান্যায়ের এহেন ভাগাড়ে পরিণত হওয়া দেশের অর্থনীতি টিকে আছে সাধারণ মানুষদের সীমাহীন সহনশীলতার কারণে। প্রবাসীদের রেমিট্যান্স এবং অধিকারবিহীন আধুনিক দাস গার্মেন্টস শ্রমিকদের শ্রমের বিনিময়ে পুরো দেশটাকে লুটেপুটে বিদেশে সম্পদ পাচার করছে এই রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে ড্রাইভার, লাইনম্যান কিংবা এলাকার নেতা-কর্মী পর্যন্ত, যে যেভাবে সুযোগ পাচ্ছে। অন্যদিকে সাধারণ মানুষ যথাযথ চিকিৎসা পায়না, মহামারী থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে উপযুক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার কোন সুবিধা পায়না। এই দমবন্ধ অধিকারবিহীন দেশে আজ প্রতিটি সচেতন মানুষই স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে এসেও বারংবার প্রশ্ন করছে এই স্বাধীনতার অর্থ আসলে কি? মাফিয়াতন্ত্রের সুবিধাভোগীদের জন্য যথেচ্ছা লুটপাটের স্বাধীনতায় সাধারণ মানুষের কি উপকার হয়েছে? চিকিৎসাহীনভাবে যে মানুষটি মারা যাচ্ছে, বেকার থেকে তিলে তিলে যে মানুষটি তার জীবনকে ক্ষয় করে দিচ্ছে, ফ্যাসিবাদের সাথে সুর না মেলানোর কারণে যে মানুষটি নির্যাতিত হচ্ছে, এমন অসংখ্য মানুষের পাওনা অধিকারের ন্যুনতম তোয়াক্কা না করেই মুক্তিযুদ্ধ ব্যবসায়ীর দল আজ সোনার বাংলাকে লুটপাট করে নিজেদের আখের গোছানোর কাজে মত্ত রয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি সাধারণ মানুষ আজ নাভিশ্বাসে খোদার কাছে মুক্তির ফরিয়াদ জানাচ্ছে এবং নিঃশব্দে প্রশ্ন করে যাচ্ছে, এই চোর-ডাকাতদের শেষ কোথায়!

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, October-2021
Year-13

স্বৈরাচারী হাসিনার উপর্যপুরি অপচয় ও একটি অবাঞ্ছিত বেঞ্চের অঙ্গীকার

আব্দুল্লাহ ইউসুফ শামীম, সুপ্রভাত সিডনি

বাংলাদেশের নিশি রাতের প্রধানমন্ত্রী মিয়া হাসিনা সম্প্রতি এক পাতানো সফরে রাষ্ট্রের অর্থের উপর্যুপরি অপচয় করে আবারো লক্ষ কোটি মানুষের তীব্র সমালোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছেন।

স্বৈরাচারী হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবার পূর্বে ফিনল্যান্ডের হেলসিংকিতে বোন রেহেনার ছেলে ববির সাথে দেখা করতে দুইদিন যাত্রা বিরতি করেছেন। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ শুক্রবার বিকেলে ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকি ভান্তা বিমানবন্দরে বিশাল বহর নিয়ে চাটার্ড বিমানে অবতরণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিবের বিবরণে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সফর বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

এসময় ফিনল্যান্ডের কোন সরকারি কর্মকর্তা এমনকি প্রটোকল বিভাগের একজন কর্মচারী ও বাংলাদেশের বিতর্কিত প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য অভ্যর্থনায় উপস্থিত থাকতে দেখা যায়নি। ব্যক্তিগত সফর বলে তাকে অভ্যর্থনা জানায়নি বলে আওয়ামী ঘরনার কেউ কেউ বলেন। যেহেতু মিয়া হাসিনার লাজ শরম বলতে কিছু নেই সেহেতু এ লজ্জা সকল বাংলাদেশিদের জন্য। প্রবাসের মাটিতে যেকোন দেশের প্রধানমন্ত্রী ঘুরতে গেলেও সেই দেশের রাষ্ট্র প্রধান লাল গালিচা সংবর্ধনাসহ বিভিন্ন ধরণের আয়োজন করেন। অথচ ফিনল্যান্ডে দেখা গেল তার পুরো উল্টো। ফিনল্যান্ড সরকার পাত্তাই দিল না তথাকথিত প্রধানমন্ত্রীকে।

বাংলাদেশ বিমানের দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা থেকে সরাসরি নিউইয়র্ক যাত্রা না করে বিশাল বহর নিয়ে বিতর্কিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফিনল্যান্ডে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ভিভিআইপি চার্টার্ড ফ্লাইট নিয়ে অবতরণ করেছেন। ফিনল্যান্ডে দুই দিন অতিরিক্ত অবস্থানের জন্য সরকারের অতিরিক্ত খরচ হবে ৫ থেকে ৭ কোটি টাকার সমপরিমান বৈদেশিক মুদ্রা একেক দিনে ।

দু'বছর আগেও লন্ডনে চোখের চিকিৎসা করাতে এসে দীর্ঘ সময় স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী লন্ডনের কাটিয়েছেন এবং সাইড ভিজিট হিসেবে ব্যক্তিগত সফরে ফিনল্যান্ডে তাঁর বোন শেখ রেহেনার ছেলে ববির শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। এবারও ভাগ্নের মান ভাঙাতে প্রধানমন্ত্রীকে জাতিসংঘ যাবার পথে ফিনল্যান্ডে তার সফরসঙ্গি দলবলসহ এই ব্যয়বহুল সফরে যেতে হয়েছে।

রাজনৈতিক অভিজ্ঞরা মনে করেন, রাষ্ট্রের বিপুল অর্থ অপচয় করে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত ও বিলাসী সফরের এই ঘটনা আলোচিত হওয়ার প্রাসঙ্গিকতায় বর্তমান সরকারের সময়ে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা এখনও সবার মুখে মুখে। দেশের বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। যে কোন সময়ের থেকে অসম্ভব খারাপ। করোনা মোকাবেলায় শতভাগ ব্যর্থ এ রং হেড প্রধানমন্ত্রী যা মনে চায় -তাই করেন। রাষ্ট্রের কোটি কোটি টাকা অপচয় করে এহেন ব্যক্তিগত সফরে এটাই প্রমান করে -তিনি আসলেই অসুস্থ -এ মুহূর্তে তার বিশ্রাম দরকার। ব্যক্তিগত ভোগ বিলাসের ব্যয় ভার রাষ্ট্রের প্রতিটি জনগণের মাথাপিছু আয়ের উপর আঘাত করবে -এটাই কেন হবে। কি ছিল ৩২ টি স্যুটকেসে? কি পাচার করে আসলো ওই ৩২ কালো স্যুটকেস গুলোতে? কেন সে স্যুটকেসগুলো রেখে আসলো ভাগ্নের বাসায় ?

ভাগ্নে ববির নামে বিভিন্ন মিডিয়ায় চাউর হয়েছে একটি খবর : শেখ হাসিনার সাইবার কমান্ডো হিসেবে নিযুক্ত ববি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের হ্যাকার ভাড়া করে প্রবাসী বিএনপির মিডিয়াগুলোকে আক্রমণ করে যাচ্ছে। বিশাল অংকের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে এ সাইবার সন্ত্রাসী ববি। ইতোমধ্যে বেশ কিছু মিডিয়ায় এ সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর খবরও প্রকাশ করেছে। দেশের অর্থ পাচারের রাষ্ট্রীয় সাইবার রুট তৈরি করেছে এ সাইবার ক্রিমিনাল গ্রুপ।

দুই দশক আগে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের দুই কোটি টাকা ব্যবস্থাপনায় 'অনিয়মে'র কথিত অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে দুই বছর কারাবরণ করতে হয়েছে এবং আরো অন্তত আট বছর জেল-জরিমানা মাথায় নিয়ে কার্যত গৃহবন্দি জীবন কাটাচ্ছেন।

ফিনল্যান্ডে দুই দিন অতিরিক্ত অবস্থানের জন্য সরকারের অতিরিক্ত খরচ হবে ৫ থেকে ৭ কোটি টাকার সমপরিমান বৈদেশিক মুদ্রা একেক দিনে

সেক্ষেত্রে,শুধু ফিনল্যান্ড সফরের অপচয় বিচার হলে শেখ হাসিনার কত বছর জেল হতে পারে ? আপনারাই বিচার করুন।

প্রসঙ্গত. ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর ব্রেকফাস্টের বিল মাসে ৮শ' ইউরো গ্রহণের বৈধতার প্রশ্নে বিতর্ক, এমনকি বিতর্কের জের ধরে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করার মত দাবি পর্যন্ত উঠতে শুরু করেছে। সম্প্রতি ফিনিশ অর্থমন্ত্রীকে সরকারি অর্থে তার সহকারীদের মিডিয়া ট্রেইনিং দেওয়ার অভিযোগে পদত্যাগ করতে হয়েছে।

আসলে যেদেশে আইনের কোনো শাসন নেই, সেদেশে অনিয়ম হচ্ছে নিয়ম বা আইন। যে দেশে স্বৈরাচারী সরকার দেশ চালায়, সে দেশে জনগণের অধিকার হরণ করে নিজের আখের গুছাবে -এটাই স্বাভাবিক। শেখ হাসিনার সরকার চোর -বাটপার -ছিনতাইবাজ -ধর্ষক -চাঁদাবাজ অর্থাৎ এহেন কুকর্ম নেই যার প্রশ্রয় এ সরকার না দিচ্ছে। আওয়ামী চোরদের বিচার না করে উৎসাহিত করছে, দলীয় ধর্ষকদের উপযুক্ত বিচার করছে না বলে লাগাতার ধর্ষণ এখন কালচারে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন মেয়াদে ব্যাংক লোন নিয়ে ঋণ খেলাপি বা ব্যাংক গুলো সব খালি -এ খবর সবারই জানা। আওয়ামী নেতারা ইউরোপ,আমেরিকা,অস্ট্রেলিয়াতে তাদের বিলাসবহুল বাড়ি ও ব্যবসা সেট আপ করে অনেকেই গোপনে সটকে পড়ছেন। দেশের অর্থনীতির বারোটা বাজিয়ে বাংলাদেশের মতো একটি গরিব দেশের বিনাভোটের মন্ত্রী হয়ে ভাড়া করা বিমানে এদিক সেদিক অহেতুক রাষ্ট্রীয় অর্থ অপচয় করা এ যেন গরিবের ঘোড়া রোগ। রাষ্ট্রীয় অর্থের যত্রতত্র তসরূপের প্রতিযোগিতা হলে নিঃসন্দেহে মিয়া হাসিনা প্রথম হবেন। সকল সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ-আওয়ামী সরকার বা তার দলীয় লোক ছাড়া কারো কোনো স্বাধীনতা নেই -দেশের উন্নয়ন জিরো, কিন্তু আওয়ামী নেতা কর্মীদের উন্নয়ন হয়েছে প্রচুর যা নাকি সকলের চোখে পরিষ্কার ধরা পড়েছে। যত অপরাধী ধরা হয় -সবাই আওয়ামী লীগ এর নেতা কর্মী। প্রকাশ্যে যত রকম উদ্ভট উক্তি করেন-সবাই আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী। যত সন্ত্রাসী ধরা হয় -সবাই আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী। পাঁচতারা যৌন কর্মীদের সকল রক্ষক আওয়ামী ঘরনার। দেশের অর্থ পাচারের কাহিনী প্রতিনিয়ত খবর আসে -দুএকদিন পর তাদের আর কোনো হাদিস থাকেনা -কারণ কি ? সবাই আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী। পর্দা -বালিস ইত্যাদি কেলেংকারি বর্তমান সরকারের বিশাল অর্জন। রাষ্ট্রের সম্পদ এভাবে লুন্ঠন আর কত কাল চলবে ? এ সরকারের চুরির কাহিনী বলে শেষ করার মতো নয়। আওয়ামী লীগ যে চোরের দল-এটা স্বয়ং তাদের মরহুম নেতা শেখ মুজিবের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে -"সবাই পায় সোনার খনি,আমি পেয়েছি সোনার খনি।" তাছাড়া শেখ হাসিনা তার নিজের দলের চোরদের উদ্দেশ্যে বলেছেন -আমি যদি কাফনের কাপড় দেই নেতাদেরকে, সেটা দিয়ে তারা নিজেদের জন্য পাঞ্জাবি বানিয়ে ফেলবে। ছি ছি ছি ! এতো বড় লজ্জাজনক কথা শুনেও একমাত্র ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তিই পারে আওয়ামী লীগ করতে। নূন্যতম মান সম্মান যাদের নেই, তারাই পারে লজ্জাহীনের মতো ওই নেত্রীর পিছনে পিছনে হাঁটতে। অবশ্য, যারা রাষ্ট্রীয় অর্থ চুরি করছে -তারা মান -সম্মানহীন একেকজন সিন্দাবাদের ভুতের মতো। যখন তখন ভোল পাল্টাতে পারে।

যাই হোক, মিয়া হাসিনা এবারের সফরে বিভিন্ন রকম হাস্যরসের সঞ্চার করেছে। ***১৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন***

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper । সত্যের সাথে সব সময়

সিডনির সর্ববৃহৎ ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র : ল্যাকেম্বার White Tent

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

ল্যাকেম্বার ৩২ রেলওয়ে প্যারেড সংলগ্ন White Tent এখন সকলের মুখে মুখে। সিডনিতে এবার প্রথম ত্রাণ দেয়া ও লাগাতার প্রতি সপ্তাহে বিশাল আয়োজন করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। সমস্যা জর্জরিত বাংলাদেশিদেরকে পর্যাপ্ত খাবার বিতরণ করে গেল সপ্তাহ থেকে তাদের হাত প্রসারিত করেছেন। অর্থাৎ প্রথমে ল্যাকেম্বা ও আশপাশের বাংলাদেশিদেরকে একটানা খাবার বিতরণ করে এখন Light House Community Support নামে একটি প্রতিষ্টানকে দেয়া শুরু করছে।

গত ১৯ শে সেপ্টেম্বর ২০২১ রবিবার অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টির জনপ্রিয় ফেডারেল নেতা Hon Tony Burke MP আন্তরিকভাবে যোগ দিয়ে নিজ দলের নেতা কর্মীদেরকে উৎসাহিত করেন। নিজ হাতে বিভিন্ন খাবার প্যাকেট করে সবাইকে তাকে লাগিয়ে দেন। Light House Community Support নামক সংগঠন থেকে জনপ্রিয় পুলিশ অফিসার Gandhi Sin ও সাবেক ডেপুটি মেয়র Bilal El-Hayek অংশ গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য,গেল সপ্তায় একই তাঁবুতে লেবার পার্টির জনপ্রিয় আরেক নেতা স্টেট এমপি জিহাদ দিব ,কেন্টাবুরি-ব্যাংকসটাউন সিটি কাউন্সিলের মেয়র খাল আসফুর ও সাবেক ডেপুটি মেয়র ও সকলের আস্থাভাজন Bilal El-Hayek অংশ গ্রহণ করেন। অস্ট্রেলিয়ান সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সাংসদ ছাড়াও কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে ত্রাণ বিতরণ করেছেন।

সিডনিতে প্রতি সপ্তাহে এতো লোকের আয়োজন এখন পর্যন্ত অন্য কোন সংগঠন বা ব্যক্তিগতভাবে কেউ করতে পারেনি। তাই মাননীয় সংসদ সদস্য টনি বার্ক এমপি গত ২১ শে সেপ্টেম্বর পার্টির FC Meeting এ ভূয়সী প্রশংসা করেন। উক্ত মিটিঙে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন Hon Tony Burke MP, Hon Mark Butler MP ও Mr Jihad Dib MP, Clr Khal Asfour Mayor of Canterbury Bankstown City Council, সাবেক ডেপুটি মেয়র Khal Saleh, সাবেক ডেপুটি মেয়র Nadia Saleh .প্রায় পঞ্চাশ জনের উপস্থিতিতে জুম মিটিং ছিল প্রাণবন্ত।

White Tent সার্বিক তত্বাবধানে আছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী Solar World এর স্বত্ত্বাধিকারী মোহাম্মদ এনামুল হক, অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টির মেম্বার সুলতানা আক্তার CEO of Active Pro Tax & Mortgage, রানা শরীফ Director of Urban Nest & Study Corp, শেখ ইসলাম (মিনটু) Director of Active Pro Tax & Mortgage. সুপ্রভাত সিডনি ,অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা মিডিয়া স্পনসর ও কাভারেজ।

দেশমাতার কারামুক্তি দিবসে সিডনিতে জিয়া শিশু কিশোর মেলার আলোচনা সভা

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বিএনপির চেয়ারপারসন দেশমাতা বেগম খালেদা জিয়ার ১৪ তম কারা মুক্তি দিবস উপলক্ষে জিয়া শিশু কিশোর মেলা অস্ট্রেলিয়ার উদ্যোগে ভার্চুয়ালে আলোচনা সভা ১২ সেপ্টেম্বর রবিবার সিডনিতে অনুষ্ঠিত হয়।

জিয়া শিশু কিশোর মেলা অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি মোহাম্মদ জাকির হোসেন রাজুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জিয়া শিশু কিশোর মেলা কেন্দ্রীয় সভাপতি ও জাসাসের সহসভাপতি আলহাজ্ব জাহাঙ্গীর আলম সিকদার। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলোয়াত এবং দোয়া পরিচালনা করেন ডক্টর ফকির মনিরুজ্জামান ।

ভার্চুয়ালে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম ত্যাগি নেতা ও সভাপতি মো. দেলওয়ার হোসেন এবং স্বাধীনতা সূবর্ণ জয়ন্তী কমিটির সিনিয়র যুগ্ম আহ্ববায়ক মো. মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার আরিফ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার সাধারণ সম্পাদক কুদরত উল্লাহ লিটন, বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার সিনিয়র সহসভাপতি ও স্বাধীনতা সূবর্ণ জয়ন্তী কমিটি র যুগ্ম আহ্ববায়ক মোবারক হোসেন, স্বাধীনতা সূবর্ণ জয়ন্তী অস্ট্রেলিয়া কমিটির যুগ্ম আহ্ববায়ক ও যুবদলের সভাপতি ইয়াসির আরাফাত সবুজ, আবুল হাশেম মৃধা ঝিল্লু, স্বাধীনতা সূবর্ণ জয়ন্তী কমিটির যুগ্ম আহ্ববায়ক তারেক উল ইসলাম তারেক, স্বাধীনতা সূবর্ণ জয়ন্তী অস্ট্রেলিয়া কমিটির যুগ্ম আহ্ববায়ক ও স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এএন এম মাসুম, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক খাইরুল কবির পিন্টু, জাবেল হক জাবেদ, স্বেচ্ছাসেবক দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, গোলাম রাব্বী শুভ্র, মোহাম্মদ আবুল কালাম।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন স্বাধীনতা সূবর্ণ জয়ন্তী অস্ট্রেলিয়া কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক আলহাজ্ব নাসিম উদ্দিন আহম্মেদ, আশরাফুল আলম রনি, সৈয়েদা খানম আগুর, জাসাস অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি আব্দুস সামাদ শিবলু,বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইনিজিনিয়ার কামরুল ইসলাম শামীম, বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তফা মোরশেদ নিথুন, হাবিব রহমান, ফয়সাল আহম্মেদ, জিয়াউল হক ভূইয়া, পারভেজ আলম, সাহাবুর রহমান, অসিত গোমেজ, মোহাম্মদ জসিম, সর্দার মামুন, ওয়ারিস মাহমুদ মুন্না প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জাহাঙ্গীর সিকদার বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং গণতন্ত্রের মুক্তি-এই প্রত্যাশায় বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনকে সুসংগত করে জনগণকে সম্পৃক্ত করে দেশে বিদেশে এবং রাজপথে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশী নক্ষত্রের বিদায়

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

ইন্তেকাল

সিডনির রোজল্যান্ডস্থ আনোয়ারুল আলম বিজু ৩১ আগস্ট দিবাগত রাত ১২ টার সময় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। সকলের প্রিয় এ ব্যক্তিটির মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর।

১৯৯১ সালে সিডনিতে আসেন এবং অবিবাহিত সময় সিডনির বিভিন্ন এলাকায় থেকে একসময় ল্যাকেম্বায় বসবাস শুরু করেন। ল্যাকেম্বা থাকাবস্থায় প্রতি ওয়াক্ত নামাজ তিনি জামাতের সাথে আদায় করেছেন। অত্যন্ত ভদ্র, অমায়িক, ধার্মিক সর্বোপরি একজন ভালো মানুষ ছিলেন তিনি। বাংলাদেশ কমিউনিটির প্রত্যেকের সাথে বেশ ভালো সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। ল্যাকেম্বার বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলমানদের সাথে তার ছিল অত্যন্ত সুস্পর্ক। মসজিদের পরিবেশে তিনি ছিলেন অসম্ভব সক্রিয় মুসল্লি। তিনি পুরো পরিবার ঠিক তার মতো করে সাজিয়ে তুলেছিলেন -অর্থাৎ সবাই ছিলেন ধার্মিক। তিন কন্যা সন্তানের ভিতর ২ জনের বিয়ে তিনি নিজ হাতে সম্পন্ন করেছেন।

বাংলাদেশের কুষ্টিয়া থেকে আগত এ আল্লাহর ওলি দীর্ঘদিন করোনার সাথে যুদ্ধ করে কোমায় লাইফ সাপোর্টে ছিলেন। তারপর ৩১ আগস্ট রাতে তিনি ইন্তেকাল করেন। অবশেষে এল এম এ সেন্টারে তার গোসল সম্পন্ন হলে স্থানীয় রকউড গোরস্থানে জানাজা শেষে দাফন করা হয়। করোনার কারণে দশজন জানাজা বা কবরস্থানে যেতে পারবে না তাই নিকট আত্মীয় ছাড়া অসংখ্য বন্ধু ও শুভাকাঙ্খী উপস্থিত হতে পারেননি বলে সুপ্রভাত সিডনিকে পারিবারিক সূত্রে জানিয়েছেন। আমাদের জানামতে অস্ট্রেলিয়ায় করোনায় এ পর্যন্ত তিনজন বাংলাদেশী ইন্তেকাল করেছেন।

আললাহ রাব্বুল আল আমীন উনার সমস্ত ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে তাকে জাননাতুল ফেরদাউসের সবচেয়ে উচ্চ মাকাম দান করুন (আমিন)। তার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আনোয়ারুল আলম বিজুর পরিবারের প্রতি রইল অসীম সমবেদনা, আল্লাহপাক এ শোকার্ত পরিবারকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করুক - সুপ্রভাত সিডনি থেকে এটাই কাম্য।

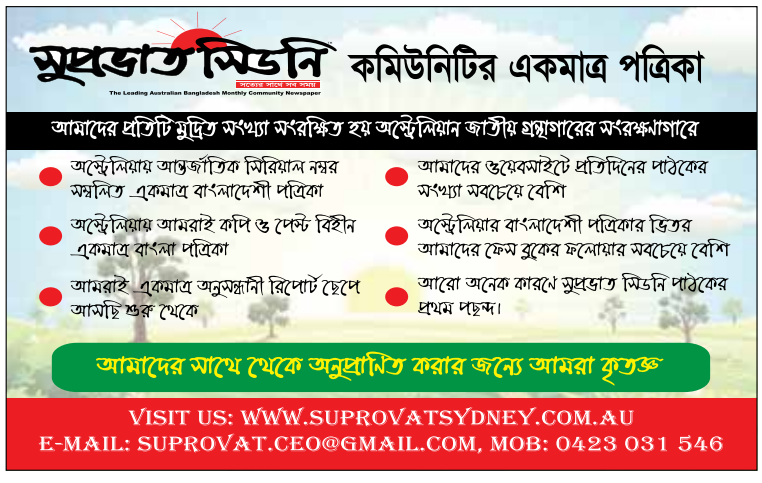

মাকসুদা ক্যাটারিং এর ফুড সহযোগিতা

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

ক্যান্টারবুরি -ব্যাঙ্কসটাউন এরিয়ায় কোরোনার প্রকোপে মানুষের জীবন জর্জরিত। সমগ্র অস্ট্রেলিয়া থেকে আঙ্গুল তুলেছে ক্যান্টারবুরি -ব্যাঙ্কসটাউন এরিয়ায় দিকে। মেয়র মিডিয়া কনফারেন্সে বলেছেন- "প্রিমিয়ার এ এলাকার মেয়রের সাথে কোনো রকম সহযোগিতা করছেনা। সরকার জাতীয় সংকট ঘোষণা করেছেন , কিন্ত কোরোনার এ সমস্যায় কোনো সহযোগিতামূলক আচরন করছেন না।"

কোরোনার এ দুর্দিনে বেশিরভাগ বাংলাদেশী সংগঠন কমিউনিটির অসহায় মানুষকে সহযোগিতা না করার অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে সুপ্রভাত সিডনিতে একটি প্রতিবেদন ছাপা হলে কমিউনিটির দু'একটি সচেতন সংগঠন এগিয়ে আসে।

Bangladeshi Senior Citizen of Australia, Community Youth & Citizen of Australia, Bangladesh Community Forum (AUS), Dollar a day,Good Citizen Work এরাই ল্যাকেম্বায় বৃহত্তর কর্মসূচি গ্রহণ করেন। সাথে যোগ হয়েছে মাকসুদা ক্যাটারিং। সিডনির অতি পরিচিত এ ক্যাটারিং কোম্পানি শুধু ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত নন, বিভিন্ন কমিউনিটি সহযোগিতা বিশেষ করে কোরোনার এ দুর্দিনে বেশ কয়েক দফা খাবার বিতরণ করে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মাকসুদা ক্যাটারিং এর স্বত্ত্বাধিকারী নোমান মাসুম সম্পূর্ণ নিজের প্রচেষ্টায় ও একেকভাবে এ খাবার বিতরণ করে অসহায় বাংলাদেশিদের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

এদিকে Bangladesh Community Forum (AUS) ও Good Citizen Work ঘোষণা দেয় প্রতি সপ্তাহে (রবিবার) ল্যাকেম্বার রেলওয়ে পেরেডে সাদা তাঁবুতে ত্রাণ বিতরণ করবেন। বিগত ৪ সপ্তাহ যাবৎ তারা এ ত্রাণ দিয়ে আসছেন। তবে যে কেউ বা যে কোনো সংগঠন স্পন্সর করার সুযোগ রয়েছে বলে জানা গেছে।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

আফগানে তালেবান বিজয় এবং অষ্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশের সুবিধা অসুবিধা

সাইফুল্লাহ খালেদ, সিডনি

পরপর দুইবার বিদেশী শক্তির হাত থেকে দেশকে মুক্ত করা স্বাধীন বাংলাদেশীরা জানে বিদেশী প্রভুত্ব কতোটা জঘন্য বিষয়। এজন্য ধর্ম, বর্ণ জাতি নির্বিশেষে যেকোন জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রকৃত বাংলাদেশী দেশপ্রেমিক হিসাবে আমাদের সকলের যে নৈতিক সমর্থন থাকা উচিৎ। তালেবানদের প্রতিও আমাদের সে নৈতিক সমর্থন ছিল, আছে এবং থাকবে।যতদিন তারা দেশের প্রতিনিধি হিসাবে দেশের মানুষের প্রকৃত মঙ্গল কামনায় কাজ করে যাবে, ততদিন আমাদের এই সমর্থন অব্যাহত থাকবে। তাই স্বাধীনতাকামী তালেবানদের এই বিজয়ে আমরা তাদের শুভেচ্ছা এবং অভিবাদন জানাচ্ছি। সেই সাথে তাদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি, তারা যেন পূর্বসূরীদের মতো না হয় অর্থাৎ দূর্নীতি এবং শোষণ মুক্ত আফগান গড়ার যে চ্যালেঞ্জ তাদের সামনে এসেছে তা যেন তারা গুরুত্ব দিয়ে মোকাবেলা করে এবং সফল হয় এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

এবার আসি ধর্মিয় দিক থেকে, আল্লাহ তায়ালা সুরা আল হুজুরাতের ১৩ নং আয়াতে বলেনঃ
"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে,পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন,সব কিছুর খবর রাখেন।"
সুতরাং মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের কাছে পরিস্কার করে দিয়েছেন কেন তিনি মানুষকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন। আমরা যারা অষ্ট্রেলিয়াতে থাকি। এখানে বিভিন্ন অঞ্চলে নির্দিষ্ট দেশের মানুষের একসাথে বসবাস করার একটি প্রবণতা রয়েছে। ফলে কিছু এলাকা চাইনিজ এলাকা, কোন এলাকা ভিয়েতনামিজ বা কোন এলাকা বাংলাদেশী এলাকা বলে পরিচিতি পেয়েছে। এ দেশের সরকারও বিভিন্ন কমিউনিটিতে তাদের দেশীয় কৃষ্টি কালচার প্রাকটিস করার সুযোগ দিয় থাকে, উতসাহিত করে এবং সরকার থেকে এ বিষয়ে বিভিন্ন ফান্ডও বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। এটাই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এ দিক থেকে বিবেচনা করলে, বিশ্বের যেকোন জাতি অন্য জাতির উপর যখনই জোর পূর্বক শাসন করতে যায়, তখনই সেই জাতি এটাকে তাদের উপর অন্যায় শোষন এবং উৎপীড়ন মনে করে, এর বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ দিয়ে প্রতিরোধ করে এই অশুভ শক্তি উচ্ছেদ করতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। আর এ দিক থেকে আফগানরা যেন সবার উপরে। ঐতিহাসিকভাবে তারা প্রমাণ করেছে তাদের এই ভুখন্ড পরাশক্তির বধ্যভূমি।ইতিমধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, আমেরিকানরা আর কখনও কোন ভূমির উপরে এভাবে আগ্রাসী অবস্থান রাখার উদ্যোগ নিবেনা। তাদের থেকে শিক্ষা নিয়ে বিশ্বের আর কোন পরাশক্তি এই বিশ্বের আর কোন জাতির উপরে এভাবে আর চেপে বসার অপচেষ্টা না চালাক এটাই হোক গোটা বিশ্ব মানবতার চাওয়া পাওয়া।

অষ্ট্রেলিয়ার ভূমিকাঃ
আফগান যুদ্ধে কমবেশী সবগুলো মিত্র শক্তিই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কিন্তু দেখা গেলো দোহার আলোচনার টেবিলে আমেরিকা কাউকে শরিক না করে এককভাবে তাদের স্বার্থ সামনে রেখেই আলোচনা করেছে এবং চুক্তি করেছে। এ কারণে ফ্রান্স এবং বৃটেন বেশ ক্ষুব্ধ। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট তো বেশ কিছুদিন ধরে বলে আসছেন আমেরিকার উপর আর নির্ভরকরা যায়না। আমি মনে করি, এ বিষয়ে অষ্ট্রেলিয়ার নীতিনির্ধারকরা অনেকটা পিছিয়ে। এ দেশের বুদ্ধিজীবি এবং কলম লেখকরাও অনেক পিছনের কাতারে। অথচ পরবর্তী বিশ্ব রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশী প্রভাব পড়বে অষ্ট্রেলিয়ার উপরে।
গত কয়েক দশক ধরে আমেরিকা এবং চীনের শত্রুতা অনেকটা প্রকাশ্যে। তবে ট্রাম্প প্রশাসনের আগের সরকারগুলো এগুলো প্রকাশ্যে না এনে ভিন্নভাবে চীনকে চাপে রাখার নীতি নেয়। তারা জাপানে, অষ্ট্রেলিয়ায় বিশাল সেনাঘাটি করে। এছাড়া তাইওয়ান, হংকং এবং সবচেয়ে বেশী ভারতকে দিয়ে এই চাপে রাখার নীতি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ট্রাম্প সরাসরি চীনের বিরুদ্ধে এক প্রকার যুদ্ধের ঘোষণা দেন এবং বাইডেন প্রশাসন এখান থেকে বের হয়ে না এসে একই পথে চলার নীতি নিয়েছেন। বিশেষ করে আফগান থেকে তাদের সৈন্য সরানোর সাথে সাথে তারা মধ্যপ্রাচ্য থেকেও সৈন্য সরানোর পরিকল্পনা করছে। ইতিমধ্যে তারা দীর্ঘদিন ধরে জিইয়ে রাখা সৌদি এবং ইরানের সম্পর্ক শীতল করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং ইরানের বিষয়ে আমেরিকা নরম নীতি গ্রহণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে এখন পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে মুখ্য ভুমিকা রাখতে চাই। ফলে বিশ্লেষকরা বলছেন, কোল্ড ওয়ার আবারও শুরু হয়ে গেছে। আর এবারের ওয়ারে মুখোমুখি আমেরিকা এবং চায়না। ইতিমধ্যে চায়নার একজন টপ অফিসিয়াল আমেরিকাকে সতর্ক করেছে এই বলে যে, আমেরিকা যদি চায়নাকে রাশিয়ার মতো মনে করে তাহলে ভুল করবে। বিশ্লেষকরাও মনে করছেন, এই যুদ্ধ শুরু হলে তা আমেরিকা, রাশিয়ার সেই ঠান্ডা যুদ্ধ থেকেও এটি হবে ভয়াবহ এবং এখানে অনেকেই চায়নাকে এগিয়ে রাখছেন। কারণ রাশিয়া সে সময় অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে বিশ্ব নেতৃত্ব দিতে ব্যার্থ হয়েছে। কিন্তু চায়না এখন অর্থনীতিতে বিশ্বের পরাশক্তি। শুধু তাই নয়, আমেরিকার জায়ান্ট আইটি কোম্পানীগুলোর সারা বিশ্বে দাপটে থাকলেও চায়নাতে তাদের অবস্থান নিয়ন্ত্রিত। ফলে আমেরিকা কোনদিক থেকেই সুবিধা করতে পারছেনা। মধ্যপ্রাচ্য ও আফগান থেকে আমেরিকা সরে আসলে সে জায়গা দখল করার সম্ভাবনা চীনেরই সবচেয়ে বেশী এবং তারা তা করেছে। ইতিমধ্যে একদিকে রাশিয়া, চায়না, তুরস্ক এবং অন্যদিকে ইরান,পাকিস্থান ও চায়না জোট আমেরিকাকে যথেষ্ট ভুগান্তিতে ফেলবে বলে মনে হচ্ছে।
ফলে অষ্ট্রেলিয়ার নীতিনির্ধারকরা যদি চোখ বন্ধ করে ঐতিহাসিকভাবে আমেরিকার বন্ধু এই নীতিতে চলে তাহলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হবে অষ্ট্রেলিয়া। জাপানের হাতে যেমন দ্বীতিয় বিশ্বযুদ্ধে চায়না সবচেয়ে নির্যাতনের স্বীকার হয় তেমনি আমেরিকা ও চায়নার যুদ্ধ শুরু হলে অষ্ট্রেলিয়া ও তার জনগণকে সবচেয়ে বেশী মূল্য দিতে হবে। এজন্য আমাদের নীতি নির্ধারকদের উচিৎ এই ভূ জটিল রাজনীতিতে যুক্ত না হয়ে যতোটা সম্ভব এ বিষয়ে নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকা। আমার মূল্যায়ন হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া যদি সুইজারল্যান্ডের মতো নিরপেক্ষ রাজনৈতিক নীতিতে যেতে পারে তাহলে সেটা হবে অষ্ট্রেলিয়ার জন্য সবচেয়ে লাভজনক। আমি মনে করি, কানাডা এবং নিউজিল্যান্ড অনেকটা সেই নীতিতেই চলছে। অষ্ট্রেলিয়ার জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর হবে আমেরিকা ও ইউরোপের অন্যান্ন শক্তির সাথে মিত্র করে চায়নার শত্রুতে পরিণত হওয়া। সেক্ষেত্রে যুদ্ধ বাধলে চায়না চাইবে ইউরোপ ও আমেরিকাতে আক্রমণ না করে অষ্ট্রেলিয়াতে আক্রমণ করে তার মিত্র শক্তিগুলোকে অষ্ট্রেলিয়াতে টেনে আনতে। তাতে করে চায়নার জন্য যুদ্ধ সহজতর হবে। এ বিষয়ে আমাদের নীতিনির্ধারকদের এখনই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়। তবে অষ্ট্রেলিয়ার জন্য পুরাতন বন্ধুদের ফেলে চায়নার দিকে ঝুকে পড়াও যেমন সমচীন হবেনা ঠিক তেমনিভাবে চায়না নির্ভর অর্থনীতি থেকে যতো দ্রুত সম্ভব বের হয়ে আসার একটা পরিকল্পনা অষ্ট্রেলিয়ার থাকতে হবে। বিশেষ করে আফগানিস্থানের মতো অন্যকোন দেশে মিত্র শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে কোন মিশনে যাওয়া অষ্ট্রেলিয়ার ভবিষ্যতের জন্য মোটেও ভালো কিছু হবেনা বলেই অনেক বিশেষজ্ঞরা মনে করে থাকেন।

এবার আসা -যাক বাংলাদেশ প্রসংগেঃ
আফগানিস্থানে তালেবানের এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে সবচেয়ে বড় সুবিধা এবং সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে বাংলাদেশের। তবে এই বিষয়ে বাংলাদেশ পরিস্থিতি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারবে কি'না এবং সেই সুযোগটি সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারবে কি'না সেটাই প্রশ্ন। আমেরিকানরা চায়না ঠেকাও নীতি গ্রহণ করে, দক্ষিন এশিয়াতে এক ধরনের আড়ৎদারি দিয়ে দিয়েছিলো ভারতের। আর ভারত তার দেশের স্বার্থে সেই সুযোগের এমন কোন অপব্যাবহার নেই যা করিনি। বিশেষ করে তাদের চির প্রতিদ্বন্দি পাকিস্থানকে তারা খুব ভালোভাবেই কোনঠাসা করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। পাকিস্থানের সাথে আমেরিকানদের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বকে ভারত শুধু ধ্বংসই করেনি,সেই সাথে আমেরিকানদের মাধ্যমে পাকিস্থানীদের আরেক মিত্র সৌদি আরব ও আরব আমিরাতকেও তারা পাকিস্থানীদের শত্রু ও নিজেদের মিত্র বানাতে সক্ষম হয়েছিল।বাংলাদেশকেও তারা চরম পাকিস্থান বিদ্বেষী অবস্থানে দাড় করাতে সফল হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই আফগানে তালেবানদের বিজয় সব হিসাব নিকাশ পালটে দিয়েছে।তালেবানদের এই বিজয়ে পাকিস্থানের প্রচ্ছন্ন ভুমিকা ও তাদের প্রভাবের বিষয় সকলেরই জানা। ফলে আফগান থেকে বের হয়ে আসার জন্য আমেরিকানদের আবারও পাকিস্থানের উপর নির্ভর করতে হয়েছে এবং পাকিস্থানের মাধ্যমেই তারা আফগানদের সাথে চুক্তি করে, তুলনামূলক কম ক্ষতিতে সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত বের হয়ে আসতে পেরেছে। এখানেই শেষ নয়, আফগানের মতো ইরাক থেকেও আমেরিকা বের হয়ে আসতে চাইছে এবং এখানে ইরান একটি ফেক্টর হয়ে রয়েছে। ইরানের সাথে আমেরিকার দীর্ঘ বৈরিতা এখানে একটি বড় অন্তরায়। অন্যদিকে ইরান ও চায়না সম্প্রতি পরস্পরের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছে আর এই সম্পর্ক তৈরীতে উভয় দেশই পাকিস্থানকে মধ্যস্থতায় রাখছে। তাই আমেরিকা এখন ইরানের সাথে বৈরিতা কমাতে পাকিস্থানের সাথে ইরানের এই সম্পর্ককে ব্যাবহার করতে চাচ্ছে। ফলে ভূ রাজনীতির খেলায় ভারত এখন সবার কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে এবং পাকিস্থান বিশেষ অবস্থানে পৌছে গেছে।
শুধু তাই নয়, চীন ভারতকে চারদিক থেকে চেপে ধরার কৌশল হিসাবে খুব দ্রুত আফগানিস্থানের তালেবানদের সাথে বিশেষ সম্পর্ক যেমন গড়েছে ঠিক তেমনিভাবে নেপালকে পর্যন্ত এখন তারা ভারতের বিরুদ্ধে দাড় করিয়ে ফেলেছে। ফলে ভারতের পাশে এখন বাংলাদেশ ছাড়া আর কেউ নেই। এ অবস্থায় পাকিস্থান ও চীন জোট আপ্রান প্রচেষ্টা চালাবে বাংলাদেশকে ভারতের বলয় থেকে বের করে আনতে। বাংলাদেশে এতোদিন যে সকল বুদ্ধিজীবি আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতেন, বাংলাদেশকে ভারতের তল্পিবাহক হওয়া ছাড়া উপায় নেই তাদেরও এখন চাপাবাজির পথ বন্ধ হয়ে গেছে। অন্যদিকে আফগানিস্থানে ভারতের যে বিশাল বিনিয়োগ ধরা খেয়েছে এবং ভারত সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে সঠিক কূটনৈতিক প্রজ্ঞা ব্যাবহার করে বাংলাদেশ সেখানে বিশেষ সুযোগ সুবিধাগুলো আদায় করে নিতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের ব্রাক সেখানে কাজ করছে,ইউনিসেফের অধীনে সেখানে অসংখ্য স্কুল পরিচালনায় তালেবান সম্মতি দিয়েছে। এ ছাড়াও আফগানে তালেবানরা আফিম চাষের পরিবর্তে সেখানে জাফরান চাষকে জনপ্রিয় করে তুলতে চাইছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তারা ক্রিকেটের উন্নতি দিয়ে নিজেদের দূর্নাম ঘুচাতেও তারা চাইবে। এভাবে যে বিভিন্ন সেক্টরে সেখানে কাজের সুযোগ তৈরী হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সেখানেও বাংলাদেশ বিশেষ ভুমিকা রেখে দেশের জন্য কোটি কোটি ডলার আয়ের পথ উন্মুক্ত করতে সক্ষম হবে। সুতরাং আমি মনে করি কোনঠাসা ভারতের সাথে বাংলাদেশ এখন নিজেকে কোনঠাসা না করে বরং তার সময় এসেছে ভারতের বলয় থেকে বের হয়ে এসে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশেষ ভূমিকা রাখার। আল্লাহ আমাদেরকে ভারতের এই রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করে, স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার তৌফিক দিন। এটাই হোক আমাদের কোটি মানুষের প্রার্থনা। আমিন।

কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সতর্ক থাকুন

মুখোশ
আপনার বাসা ত্যাগ করার মুহূর্তে মুখোশ ব্যবহার করুন এবং মুখোশ সাথে রাখুন। যেখানে মানুষের চলাচল বেশী যেমন সুপার মার্কেট, পাবলিক যানবাহনে ভ্রমনের সময় অথবা খাবারের লাইনে থাকা অবস্থায় মুখোশ পড়ুন।

NSW Police Force
Nelly Sinha
Multicultural Community Liaison Officer
Crime Prevention Unit
Bankstown PAC
2 Meredith St Bankstown
E: sinh1nel@police.nsw.gov.au P: T +61 2 9783 2135 E: 42315 M: 0407 396 426

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, October-2021
Year-13

বাংলাদেশের কোরোনা হিরোদের সম্মাননা স্মারক লাভ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

কোরোনা কালীন সময়ে সমাজ কল্যাণ মূলক কাজের জন্য "মানুষের তরে মানুষ" এ সংগঠনটি বাংলাদেশের মানুষের মুখে মুখে। বাংলাদেশ নারী লেখক সোসাইটি কর্তৃক নূরজাহান বেগম সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন মানুষের তরে মানুষ নামক সামাজিক সংগঠনকে । সুপ্রভাত সিডনি এদের কার্যক্রম নিয়ে "দু'জন অসাধারন কোভিড হিরোর মুখোমুখি " নামে একটি লাইভ অনুষ্ঠান করে গত ১৮ জুলাই ২০২১(লিংক: https://www.youtube.com/watch?v=eMHS4f5-1gk&ab_channel=SuprovatSydney)

ছোট ৫/৬জনের একটি গ্রুপ এতো অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবে তা এ টিমের সাথে কথা না বললে বোঝা মুশকিল ছিল। করোনা রুগীদেরকে যেখানে তার আত্মীয় স্বজনরাই ঠিক মতো দেখা শুনা করেনা ,সেখানে এ গ্রুপের সদস্যরা নিয়মিত রান্না-বান্না করে তাদের হাতে পৌছিয়ে দিয়ে আসা কোনো মামুলি বেপার নয়। রান্না করা খাবার,অক্সিজেন সিলিন্ডার ও বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা করছেন কোনো সরকারি অনুদান ছাড়াই। কোরোনা আক্রান্তদেরকে নিরলস সেবা দিয়ে প্রচার বিমুখ এ সংগঠনটি সকলের মধ্যমনিতে পরিণত হয়েছে। কথা কম ,কাজ বেশি -এ মর্মে বিশ্বাসী এ দলের প্রতিটি সম্মানিত সদস্য। ইদানিং বিভিন্ন হসপিটালের ভর্তি ও অসহায়দেরকে হসপিটালে সিট্ পেতে সহায়তা করে আসছে এ মহিলা সংগঠনটি। ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলাগুলোতেও এ মহিয়সী নারীদের তৎপরতা সত্যি প্রশংসনীয়।

বাংলাদেশ নারী লেখক সোসাইটি সময়পোযোগী সঠিক সিদ্বান্ত নিয়ে "মানুষের তরে মানুষ" সংগঠনকে কাজের স্বীকৃতি দিয়ে সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছে ভালো কাজের জন্য -উৎসাহিত করেছে সবাইকে -তাদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ। অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সিডনিতে সুবিধা বঞ্চিতদের পাশে কালচারাল ডাইভার্সিটি নেটওয়ার্ক

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সিডনির সমস্যাজর্জরিত বাংলাদেশিদেরকে যারা ত্রাণ ও বিভিন্ন ধরণের সহযোগিতা করছে তাদের মধ্যে Cultural Diversity Network Inc সংগঠনটি সবার পরিচিত। মাইগ্রেন্ট ও রিফিউজিসহ বিভিন্ন ধরণের সহযোগিতা করে এ সংগঠনটি সকলের মন জয় করে নিতে সক্ষম হয়েছে। সিডনি শহরে ব্যস্ততম জীবনে জনসেবায় ব্রত হওয়া অনেক কষ্ট। এ সংগঠনের সভাপতি ও লেবার পার্টির বিশিষ্ট নেতা ড.সাবরিন ফারুকী সুপ্রভাত সিডনিকে বলেন, সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য এ সংগঠনটি শুরু থেকেই নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে রিফিউজি ,এসাইলাম সিকার ও নতুন মাইগ্রেনদের জন্য সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা করে যাচ্ছেন।

এরই অংশ হিসেবে কোরোনায় ক্ষতিগ্রস্তদেরকে সহায়তার জন্য বেশ কিছু বাংলাদেশিদের জন্য কোলসের ভাউচার দিয়ে যান সংগঠনের পক্ষ থেকে । প্রতিটি ভাউচারে একশত ডলার সমমূল্য। অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনির প্রধান সম্পাদক ও বাংলাদেশ রিফিউজি অফ অস্ট্রেলিয়ার প্রধান উপদেষ্টা আব্দুল্লাহ ইউসুফ শামীম এ ভাউচারগুলো গ্রহণ করেন। আমরা এ সংগঠনের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

সিডনিতে বাফেনিক এর প্রতিবাদ সভা

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ১১ সেপ্টেম্বর শনিবার অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে বাকশালী-ফ্যাসিষ্ট নির্মূল কমিটি (বাফেনিক)র' অনলাইন প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশে লাগাতার স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ সরকার দ্বারা নিরীহ জনগণ নিষ্পেষিত ও নির্যাতিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দেলওয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে ও ডিএইচএম ইসমাইলের সঞ্চালনায় এ প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়।

জন্মলগ্নে এই সংগঠনের নাম ছিল 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ'। ১৯৪৯ সালের ২৩ ও ২৪ জুন ঢাকার কেএম দাস লেনে অবস্থিত ঐতিহাসিক 'রোজ গার্ডেন' প্রাঙ্গনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুসারি মুসলিম লীগের প্রগতিশীল কর্মীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সংগঠনটির প্রথম কমিটিতে মওলানা ভাসানী সভাপতি ও শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক এবং জেলে থাকা অবস্থায় যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন শেখ মুজিবুর রহমান।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২-৭৫ সময়কালীন শাসনামলে আওয়ামী লীগ সরকার মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান চেতনা গনতন্ত্রকে বিসর্জন দিয়ে একদলীয় অভিনব বাকশাল তথা স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা চালু করেছিল। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি ক্ষমতায় থেকেই গায়ের জোরে নিজ দলীয় সরকারের অধীনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, একতরফা ও ভোটার বিহীন এক মিডনাইট নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদের প্রায় ৩০০ আসনেই "জয়ী" হয়ে এখন নিরংকুশ সংখ্যাগড়িষ্ঠতার জোরে দলীয় তথা স্বীয় স্বার্থে সংসদে যা ইচ্ছা তাই অনুমোদন বা পাস করিয়ে নিচ্ছে।

বাংলাদেশে বিএনপির এমন কোনও নেতাকর্মী নেই যার বিরুদ্ধে মামলা বা হামলা নেই। কেন, এতো মামলা, এতো খুন, এতো গুম। শুধু মাত্র ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ! কোনও স্বৈরাচারী সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি, ক্ষমতা ছাড়তে হয়েছে। তাদেরকেও ছাড়তে হবে। বর্তমান অবৈধ ভারতের দালাল আওয়ামীলীগ সরকার বিরোধীদলকে নিষ্ক্রিয় করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে গুম ,খুনকে । সরকারের প্রায় প্রতিটি চরিত্রহীন আমলা -মন্ত্রীরা নেশাখোর বা মাতালের মতো সর্বদা উল্টা পাল্টা মানহানিকর বক্তব্য দিচ্ছেন।

বাফেনিকের নেতা কর্মীরা বলেন-আমরা অবৈধ অসুস্থ খুনি এ সরকারের পতন চাই। প্রবাস থেকে বিশাল কর্মসূচি দিয়ে অগনতান্ত্রিক -ভারতীয় রাজাকারদের প্রতিহত করে দেশে আইনের সুশাসন কায়েম এবং অতি দ্রুত পূর্ণাঙ্গ কমিটির রূপরেখা প্রকাশ করে নিরীহ ,অসহায় ও মুক্তিকামী মানুষের পাশে দাঁড়াবার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper । সত্যের সাথে সব সময়

ক্যাম্পবেলটাউন নির্বাচনী প্রার্থীর বিশেষ সাক্ষাৎকার

> ২০১২ সালে আমার নির্বাচনে আসার অন্যতম যে কারন ছিলো তাহলো কমিউনিটির অনেকেই বিভিন্ন পার্টিতে সক্রীয়ভাবে রাজনীতি করে আসছিলেন। কিন্তু কোন পার্টিই আমাদেরকে কখনো নির্বাচনের জন্য মনোনোয়ন দেয় নাই

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

ক্যাম্পবেলটাউন সিটি কাউন্সিল এলাকা থেকে আসন্ন নির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে বাংলাদেশি কম্যুনিটি ব্যক্তিত্ব আবুল সরকার এবার প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। সুপ্রভাত সিডনি এবার আবুল সরকারের মুখোমুখি হয়েছেন। নিচে তার সাক্ষাৎকারটি তুলে ধরা হলো।

সুপ্রভাত সিডনি : সরকার, আপনি ২০১২ সালে সিটি কাউন্সিল নির্বাচন করেছিলেন। যতদুর জানি মাত্র একশ একান্ন ভোটের ব্যাধানে আপনাদের গ্রুপ জিততে পারেনি।এই অভাবনীয় সাফল্যের পরও ২০১৬ সালে কেন নির্বাচন করেননি?

আবুল সরকার : ধন্যবাদ এই প্রশ্নটি প্রথমেই করার জন্য। এই প্রশ্নটিই সকল প্রশ্নের সূত্রপাত ঘটাবে। ২০১২ সালে আমার নির্বাচনে আসার অন্যতম যে কারন ছিলো তাহলো কমিউনিটির অনেকেই বিভিন্ন পার্টিতে সক্রীয়ভাবে রাজনীতি করে আসছিলেন। কিন্তু কোন পার্টিই আমাদেরকে কখনো নির্বাচনের জন্য মনোনোয়ন দেয় নাই। অথচ আমাদের অনেক ভাই বোনেরা দীর্ধদিন ধরে পার্টির কাজ করে আসছে। তখন আমিই প্রস্তাব রাখি যদি কেউ এবার নমিনেশন না পায় তাহলে কমিউনিটির পক্ষ থেকে নির্দলীয়ভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহন করা হবে।এব্যাপারে আমরা বিভিন্ন সময় ইংগেলবার্নে অবস্থতিত আরজু ভাইয়ের থাইবার্ন (42/44 Oxford Rd, Ingleburn) রেষ্টুরেন্টে মিলিত হয়েছি , মত বিনিময় করেছি। সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হয় আমরা নির্বাচনে যাচ্ছি। আগ্রহী প্রার্থী খোঁজা হয় নির্বাচনের জন্য। শেষ পর্যন্ত বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাধার কাজ আমার উপরই বর্তায়। ২০১২ সালে আমরা মাত্র একশ একান্ন ভোটে জিততে পারি নাই। সাথে তিনশ তেত্রিশটা ভোট ভুল ভাবে দেয়ার কারনে বাতিল হয়। ফলে আমরা ভোটের সংখ্যায় জিতেছি। ২০১৬ সালের নির্বাচন প্রাক্কালে একটি পার্টি সেই ভোট ব্যাংককে গুরুত্ব দিয়ে একজন সদস্যকে মনোনয়ন দেয়। ফলে ২০১২ সালে যে যুক্তির কারনে আমার নির্বাচনে অংশগ্রহন ২০১৬ সালে সেটা পূরন হলে আমার নির্বাচনে আসার আর দরকার হয় নাই। আমিই প্রথম সেই প্রার্থীকে কনগ্রাচুলেট করি। তার নির্বাচনী প্রচারনায় অংশগ্রহন করি-এটি সবাই জানে।

সুপ্রভাত সিডনি : দীর্ঘ নয় বছর পর তাহলে এবার কেন নির্বাচনে আসছেন?

আবুল সরকার : দেখুন প্রত্যেকটা যাত্রার শুরুতে একটা রোডম্যাপ থাকে। ২০১২ সালের রোডম্যাপটা ছিলো বাংগালী কমিউনিটির রাজনীতিতে পদার্পন। তখন এই এলাকায় বাংগালি ভোটার ছিল মাত্র তিন হাজার পাচশ' যা ২০২১ সালে দাড়িয়েছে প্রায় দশ হাজার। সঙ্গত কারনেই আশা করেছিলাম আরো বেশী সংখ্যক কমিউনিটির সদস্য দুই পার্টি থেকেই নমিনেশন পাবে। এর জন্য অনেকেই চেষ্টা করেছেন।কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য কাউকেই নমিনেশন দেয়নি।উপরন্তু আমাদের এলাকায় একটি কমিউনিটি দুই পার্টি থেকেই একাধিক নমিনেশন পেয়েছে। এটা আমাদের রোডম্যাপের জন্য হুমকির মতো। অথচ বাংলাদেশী কমিউনিটিই এই এলাকার সবচেয়ে অগ্রসরমান কমিউনিটি। সেটা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবেও। আর একারনেই ২০১২ সালের রোডম্যাপ অনুযায়ী কমিউনিটিকে মযার্দার যায়গায় প্রতিষ্ঠা করার জন্যই এবারের নির্বাচনে অংশগ্রহন।

সুপ্রভাত সিডনি : ২০১২ সালে কমিউনিটির পক্ষে নির্দলীয় ভাবে নির্বাচন করেছিলেন। এবার কিভাবে করছেন?

আবুল সরকার : ধন্যবাদ,হ্যাঁ ২০১২ সালে নির্দলীয় ভাবে নির্বাচন করেছিলাম। এবার স্থানীয় একটি পার্টি থেকে (কমিউনিটি ফার্ষ্ট) আমাকে মনোনয়ন দিয়েছে।এটি এখানকার তৃতীয় বৃহত্তম পার্টি। মি: পল লেক এই পার্টির প্রসিডেন্ট ও কাউন্সিলর। ২০১৪ সালে তিনি মেয়র ছিলেন।দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটিয়ে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহন করবেন বলে মনস্থির করেছেন। আমার সংগে সম্পর্ক অনেক বছরের। আমাকে অনুরোধ করে তার পার্টিতে যোগ দিয়ে তার স্থলাভিষক্ত হওয়ার জন্য। আমি বিষয়টা নিয়ে কমিউনিটির সবার সাথে আলোচনা করেছি। সবাই আমাকে উৎসাহ দেখিয়েছে। আর এভাবেই সেই পার্টি থেকে নির্বাচন করা।

> আমি স্বপ্নবিলাসী মানুষ, প্রতিযোগীতাও পছন্দ করি। পৃথিবীতে প্রতিযোগিতা বিহীন কোন কাজ নেই, হোক সেটা ব্যাবসা, চাকুরী অথবা রাজনীতি

সুপ্রভাত সিডনি : আপনার ওখানে একজন বাংগালি কাউন্সিলর আছেন। তিনি আবারও নির্বাচন করবে বলে শুনেছি। আপনার নির্বাচন তার উপর প্রভাব ফেলবে কিনা?

আবুল সরকার : আবারো ধন্যবাদ এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি করার জন্য। একটি কথা পরিস্কার ভাবে বলতে চাই ২০১৬ সালে যার নির্বাচনী প্রচারনায় আমি স্বত:স্ফুর্তভাবে অংশগ্রহন করেছি ২০২১ সালে কেন আমি তার বাঁধা হতে যাবো। ক্যাম্বেলটাউন সিটি কাউন্সিল একটি অবিভক্ত(undivided) কাউন্সিল। চৌত্রিশ টি সাবার্বে প্রায় এক লক্ষ দশ হাজার ভোটার। এই সব ভোটার যে কোন প্রার্থীকে সরাসরি ভোট দিতে পারে। এখানে মোট পনেরজন কাউন্সিলর নির্বাচিত হবে। কোন প্রার্থীর সাথে সরাসরি প্রতিদন্দ্বিতা করার সুযোগ নেই। যে পনেরজন প্রার্থী সর্বোচ্চ ভোট পাবে তাঁরাই নির্বাচিত হবেন। আর এখানে একাধিক প্রার্থীকে ভোট দেয়ার সুযোগ আছে। ফলে কমিউনিটি চাইলেই দাগের নিচে পছন্দের ব্যাক্তিকে ভোট প্রদান করে একাধিক প্রার্থীকে জয়যুক্ত করতে পারেন।

সুপ্রভাত সিডনি : লাইনের ভোট দেয়ার পদ্ধতি কি, একটু খুলে বলবেন কি?

আবুল সরকার : কাউন্সিল নির্বাচনে ভোট দেয়ার পদ্ধতি দুই রকম। একটি দাগের উপরে, যেখানে সব পার্টির নাম থাকে। আরেকটি দাগের নিচে, যেখানে সকল প্রার্থীর নাম থাকে। যে কোন ভোটার দাগের নিচে পছন্দের প্রার্থীদের বাছাই করে ক্রমিক নং অনুযায়ী ভোট দিতে পারে। তবে কমপক্ষে আটজন প্রার্থীকে ভোট দিতে হবে, কম দিলে ভোট বাতিল হবে। আরো একটি কথা কেউ যেন দাগের উপরে ও নিতে ভোট না দেয়। দিলে সেই ভোট বাতিল হবে।

সুপ্রভাত সিডনি : জয়ের ব্যাপারে আপনি কতটা আশাবাদী?

আবুল সরকার : আমি স্বপ্নবিলাসী মানুষ, প্রতিযোগীতাও পছন্দ করি। পৃথিবীতে প্রতিযোগিতা বিহীন কোন কাজ নেই, হোক সেটা ব্যাবসা, চাকুরী অথবা রাজনীতি। যোগ্যতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় টিকে থাকার জন্য। আশা করি সেই বিবেচনায় আমি সবার দৃষ্টি আকর্ষন করতে সক্ষম হবো।আমার জন্য দোয়া করবেন।

সুপ্রভাত সিডনি : আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

আবুল সরকার : আপনাকে ও সুপ্রভাত সিডনির সকল পাঠকদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই সাক্ষাৎকারটি ধৈর্য্য সহকারে পড়ার জন্য।

মাল্টিকালচারাল সোসাইটি অফ কেম্বেলটাউনের উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সিডনির পশ্চিম অঞ্চলীয় বাংলাদেশী সংগঠন মাল্টিকালচারাল সোসাইটি অফ কেম্বেলটাউনের উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। গত বছরের মতো এবছরও তারা সমস্যা জর্জরিত বাংলাদেশিদেরকে খাদ্য সহায়তা করছে।

এ ব্যাপারে প্রোজেক্টের আহবায়ক মাহবুব আলম শরীফ সুপ্রভাত সিডনিকে বলেন -এ বছরও আমরা ব্যাপক সারা পেয়েছি। প্রচুর মানুষ আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছে। মানুষের সুবিধার্থে কেম্বেলটাউন ও ল্যাকেম্বায় দুটি সেন্টার করেছি যাতে সমস্যাজর্জরিত মানুষ সহজে ফুড প্যাক গ্রহণ করতে পারে। মাল্টিকালচারাল নিউ সাউথ ওয়েলস ও সংগঠনের সকল কলা কৌশলীকে অনেক ধন্যবাদ জানাই তাদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্যে।

কোভিডের মাঝে কম্যুনিটির হালচাল

ড. সাবরিন ফারুকী

অস্ট্রেলিয়ার সাম্প্রতিক কোভিড ১৯ প্রাদুর্ভাবের ফলশ্রুতিতে কম্যুনিটির প্রত্যেক অংশের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের গুরুত্ব স্পষ্ট ও যথাযথভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যেন আমরা সফলভাবে আমাদের নিরাপদ রাখতে পারি এবং আমাদের জীবনকে যথাসম্ভব প্রায় স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি। গোষ্ঠি তথা রাষ্ট্রের সর্বত্র সাধারণ যোগাযোগের বিষয়টি অপেক্ষাকৃত সফল হলেও বার্তায় জটিলতা এবং কোভিডের বিপক্ষে যুদ্ধের জন্য কি কি ধরণের সাপোর্ট বা সমর্থন রয়েছে তা নিরুপনের জন্য যে ‘ সার্বজনীন’ কৌশলকে আমাদের গোষ্ঠি বা কম্যুনিটির প্রতিটি ব্যক্তির নিকট পৌছে দেবার কার্যকরী মন্ত্র হিসেবে চালু করা হয়েছে তাতে ‘মিথ’ তথা পৌরানিক ধারণার উন্মেষ ঘটনানো হয়েছে। যাদের ইংরেজী প্রধান ভাষা নয়, যেমন অভিবাসী, শরণার্থী অস্থায়ী ভিসাধারী মানুষ সরকারি বার্তার অধিকাংশ হৃদয়াঙ্গম করতে হিমশিম খাচ্ছে। সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত বহুমাত্রিক কম্যুনিটির (CALD) মধ্যে যেসব নারী ইতোমধ্যে পৃথকীকরণ (ISOLATION) অবস্থান রয়েছে বা যারা গৃহ নির্যাতনের ফল শংকিত রয়েছে তাদের জন্য কোভিড সার্পোট হেতু সুবিধাসমূহ প্রায় অনুপস্থিত বলা যেতে পারে।

এসব নারীদের অধিকাংশ হচ্ছে একক অভিভাবক যারা বাসায় বন্দি থেকে তাদের বাচ্চাদের বড় জোর হোম, স্কুলিং করাচ্ছে। এদের প্রধান ভাষা ইংরেজী নয় এবং এদের মধ্যে অনেকেরই তাদের বাচ্চাদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা সংশ্লিষ্ট পন্য নেই। লকডাউন বা তালাবদ্ধ সূচনার পূর্বে এদের মধ্যে কতিপয় নারীর এভিও AVO চালু হয়েছে। আরো খারাপ দিক হচ্ছে, তারা বাড়িতে এমনভাবে আবদ্ধ রয়েছে যে তাদের সঙ্গে বন্ধু পরিবারের কোন সমর্থন বা সামাজিক যোগাযোগ হচ্ছে না। এসব নারীদের অধিকাংশই বেকার এবং আর্থিক স্বাক্ষরতার হার অত্যন্ত কম। এদের ব্যাংকিং সিস্টেম সম্পর্কে নগন্য জ্ঞান রয়েছে এবং এদের অনেকেই গাড়ি চালাতে পারে না। এতসব প্রতিকূলতার সঙ্গে প্রচন্ড মানসিক আতংক যোগ হবার ফলে গৃহ নির্যাতন ভুক্তভোগী এসব নারীদের অবস্থা অসহনীয় পর্যায়ে পৌছে গেছে। একারণেই আমাদের কম্যুনিটিতে যারা সংবেদনশীল অবস্থায় রয়েছে তাদের মানসিক সুস্বাস্থের জন্য সহায়তা প্রদান জরুরি হয়ে পড়েছে।

কোভিড জনিত পরিস্থিতিতে আমরা যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছি তাতে করে কতিপয় CALD গোষ্ঠির বৃহদাংশের অবস্থা এখন ‘সংকট’ অবস্থায় পড়েছে।

যদি আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে, এসব সংবেদনশীল মানুষ সর্বরকম সুবিধা পাক এবং কোভিডের মধ্যে টিকে থাকুক, তাহলে CALD এবং যোগাযোগ প্রতিবন্ধকতা আছে এমন গোষ্ঠীর নেতাদের কণ্ঠকে উচ্চকিত করা হবে। যাতে এসব মানুষের প্রতিনিধিত্ব যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়। কেবলমাত্র একজন আভ্যন্তরীণ ব্যক্তি তার কম্যুনিটির চাহিদার সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারে। আমার সংগঠন কালচালাল ডাইভারসিটি নেটওয়ার্ক ইংক (CDNI) এবং আমি এ শূনতা পূরণের জন্য কাজ করে যাচ্ছি এবং যদ্দুর সম্ভব সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছি। এর কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে প্রধানত ইনার ওয়েস্ট এবং ওয়েস্টার্ন সিডনিতে বসবাসরত সম্প্রতি আগত অভিবাসী, শরণার্থী এবং রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান করা। এসব অভাবী ও দুস্থ মানুষদের আমরা জরুরি সহায়তা প্রদান করি এবং সরকারি ও অন্যান্য সংস্থার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেতে সাহায্য করে থাকি।

CDNI ইন্টারনেটের মাধ্যমে কেম্বেলটাউন কাউন্সিলের বহু সাংস্কৃতিক কম্যুনিটিতে সিনিয়র সদস্যদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য একটি প্রকল্প ও পরিচালনা করে আসছে। সরকার প্রদত্ত এবং অন্যান্য দাতব্য প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তা লাভের জন্য সংবেদনশীল মানুষদের আমরা সাহায্য করছি। এহেন কঠিন অবস্থায় যদিও আমি খুশি যে, নিউ সাউন্থ ওয়েলস সরকার, স্থানীয় কাউন্সিল এবং কতিপয় যে সরকারি প্রতিষ্ঠান সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তবুও আমাদের আরো অধিক করার প্রয়োজনীয় রয়েছে। এটাই হচ্ছে সে সময় যখন প্রত্যেক কম্যুনিটি নেতাকে তাঁর জনগনের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। তাদের কম্যুনিটির চাহিদাকে তুলে ধরতে হবে যাতে করে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্ভাব্য সর্বোচ্ছ সহায়তা প্রদান করা যায়।

* আগত অভিবাসী, শরণার্থী, রাজনৈতি আশ্রয়প্রার্থী ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান করা যাচ্ছে ড. সাবরিনা ফারুকীর CDNI প্রতিষ্ঠান। দু:স্থ ও অভাবী সংবেদনশীল মানুষদের জরুরি সহায়তা প্রদানের লক্ষে তার প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। অনুবাদ : তাজুল ইসলাম, প্রকৌশলী (সুপ্রভাত সিডনি)।

Kids R Us Family Day Care

We seriously care about our children!

Kids R Us Family Day Care
is a home based childcare service.
We have highly trained & experienced
educators who are able to fulfill
your expectations and needs about your child.

We offer various childcare service including:

* Full-time, part-time or casual care
* Emergency care
* Before/after care for 5-12 years old
* Overnight and shift work
* School holiday care

We provide above standard childcare services with:

★ Government fee relief
★ Clean, healthy & homely environment
★ Full of educated and fun activities
★ A safe & natural environment for every child to learn & play

For more enquiries call us or our educator in your area.
M: 0414 492 655
Suite 1, 38 Railway Pde,
Lakemba - 2193

Enroll Now With Us!

Educator contact No.:
0499 999 999

We are also recruiting educators who are interested in making a career in the childcare industry.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

যুক্তরাষ্ট্রে সাংবাদিক ফরিদ আলমের উপর আওয়ামী সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ: বাকশালী ফ্যাসিস্ট নির্মুল কমিটি

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বাকশালী ফ্যাসিস্ট নির্মুল কমিটি বাফেনিকের সভাপতি মোঃদেলওয়ার হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক ডিএইচ এম ইসমাইল ২৪শে সেপ্টেম্বর ২০২১ এক যৌথ বিবৃতিতে জানান, বাংলাদেশের ভোটচোর অবৈধ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার করোনা কালীন সময়ে ১৪১ জনের বিশাল বহর নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসা এবং শেখ মুজিবের নামে বেঞ্চ উদ্বোধন, গাছে পানি দেয়া এসব নাম সর্বস্ব কর্মসূচীর প্রাপ্তি কী - এবিষয়ে এনসিনের সাংবাদিক ফরিদ আলমের করা প্রশ্নে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। শারীরিকভাবে আক্রমণের শিকার হন সাহসী এই বাংলাদেশী সাংবাদিক।

বাফেনিকের নেতৃবৃন্দ বলেন, গণতন্ত্রের পাদপীঠ যুক্তরাষ্ট্র এসেও টুটি চেপে ধরতে চাচ্ছে বাংলাদেশে কর্তৃত্ববাদী শাসক গোষ্ঠি। বাংলাদেশে সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের উপর নিষ্পেষণের কারণে ইতিমধ্যেই শেখ হাসিনাকে আন্তর্জাতিক সংগঠন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার " প্রিডেটর " বা "ঘাতক " হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এই গুপ্ত ঘাতক এতদিন দেশের ভেতরেই তার বর্বরতা জারি রাখলেও, নিউ ইউর্কের ঘটনায় এই ঘাতকের চরিত্র আজ আন্তর্জাতিক মহলের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

সাংবাদিক, গণমাধ্যম ও মানুষের মৌলিক বাকস্বাধীনতার উপর বাকশালী-মাফিয়া চক্রের এই বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে বাফেনিক নেতৃবৃন্দ বলেন যে এঘটনার মাধ্যমে আবারও প্রমান হল যে আওয়ামীলীগ মূলত একটি চরম প্রতিক্রিয়াশীল জঙ্গি সংগঠন। তারা আজ জাতির বুকের উপর উঠে দেশকে খুবলে খুবলে খাচ্ছে। তাই নেতৃবৃন্দরা সকল মানুষকে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। সাহসী হিরো সাংবাদিক ফরিদ আলমকে বাফেনিকের সব ধরণের সহযোগিতার আশ্বাস দেন -এছাড়া এহেন ন্যক্কারজনক ঘটনার জন্য তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

বিশিষ্ট কৃষিবিদ মোতাহার হোসেনের মৃত্যুতে শোকের ছায়া

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বাংলাদেশী কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, কৃষিবিদ মোতাহার হোসেন ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ বুধবার সকাল আনুমানিক পৌনে ১০টার দিকে ইঙ্গেলবার্ন বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলীহে রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।

মরহুমের নামাজে জানাজা ১৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টায় নারলেন কবরস্থানে অনুষ্ঠিত হয়। পরে নারলেন কবরস্থানে দাফন করা হয়। লকডাউনের কারণে জানাজায় মাত্র ১০জন উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, ইস্টার্ন সবার্বের ইস্টলেকে তিনি দীর্ঘদিন স্বপরিবার বসবাস করেছিলেন,পরবর্তীতে তিনি ইঙ্গেলবার্নে স্বপরিবারে স্থানান্তর হন। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করেন। বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটে সাইন্টিস্ট অফিসার হিসেবে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন। একই প্রতিষ্টানে সাইন্টিস্ট এসসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন অনেক দিন। ১৯৮০ সালে তিনি ফিলিপাইনের ইন্টারনেশনাল

রাইস ইনস্টিটিউশনে ট্রেনিং করেন। ১৯৯৪ সালে তিনি স্কীলড মাইগ্রেশান নিয়ে সিডনি আসেন। ১৯৮৮ সালে তিনি ইংলেন্ডের University of Reading থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। প্রচারবিমুখ বগুড়া নিবাসী কমিউনিটির সবার পছন্দের এ ব্যক্তিত্ব ইস্টলেক বাংলা স্কুলের সভাপতি হিসেবে বিশেষ অবদান রাখেন। কমিউনিটির বিভিন্ন সমাজসেবায় গুরুত্তপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। সিডনিতে তিনি কৃষিবিদ অস্ট্রেলিয়া সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালন করেছেন। এক ছেলে ও এক মেয়ে,স্ত্রী ও অনেক আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধব তিনি রেখে গেছেন। তার মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন -এটাই আমাদের কাম্য।

নিউইয়র্কে স্বৈরাচারী হাসিনাকে কালো পতাকা প্রদর্শন ও বিক্ষোভ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বিতর্কিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে বিএনপির বিক্ষোভের মুখে পরে নাজেহাল হয়ে কোনরকম গাড়িতে উঠে সটকে পড়েন। এসময় বিএনপির নেতা কর্মীরা কালো পতাকা প্রদর্শনসহ মুহু: মুহু স্লোগানে পুরো এলাকা প্রকম্পিত করে তোলেন।

২২ সেপ্টেম্বর সকাল ৮ টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত নিউইয়র্কের জেএফকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বাংলাদেশের বর্তমান অবৈধ প্রধানমন্ত্রীর আগমনে "যেখানে হাসিনা সেখানে প্রতিরোধের কর্মসূচীর" ধারাবাহিকতার লক্ষ্যে বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনগুলো যুক্তরাষ্ট্র নিউইয়র্কে জেএফকে বিমান বন্দরে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনাকে কালো পতাকা প্রদর্শনের মাধ্যমে নিন্দা জ্ঞাপন ও এক বিক্ষোভের আয়োজন করেন। যুক্তরাস্ট্রের নিউইয়র্কে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতাকর্মীদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এতে একজন আহত হয়েছে। স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে নিউইয়র্কে গমনকে কেন্দ্র করে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও তাদের অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা শেখ হাসিনাকে 'গণতন্ত্র হত্যাকারী' ও 'ভোট চোর' খুনি, গুমমাতা আখ্যয়িত করে বিশাল বিক্ষোভ শুরু করে। এসময় দু'পক্ষের পরস্পর বিরোধী স্লোগানে এয়ারপোর্ট এলাকা প্রকম্পিত হয়ে উঠে। 'ডাউন ডাউন শেখ হাসিন ডাউন', ৫% এর প্রধানমন্ত্রী মানি না মানব না, এই মুহুর্তে দরকার তর্ত্বাবধায়ক সরকার, গুম হত্যার সরকার নিপাত যাক নিপাত যাক শ্লোগানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার ৫ই জানুয়ারীর নির্বাচনকে বরাবর প্রশ্নবিদ্ধ বলে আসছেন। তাই অনতিবিলম্বে যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি গণতান্ত্রিক দেশে অবৈধ এই প্রধানমন্ত্রীকে জাতিসংঘে যেন কোন রকম সুযোগ সুবিধা না দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে নতুন নির্বাচনের জন্য চাপ সৃষ্টি করার জন্য জাতিসংঘের মহাসচিবের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। বিক্ষোভে কালো পতাকা প্রদর্শনসহ শ্লোগানে শ্লোগানে পুরো বিমান বন্দর এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।

এর মধ্যে আওয়ামী লীগের কতিপয় উশৃঙ্খল সদস্য বিএনপির নেতা কর্মীদের লক্ষ করে ঢিল জাতীয় কিছু ছুড়ে মারে। এথেকে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার সূত্রপাত ঘটে।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে ১৯ সেপ্টম্বর রোববার বিকেলে ফিনল্যাণ্ডের রাজধানী হেলসিঙ্কি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে পৌঁছেছেন।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, October-2021
Year-13

সিডনিতে বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

'বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ভূমিকা' শীর্ষক ভার্চুয়াল সেমিনার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পলিসি ফোরামের উদ্যোগে ২৮ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয় সিডনিতে। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চালর্স বিশ্ববিদ্যালয় অস্ট্রেলিয়ার অধ্যাপক গবেষক লেখক শিবলী আব্দুল্লাহ। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বাবু গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। বিশেষ অতিথি বিএনপির নির্বাহী কমিটির সহ সভাপতি শামসুজ্জামান দুদু, যুগ্ম মহাসচিব ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন, আন্তজাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহম্মেদ অসীম, তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক একেএম ওয়াহিদুজ্জামান, সহআন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পলিসি ফোরাম এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী কমিটির অস্ট্রেলিয়ার প্রধান উপদেষ্টা মোঃ দেলওয়ার হোসেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পলিসি ফোরামের সাধারণ সম্পাদক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মোঃ শাহ্ আলম, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড.একেএম মতিনুর রহমান। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পলিসি ফোরামের সভাপতি মো. মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার আরিফ।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পলিসি ফোরামের সহ সভাপতি কুদরত উল্লাহ লিটনের পরিচালনায় সেমিনারে সংক্ষিপ্ত ভিডিওর মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন অস্ট্রেলিয়ান সাংসদ ইস্ট হিল নিউ সাউথওয়েলসের এমপি উন্ডি লিন্সে। এমপি উন্ডি লিন্ডে বক্তব্যে বলেন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে সকলের অংশগ্রহণে একটি সঠিক নির্বাচন অতি জরুরি। আরও বক্তব্য রাখেন স্বাধীনতা সূবর্ণজয়ন্তী কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মোবারক হোসেন, ইয়াসির আরাফাত সবুজ, এএনএম মাসুম।

অনুষ্ঠানে পবিত্র কোর আন তেলোয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন বাংলাদেশ পলিসি ফোরাম অস্ট্রেলিয়ার ড.ফকির মনিরুজ্জামান।

সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন সিংগাপুর বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুল কাদের ভূইয়া, ডিএইচ এম এস এর সভাপতি ডাঃ আবুল খায়ের ভূঁইয়া, জিসপ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি গিয়াস উদ্দিন খোকন, বিডি দিনকালের প্রধান সম্পাদক কামরুল হাসান বাবলু, জাতীয়তাবাদী প্রচার দলের সভাপতি মাহফুজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আকবর হোসেন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী কমিটি অস্ট্রেলিয়ার যুগ্ম আহবায়ক রাশেদ আল হাসান, সেলিম লিয়াকত, আলহাজ্ব নাসিম উদ্দিন আহম্মেদ, আবুল হাশেম মৃধা ঝিলু, সৈয়দা খানম আংঙ্গুর, ইব্রাহিম খলিল মাসুদ, জাসাস সভাপতি আব্দুস সামাদ শিবলু, বিএনপি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইনিজনিয়ার কামরুল ইসলাম শামীম, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক খাইরুল কবির পিন্টু, বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তফা মোরশেদ নিথুন, রমজান আলী, ইনিজনিয়ার মোস্তাফিজ আল মামুন, লক্ষীপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি অ্যাড. মহসিন কবির স্বপন, স্বেচ্ছাসেবক দল অস্ট্রেলিয়ার সাধারণ সম্পাদক মৌহাইমেন খান মিশু, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক এমডি কামরুজ্জামান, যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ জাকির হোসেন রাজু, মোহাম্মদ জসিম, আনোয়ার হোসেন, জেবল হক জাবেদ, পবিত্র বড়ুয়া,পারভেজ আলম, জাহিদ হাসান, মামুনুর রশিদ, গোলাম রাব্বী শুভ্র, অসীত গোমেজ, জসিম উদ্দিন,ওয়ারেস মাহমুদ, তারেক হাসান, সিদরাতুল মিনতাহা শীতল, শাকিল আহম্মেদ,সাহাবুর রহমান, একে এম বারী,এনাম হক,জসিম উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ।

অধ্যাপক শিবলী আব্দুল্লাহ মূল প্রবন্ধে ১৯৭২ -৭৫ সালে বাংলাদেশের একটি চিত্র তুলে ধরেন। তিনি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি এবং আইনের শাসন, প্রশাসনিক দূরদর্শিতা ও রাজনীতির আমূল পরিবর্তনের এক বিশদ চিত্র তুলে ধরেন।

প্রধান অতিথি গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, বাংলাদেশে একটি অগণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় যারা দেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে কুক্ষিগত করে নিজেদের মত মিথ্যা তথ্য দিয়ে রচনা করতে চায়। আওয়ামী লীগ কোর্টের মাধ্যম মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নাম বাদ দিয়ে বাংলাদেশের মিথ্যা ইতিহাস লিখতে চাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের কোটি মানুষ শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা যুদ্ধের ভূমিকা এবং সাড়ে তিন বছরের দেশ গড়ার ভূমিকা আজীবন মনে রাখবেন।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

ইসলামী বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে কোভিড ১৯ মহামারি

সৈকত ইসলাম (সিডনি)

বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভার এবং বিস্তারের ফলে প্রায় সমগ্র বিশ্বের মানুষের লাইফ স্টাইলে তথা জীবনাচরণে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে গেছে। মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ভীষণভাবে ব্যাহত হয়ে পড়েছে। বিশ্বের ১৯০ কোটি মুসলিমও এর অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী মানুষ কিভাবে একে মোকাবিলা করবে এ ব্যাপারে ইসলামী বিশেষজ্ঞ তথা আলেমরা তাদের গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ও পর্যালোচনা পেশ করেছেন। এ জাতীয় বিপদ-আপদ প্রত্যক্ষ করলে যা আমলে নিতে হবে তার সংক্ষিপ্তসার তাঁরা নিম্নরূপে পেশ করেছেন:

১। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন পরীক্ষা দ্বারা বেস্টিত-সেটা হতে পারে বিপদ আপদের মাধ্যমে অথবা কোন লাভ ক্ষতির মাধ্যমে। এর মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করেন, যাতে সে বক্র পথে না যায়। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা কি ভেবেছো কোন পরীক্ষা ছাড়াই তোমরা জান্নাতে চলে যাবে অথচ তোমাদের পূর্ববর্তীদের ও তারই সম্মুখিন হতে হয়েছে। তাদেরকে চরম দারিদ্র এবং রোগ-ব্যাধি দ্বারা এমনভাবে আঘাত করা হয়েছিল যার ফলে তারা এমনকি নবী-রাসুলরা প্রকম্পিত হয়েছিলেন এমনভাবে যে, তাঁরা বলেছিলেন 'কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে' নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী'।

আল্লাহ পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করেন, কিভাবে মানুষ প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং মোকাবিলা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-ফ্লাইট বাতিল হয়েছে অথবা প্রিয়জন অসুস্থ হয়ে গেছে এমন সব ঘটনায় বান্দাদের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছে। অন্যত্র কোরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন,
'এবং অবশ্যই আমি কতিপয় ক্ষুধা, ভয়-ভীতি, জীবন ও সম্পদহানি ও ফলমূলের ক্ষতি দ্বারা বান্দাদের পরীক্ষা করবো। কিন্তু ধৈয্যশীলদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ'। সুতরাং দুর্যোগের মুহূর্তে আমরা কি ধরণের সাড়া দিবো তাও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ' যারা যখন দুর্যোগে পতিত হয় তারা বলে নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর এবং তাঁর কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।
একজন আল্লাহর খাঁটি বান্দা বিপদে-আপদে ধৈর্য্য ধারণ করবে যেহেতু সে জানে যে, আল্লাহ কখনো তাকে ছুড়ে ফেলবেন না এবং তার প্রতি এমন বোঝা চাপিয়ে দিবেন না যা সে মোকাবেলা করতে পারবে না।

২। অসুস্থতা এবং ভাইরাস নতুন কিছু নয়-এ সম্পর্কে সাহাবারা একবার নবীজীর (সা:) কাছে প্রশ্ন করেছিলেন, কোন ধরণের ব্যক্তিরা সবচেয়ে বেশি পরীক্ষিত হয় নবী করিম (সাং) জবাবে বলেছিলেন, নবীরা তারপর নিকটবর্তী শ্রেষ্ঠরা এবং তারপর এর পরবর্তী শ্রেষ্ঠরা।
নবী আইয়ুব (আ:)কে সর্বোচ্চ ধৈর্য্যর পরীক্ষায় ফেলেছিলেন আল্লাহ। তিনি তাঁর পরিবার, স্বাস্থ্য ও সম্পদসহ যাবতীয় কিছু হারিয়েছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে-তিনি ১৮ বছর বিছানায় শয্যাশায়িত ছিলেন। এতো তীব্র অসুস্থতার পরও তিনি আল্লাহ থেকে আশা ছাড়েননি। কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'এবং আইয়ুব যখন তার রবকে ডেকে বললেন, 'হে আল্লাহ, বিনাশ আমাকে আঘাত করেছে এবং আপনি হচ্ছেন সর্বোচ্চ দয়াময়' ' সুতরাং আমি জবাব দিলাম আর তাঁকে তাঁর পরিবারসহ অন্যান্য বিষয়গুলো ফেরত দিলাম যা ছিলো আমায় পক্ষ থেকে দয়া আর এটি হচ্ছে বান্দাদের জন্য স্মারক। আইয়ুব (আ:) এর ঘটনায় আমাদের জন্য চিন্তার খোরাক রয়েছে। ধৈয্যধারণের সুফলের কথা মহাগ্রন্থ আল কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ বলেছেন।

৩। কদর (ভাগ্য): পূর্ব নিধারণের ব্যাপারটি মুসলিমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঈমানের সাথে এটি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। ঈমানের ছয়টি শাখায় একটি হচ্ছে কদর বা ভাগ্য। মুসলিম হিসেবে আমরা জানি, মহাজগত সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ সিদ্ধান্ত স্থির করেছেন। নবীজি (সা:) বলেছেন 'আসমান ও জমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টির যাবতীয় বিষয় স্থির করে রেখেছেন'। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, 'ভাল ও উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আল্লাহর কোন বান্দা বিশ্বাস না করবে'। আমাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আমরা কোন বিষয়ক আমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে করি। আল্লাহ বলছেন, 'তুমি হয়তো কোন বিষয়কে অপছন্দ করো অথচ তা তোমার জন্য ভালো-আবার তুমি একটি বিষয়কে পছন্দ করো কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি তোমার জন্য ক্ষতিকর। কারণ, এর ভালো মন্দ আল্লাহই ভালো জানেন-তুমি জানো না।'
একজন মুমিনের কাছে কদরের ব্যাপারে দুটি অবস্থান রয়েছে-একটি ঘটনা ঘটার আগে এবং অন্যটি ঘটার পরে। ঘটনার আগে যে আল্লাহর সাহায্য চায়, দোয়া জানায় এবং তাঁর উপর নির্ভর করে যাতে করে এ থেকে ভালো কিছু আসে। ঘটনার পরে-যদি ফলাফল ধনাত্মক হয় তাহলে ব্যক্তি আল্লাহকে ধন্যবাদ জানায় আর যদি ঋনাত্মক হয় ধৈর্য্য- ধারণ করে কারণ আল্লাহ তাকে পরিত্যাগ করবে না-আল্লাহ হচ্ছে উত্তম পরিকল্পনকারী।

(৪) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া : অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া বা উদাসীন থাকা কোনটাই একজন মুসলিমের জন্য মানানসই নয়। এ প্রসঙ্গে নবী করিম (সা:) এর একটি ঘটনা কথা উল্লেখ করা যায়-
'একদিন রাসুল (সা:) প্রত্যক্ষ করলেন যে, এক বেদুইন উটকে না বেঁধে ছেড়ে দিয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুমি উটটি বাঁধো নি?। বেদুইন বললো, 'আমি আল্লাহর উপর আস্থা রেখেছি-জবাবে তিনি বললেন,' তুমি প্রথমে উটটি বাঁধো এবং তারপর আল্লাহর উপর আস্থা রাখো'

(৫) কোয়ারান্টাইন : ওমর (রা:) এর একটি ঘটনা থেকে মহামারির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের কথা জানা যায়। ঘটনাটি হচ্ছে-ওমর বিন খাত্তাব একদল সাহাবীসহ সফর করেছিলেন। এক পর্যায়ে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত একটি শহরে উপনীত হলেন। ওমর তার সফরসঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলেন, তারা কি অগ্রসর হবেন-না কি মদীনার দিকে ফেরত যাবেন। অধিকাংশ সফরসঙ্গী বললেন, ফিরে যেতে এবং অল্পসংখ্যক বললেন অগ্রসর হতে। এর মধ্যে একজন বললেন যে, তিনি নবী করিম (সা:) একটি হাদিস জানেন যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ' যদি তুমি শোন যে এ রোগ (সংক্রামক) কোন দেশে বিরাজমান রয়েছে তবে সে দেশে ভ্রমণ করো না।' সুতরাং ওমর (রা:) ফিরে গেলেন।
অন্য একটি সহীহ হাদিসে (আ. রহমান আউফ বর্ণিত) উল্লেখ করা আছে যে, যে এলাকা মহামারি আক্রান্ত সেখানে প্রবেশ করো না অর্থাৎ দূরে থাকো এবং যারা এলাকায় রয়েছে তারা ঐ এলাকা থেকে বের হয়ো না অথবা সরে যেও না বা পালিয়ে যেও না।
করোনাকে মোকাবেলার জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার যে নির্দেশনা সমূহ জারি করা হয়েছে। তার সঙ্গে একজন মুসলিমের দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক অনুশীলনের সঙ্গে ব্যাপক মিল রয়েছে যা নিম্নে বর্ণিত হলো:

০১। হাত ধোওয়া : একজন মুসলিম দিনে অন্তত পাঁচবার বা অনুরূপ হাত ধুয়ে থাকেন।

০২। পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা : নবীজি (সা:) বলেছেন পরিষ্কার পরিচ্ছনতা হচ্ছে ঈমানের অঙ্গ। ফলে, নিজেদের পরিচ্ছন্নতা রাখা, পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা রাখা, বাড়িঘরসহ আশে পাশের অঙ্গন পরিষ্কার রাখা ঈমানী দায়িত্ব।

০৩। হাঁচিতে মুখ ঢাকা : নবীজি (সা:) আমাদের শিখিয়েছেন হাঁচির সময় মুখ ঢাকতে এবং তিনি তা করে দেখিয়েছেন হাত দ্বারা বা এক টুকরো কাপড়ের দ্বারা

০৪। বাড়িতে থাকা : ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহামারি চলাকালে কোয়ারান্টাইন মেনে চলা রাসূলের (সা:) সুন্নাহ।

০৫। ধনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি : নবীজি (সা:) তার উম্মতকে সব সময় ধনাত্মক মনোভাব পোষণ করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, যখন কোন সুখকর বা ভালো কিছু মুমিনের উপর পতিত হয়, তখন সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয় এবং যখন কোন মন্দ কিছু পতিত হয় তখন সে ধৈর্য্য ধারণ করে এবং উভয়কেই সে কল্যাণ হিসেবে দেখে। শুধুমাত্র অবিশ্বাসীরা এটি দেখতে পায় না বা বুঝতে পারে না।
মহানবী (সা:) এর মহান জীবনীতে আশাবাদী থাকার প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। আহযাবের যুদ্ধে মুসলিমরা যখন চারিদিকে পরিবেষ্টিত হয়ে চরম ক্ষতি সম্মুখিন হয়েছিল তখন মদীনার চারিদিকে পরীখা খনন করার জন্য সাহাবাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ অবস্থায় তাঁরা একটি প্রচন্ড শিলা-পাথরের মুখোমুখি হলেন এবং প্রানান্ত চেষ্টা করলেন কিন্তু তা ভাংলো না। সালমান ফার্সী (রা:) থেকে হাতুড়ি নিয়ে নবীজী (সা:) বিসমিল্লাহ বলে পাথরকে আঘাত করলে পাথরের এক তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে যায় সে সময় তিনি বলে উঠেন, ' আল্লাহ মহান, আমাকে দামেস্কের চাবি দেওয়া হয়েছে।' আবার আঘাত করলে পাথর আরো ভেঙ্গে যায় এবং তিনি বলে উঠেন, 'আমাকে পারস্যের চাবি দেওয়া হয়েছে।' তৃতীয়বার তিনি পাথরকে আঘাত করে বিচূর্ণ করে বলেন, 'আমাকে ইয়েমেনের চাবি দেয়া হয়েছে।'
এটা এমন সময়ে ঘটলো যখন মুসলিমদের মনোবল অত্যন্ত নিম্নগামী ছিলো এবং তারা উত্তোরণের কোন দিশা দেখছিল না-এমতাবস্থায়ও নবী করিম (সা:) হতাশ না হয়ে প্রচন্ড আশাবাদী ছিলেন এবং তাঁদের মনোবলকে চাঙ্গা করে তুলেছিলেন। রাসূল (সা:) বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়েছিল পরবর্তীতে।

উপসংহার : করোনা ভাইরাস আমাদের সবার দুর্বল অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। আর্থ-সামাজিক অবস্থান ভেদে যাই হউক না কেন আমরা সবাই অসহায়। আল্লাহ বলেছেন,' মানুষকে দুর্বল করে সৃজন করা হয়েছে।' এ পরিস্থিতি যেন ডাক দিচ্ছে যেন আমরা স্রষ্ঠার দিকে প্রত্যাবর্তন করি। আরো জানাচ্ছেন তিনি-ই সব কিছুর নিয়ন্ত্রক এবং তিনি-ই একমাত্র আমাদেরকে পরিত্রাণ দিতে পারেন। আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই এবং তিনি-ই আমাদেরকে সত্যিকার সুরক্ষা দিতে পারবেন।
এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়ছে-একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদের কথা যিনি ফ্রান্সকে আগা-গোড়া বর্ণবাদী দেশ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন তার এক টকশোতে মারাত্মক ইসলামো ফোরিয়ার আক্রান্ত এদেশের জনগণ ইসলাম তথা এর রীতি নীতিকে এমন ঘৃণা করেন যে, তারা রাষ্ট্রীয় ভাবে হিজাব নিকাবকে নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং মুসলিমদের উপর মানসিক নির্যাতন চালাচ্ছিলেন। আল্লাহ তাদেরকে করোনার দুর্যোগ দিয়ে ইসলামী রীতি নীতি (যেমন নিকাবের মতো মাস্ক) পালনে বাধ্য করেছেন দীর্ঘ সময়-এ ব্যাপারে একটি ভিডিও চাউর রয়েছে সোসাল মিডিয়ায় (যদিও এটি সবার জন্য প্রয়োজ্য)। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন আমীন।

The only Bengali community newspaper published in Australia
সুপ্রভাত সিডনি™
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney
অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা
WE ARE AT FACEBOOK TWITTER LINKEDIN YOUTUBE

স্বৈরাচারী হাসিনার উপর্যপুরি অপচয় ও একটি অবাঞ্চিত বেঞ্চের অঙ্গীকার

৪-এর পৃষ্ঠার পর

ভাগ্নার সাথে দেখা করে যুক্তরাষ্ট্র গমণ করেন বিশাল দলবল নিয়ে। বেশ কিছু আদম ফিনল্যান্ডে রেখে আসার গল্প আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে।

সবচেয়ে বেশি হাসির পাত্র হয়েছে -যুক্তরাষ্ট্রের কোন এক অবহেলিত-অবাঞ্চিত রাস্তার পাশে পরে থাকা এক বেঞ্চকে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের নামে উদ্বোধন করতে গিয়ে। এ ধরনের বিয়াকুপনায় বাংলাদেশের মান সম্মান আরেকবার মাটির সাথে মিশিয়ে দিলো এ মিডনাইট প্রধানমন্ত্রী। গাছে পানি দিতে গিয়ে ফটো সেশন করেছে। অভিজ্ঞ মহল মনে করেন -একমাত্র মস্তিস্ক বিকৃত ব্যক্তির দ্বারা ওই ধরণের কাজ করা সাজে। রাষ্ট্রীয় অর্থ নষ্ট করে ঐ রকম বেঞ্চ উদ্বোন বা গাছে পানি দেয়া শুধু মাত্র অসুস্থ মানুষের পক্ষেই সম্ভব। বিভিন্ন বড় বড় দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা তাদের সফর সঙ্গী হিসেবে ২/৩ জন বা ৫/৬ জন করে সহকর্মী নিয়ে এসেছেন কিন্তু স্বৈরাচারী হাসিনার এ বিশাল বাহিনী নিয়ে সফরে বের হবার কারন কি ? যুক্তরাষ্ট্রে ও নাকি তার গ্রামের গরিব আত্মীয় স্বজনদেরকে রেখে গিয়েছে -স্থানীয় আওয়ামী নেতা কর্মীদেরকে দেখ ভালের দায়িত্ব দিয়েছে বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন।

বেঞ্চের কথায় ফিরে আসি। আমরা যারা প্রবাসে থাকি, তারা সবাই অবগত আছি -বিদেশে রাস্তাঘাটের আনাচে কানাচে পার্কের পাশে এমন হাজারো বেঞ্চ বানিয়ে রাখা হয় পথচারীদের সাময়িক বিশ্রামের জন্য, কোথাও কোথাও এমন বেঞ্চ থাকে যেখানে মানুষ বসেনা, সেসব বেঞ্চ কবুতর বা পাখির বিষ্ঠায় নোংরা হয়ে থাকে, কোন কোন বেঞ্চ রাতের আধারে ডিস্কো থেকে ফেরা মাতাল ইয়াং জেনারেশনের সাময়িক যৌনকার্যে স্থানও হয়ে থাকে। অর্থাৎ রাস্তার পাশে এতিমের মতো পরে থাকা অবহেলিত এ ধরনের বেঞ্চগুলো বহুমুখি কার্য সম্পন্ন করে থাকে। মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের নামে নিউইয়র্কে আর কিছু তৈরি হতে পারলো না ? রাস্তার পাশে একটা বেঞ্চ ? তাদের প্রিয় নেতাকে মানুষের পশ্চাৎ বিশ্রামের স্থান হতে হবে? হা হা হা, আমেরিকার আওয়ামী ঘরনার নেতা কর্মীরা দেশের বা তাদের নেতার মান সম্মানের কথা যদি একবারও ভাবতো, তবে হয়তো এমন হাস্যকর কাজটি তাদের নেত্রীকে দিয়ে করাতোনা। অনেকে বলেন -কিছুদিন আগে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নামে একটি রাস্তার নামকরণ হওয়াতে ঈশ্বান্বিত হয়ে এমন ধরণের ঝটিকা সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে। আন্তর্জাতিক কাজের অজুহাতে, রাষ্ট্রীয় সফরের নামে যাত্রা বাবদ রাষ্ট্রের ১০০ কোটি টাকা ব্যয় করে একটা প্রাইভেট বিমানে ভর্তি সফরসঙ্গী নিয়ে তিনি আনুমানিক ২৫/৩০ হাজার টাকার এই বেঞ্চ উদ্বোধন করতে আমেরিকা গেল ? পাগল বা অসুস্থ না হলে এমনটি কেউ করতে পারেনা বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। দেশের জনগণের অর্থ দিয়ে এধরনের উপর্যুপরি অপচয়ের বিচার হলে নির্ঘাত যাবজ্জীবন কারাদন্ড হবে শেখ হাসিনার।

শেখ হাসিনার আগমন উপলক্ষে নিউইয়র্ক আওয়ামী লীগ কর্তৃক এক সংবাদ সম্মেলণে জনৈক সাংবাদিক শেখ হাসিনার বেঞ্চ উদ্বোধন,গাছে পানি দেয়া ও বিশাল বাহিনী নিয়ে আসার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন করলে তাকে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ওখানে বসেই অপদস্থ করলেন, মারমুখি হলেন এবং ওই সাংবাদিককে সে হলরুম থেকে বের করে দেয়া হলো। শতভাগ দেশ প্রেমিক বাংলাদেশিদের দিলের প্রশ্নটি সেই সাহসী সাংবাদিক অকপটে জিজ্ঞেস করে বসেন। আর যায় কোথায়, মুহূর্তে আওয়ামী রূপ প্রকাশ পেল। যেহেতু আওয়ামী লীগ মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নন, সিদ্ধ হস্তে সত্যবাদী সাংবাদিকদের টুটি চেপে ধরেন -সেহেতু ওই আবাল নেতারা সাংবাদিককে অপমান করতে যেয়ে নিজেদের অনুষ্ঠানই লন্ডভন্ড করে দেয়।এনসিএন'র নির্বাহী সম্পাদক ফরিদ আলমকে আওয়ামীলীগ কতৃক নাজেহাল করায় নিউইয়র্কের সাংবাদিক সমাজ এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় এ প্রতিবাদ সভায় আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলার গভীর নিন্দা জ্ঞাপন করে তাদের সব ধরনের অনুষ্ঠান বর্জনের ডাক দিয়েছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুযায়ী সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন বলে বক্তারা উল্লেখ করেছেন।

একজন সংবাদকর্মী পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গেলে আওয়ামীলীগ কর্তৃক এ ধরনের বর্বোরচিত হামলা কোনো শিক্ষিত সমাজ মেনে নিবেন না । অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনি এ ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।

আপনি যদি সাচ্চা দেশ প্রেমিক হয়ে থাকেন, তবে কি এ ধরনের বর্বরতায় সমর্থন দিবেন? আওয়ামী বিরোধীদেরকে বলতে শুনেছি- মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের নামে একটি ঐতিহাসিক বেঞ্চ স্থাপন করে মানুষের পশ্চাৎদেশে বঙ্গবন্ধুকে স্থান করে দেবার এই সুমহান আয়োজন করার জন্য আপনাদের অভিনন্দন। জাতি আপনাদের এই আয়োজনে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগকে যুগে যুগে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে-এটাই হোক একটি অবাঞ্চিত বেঞ্চের অঙ্গিকার।

INTER-COMMUNITY CARROM TOURNAMENT (CYCDO)

ইন্টার কমুনিটি ক্যারম প্রতিযোগিতা ২০২১

প্যানডেমিকের শর্তাবলী উঠে গেলেই খেলার তারিখ, সময় ও স্থান ঘোষণা করা হবে। যারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন -শুধু মাত্র তারাই অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পাবেন

Contact: cycdo.au@gmail.com
Mbl: 0423 031 546

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper । সত্যের সাথে সব সময়

ল্যাকেম্বায় কোভিড আক্রান্ত ফুড হ্যাম্পার সহযোগিতা অব্যাহত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

ল্যাকেম্বার সাদা তাবু এখন সবার আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধু মাত্র তাদের খাবার সহযোগিতা ও অসহায়দেরকে মুক্ত হস্তে দান করার জন্যে। রেলওয়ে প্যারেডের ছোট একটি কার পার্কে প্রতি রবিবার অব্যাহত রয়েছে কোভিড আক্রান্ত ফুড হ্যাম্পার। সুপ্রভাত সিডনির একটি প্রতিবেদনে সাড়া দিয়ে কম্যুনিটির কিছু নেতৃবৃন্দ এগিয়ে আসছেন। অবশেষে দলমত ভুলে সবাই এক লাল সুবুজের পতাকা নিচে সমবেত হচ্ছেন। অত্র এলাকায় একটি বাংলাদেশী মানুষও যাতে খাদ্য সমস্যায় না ভুগে -এটাই আমাদের লক্ষ্য।

এ লক্ষকে সামনে রেখে এ পর্যন্ত কিছু নেতৃবৃন্দ একাত্মতা ঘোষণা করেছেন ,কেউ আবার হাত বাড়িয়েছেন সহযোগিতার। তবে বাংলাদেশিদের যে পরিমান সংগঠন বিদ্যমান সে পরিমানে এগিয়ে আসছেনা বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রায় শ'খানেক সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় সংগঠন শুধু সিডনিতেই আছে। ফেয়ার ট্রেডিংয়ে অনেকেই রেজিস্টার্ড সংগঠন হিসেবে লিপিবদ্ধ। এরা কোথায় লুকিয়ে আছে ,কে জানে ? বিশেষ বিশেষ সরকারি Grants লিস্টে এদের নামও দেখা যায়। এ ধরনের Grants ভিত্তিক সংগঠন ও পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠা বিভিন্ন নামের সংগঠনগুলো কোরোনার এ বিপদে কোথায় ? বিশেষ করে বিভিন্ন জেলা ভিত্তিক বেশ কিছু সংগঠনের নাম আমরা সবাই জানি। মেলা,নাটক, বিএনপি,আওয়ামীলীগ,ডাক্তার,ইঞ্জিনিয়ার,বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়,গান-বাজনা,কবিতা বা ব্যবসা ফোরাম ইত্যাদি বিভিন্ন নামে বিভিন্ন কৌশলে সংগঠনের অভাব নেই। এদের সবাই এগিয়ে আসলে অস্ট্রেলিয়ার কোনো একটি রিফিউজি বা এসাইলাম সিকার ত্রাণ ছাড়া থাকবেনা বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

বিগত প্রায় মাস খানেক ল্যাকেম্বায় বিতরণ হচ্ছে খাবারের বক্স। গত ২৯ আগস্ট রবিবার ২০২১ বিএনপির সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলীয় সমন্বয় কমিটি,অস্ট্রেলিয়া চ্যাপ্টারের পৃষ্ঠপোষকতায় কোরোনায় ক্ষতিগ্রস্ত বা চাকুরীচ্যুত বাংলাদেশীদের মাঝে ফুড হ্যাম্পার বিতরণ করেন হাবীব রহমান (প্রকৌশলী) ও আব্দুস সামাদ শিবলু। বাংলাদেশের এ নাজুক অবস্থায় ১০ টি সিলিন্ডার বিতরণ করেছেন -যা নাকি বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির হাই কমান্ড দ্বারা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে।

গত ৫সেপ্টেম্বর রবিবার ২০২১ আমরা বাংলাদেশী সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতায় খাবার বক্স বিতরণ করা হয়। আমরা বাংলাদেশির নেতৃবৃন্দের ভিতর উপস্থিত ছিলেন রাশেদ খান ও ইব্রাহিম খলিল মাসুদ ও মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা । অনেক উৎস উদ্দীপনার ভিতর খাবার বক্স ও হালাল মাংস বিতরণ করেন নেতৃবৃন্দ।

একই দিনে খাবারের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন অস্ট্রেলিয়া ছাত্রলীগের প্রতিষ্টাতা সাধারণ সম্পাদক ও যুবলীগ অস্ট্রেলিয়ার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও উদীয়মান নেতা অপু সারোয়ার ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়ার অনুমদিত কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাকসুদুর রহ ।

অস্ট্রেলিয়া লেবার পার্টির জনপ্রিয় নেতা ও ল্যাকেম্বার এমপি মি. জিহাদ দিব (Mr Jihad DIB, MP), কেন্টাবুরি -বেঙ্কসটাউন সিটি কাউন্সিলের মেয়র খাল আস্ফুর (Clr Khal Asfour, Mayor) এবং সাবেক ডেপুটি মেয়র -অত্র এলাকার সবার প্রিয় বিলাল আল হাইক (Clr Bilal El-Hayek) উপস্থিত থেকে সুপ্রভাত সিডনির সাথে তিনজন পৃথক পৃথক বক্তব্য পেশ করেন। এছাড়াও তিন বিশিষ্ট নেতা উপস্থিত রিফিউজি ও এসাইলাম সিকারদের মাঝে খাবার বক্স বিতরণে অংশ গ্রহণ করেন। স্বাস্থ্যবিধি মেনে এতো বিশাল আয়োজন চাক্ষুস করে নেতৃবৃন্দ আয়োজকদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ত্রাণ বিতরণে ল্যাকেম্বার White Tent ই শ্রেষ্ঠ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

কোরোনার দুর্দিনে সমস্যাজর্জরিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো প্রতিটি স্বচ্ছল মানুষের দ্বায়িত্ব। এ দ্বায়িত্ব জ্ঞান থেকে শুরু হয়েছে লাকেম্বার ৩২ রেলওয়ে পেরেডের সাদা তাবু। এখানে দল মতের উর্ধে উঠে সকলেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে দেখা যায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। আওয়মীলীগ -বিএনপি বা লেবার লিবারেল নেই -সবার জন্য উন্মুক্ত এ ত্রাণ সেন্টার। যে কেউ স্পন্সরের জন্য এগিয়ে আসতে পারেন।

গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ শনিবার সকাল থেকে শুরু হয় গ্রোসারি বক্স বিতরণ। পূর্ব নির্ধারিত মানুষ এসে একে একে তাদের ফুড বক্স নিয়ে যায়। লেবার পার্টির উচ্চ আসনের নেতা কর্মী ছাড়াও বাংলাদেশ কমিউনিটির অনেকেই উপস্থিত থেকে ত্রাণ বিতরণে সহায়তা করেন। এবারের গ্রোসারি বক্স বিতরণ করেন লাকেম্বা বাংলা স্কুল।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

ইমরান কি আবার বিশ্বজয়ী অধিনায়ক হতে চলেছেন

১ম পৃষ্ঠার পর

আসুন জেনে নেই, এমন কি অমর কীর্তি ইমরান খান করছেন, যার জন্য এমন একটি সুযোগ তার সামনে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ইমরানের এই কীর্তির সাথে তার ক্রিকেটের ক্যারিশম্যাটিক ক্যারিয়ার যেন একেবারে মিলিমিশে গেছে। তাই আজ আমি ইমরানের দুইটি ক্ষেত্রের ক্যারিশম্যাটিক লিডারশীপকে একসাথে তুলে ধরার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ।

১৯৯২ সালে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে পাকিস্তান কোনভাবে কোনদিক দিয়েই ফেভারিট দল ছিলনা। কিন্তু ইমরান যখন অষ্ট্রেলিয়া পৌছে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন তখন তিনি খুব দৃঢ়তার সাথেই বলেছিলেন, তারা এসেছেন বিশ্বকাপ জয় করতে। যেহেতু তার দল সেভাবে দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খুব বেশী সফলতা দেখাতে সক্ষম হচ্ছিলনা। সেই সাথে দলে অন্তঃকোন্দল, বোর্ডের সাথে খেলোয়াড়দের দূরত্ব, ঘন ঘন অধিনায়ক পরিবর্তনের সিলসিলা পাকিস্তান ক্রিকেটকে একেবারে বিধ্বস্থ করে ফেলেছিল। তাই সাংবাদিকরা ইমরানের এমন দাবীর প্রেক্ষিতে বেশ কিছু উপহাস সূচক প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিলেন। ইমরান কোন রকম বিচলিত না হয়ে বলেছিলেন, পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরে ফাষ্ট বোলিং এ বিশ্বসেরা ফর্মে রয়েছে। সেই সাথে এবার তাদের সাথে এমন এক ব্যাটিং তরুণ যুক্ত হয়েছেন,যার বল বোঝার ক্ষমতা ভিভ রিচার্ডসের মতো। ইমরান যে বাড়িয়ে বলেননি, তা যেন প্রমাণ করতেই তরুণ ইনজামাম ব্যাট হাতে ঝলসে উঠে পাকিস্তানকে বিশ্বকাপ জয়ে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। দলকে গর্তের কিনার থেকে টেনে তুলে বিশ্বকাপ জয়ে ইমরানের ক্যাপ্টেন্সি মুন্সিয়ানা এমনভাবে প্রতিভাত হয়েছিল যে, এখন পর্যন্ত তাকে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধিনায়ক হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

ক্রিকেটের মতো ইমরান রাজনৈতিক মাঠেও যেন একই ঝলক দেখিয়ে চলেছেন। পাকিস্তানের সবচেয়ে প্রাচীন দুই দলকে পিছনে ফেলে তার হাতে গড়া সম্পূর্ণ আনকোরা নতুন একটি দলকে ক্ষমতায় এনে এমনিতেই তিনি সমস্ত বিশ্বকে মস্ত একটি চমক দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এই পথ চলাটা একদম সহজ ছিলনা। ক্রিকেটের মতো সমস্ত দেশ পাকিস্তান যেন অতল গহবরের একেবারে তলদেশে পৌছে যাচ্ছিল। বেনজিরের মৃত্যু,নওয়াজ শরীফের দেশান্তর করা, পারভেজ মোশারফ ও জারদারীর মতো নাদান রাষ্ট্রপ্রধানরা দেশকে একেবারে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিলো। সেখান থেকে একটি দেশকে তিনি প্রায় একক হাতে একশ আশি ডিগ্রী ঘুরিয়ে ফেলেছেন বললে অত্যুক্তি হবেনা। কিন্তু এই পথ চলা খুব একটা সহজ ছিলনা। ওয়ার অন টেরর গেমে মার্কিনীদের হাতের পুতুল হয়ে যাওয়া কোনঠাসা পাকিস্তানের মেরুদন্ড একেবারেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। মার্কিনীরা তাদের অনুমতির তোয়াক্কা না করে তাদের অভ্যন্তরে অপারেশন চালিয়ে লাদেনকে হত্যা করার কথা ঘোষণার মধ্য দিয়ে তারা যেন পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বকেও লুটিয়ে দিয়েছিল। এরপর পরিস্থিতি হয়ে উঠে আরও ভিন্ন ভুরাজনৈতিক সমীকরণে। চীনকে ঠেকানোর উপায় হিসাবে ভারতকে কাছে টানে আমেরিকা। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভারত নাক গলায় আফগানিস্থানে এবং আফগানিস্থানের উগ্রপন্থিদের উস্কে দেয়ার চেষ্টা করে পাকিস্তানের ভিতরে অস্থিরতা তৈরী করতে। এদিকে বাংলাদেশও হয়ে উঠে ভারতের হাতের পুতুল। অন্যদিকে পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের মিত্র সৌদি আরব ও আরব আমিরাত ভারতের মিত্র হয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চলে যায় আমেরিকানদের সহযোগীতায়। বিষয়টি আরও পরিস্কার হয়ে উঠে যখন মোদী সরকার কাশ্মীরিদের বিশেষ সুবিধা উঠিয়ে নিয়ে কাশ্মীরে দমন পীড়ন শুরু করে। তখন ইমরান খান প্রতিবাদী হয়ে উঠেন এবং ওআইসির এ বিষয়ে ভূমিকা নেওয়ার আহবান জানাতে থাকেন। কিন্তু সৌদী প্রভাবাধীন ওআইসি এ বিষয়ে কার্যকরী কোন ভূমিকা না নিলে ইমরান তুরস্ক, মালয়েশিয়াকে নিয়ে কুয়ালালামপুরে একটি সেমিনারের আয়োজন করে এ বিষয়ে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু সৌদি ক্রাউন প্রিন্সের চাপে তিনি সেখানে যাওয়া থেকে পর্যন্ত বিরত থাকতে বাধ্য হন।

পরবর্তীতে সৌদি আরব তাদের দেওয়া লোনের একটি বিরাট অংশ ফেরত চাইলে ইমরান আরও চাপে পড়েন। তিনি এই চাপ থেক মুক্ত হতে বাধ্য হয়ে চীন থেকে লোন গ্রহণ করে সেই লোন পরিশোধ করেন।এভাবে শুধু বহির্বিশ্বের চাপেই নয়, অভ্যন্তরীন চাপেও তার সরকার হয় পড়ছিল দিশেহারা। একদিকে দীর্ঘদিনের দূর্নীতিগ্রস্থ প্রশাসন, অন্যদিকে চরম ভংগুর অর্থনীতি, করোনার মহামারী আবার র'এর মদদপুষ্ট হয়ে কিছু মহল, কিছু রাজনীতিবিদ ও ধর্মীয় নেতাদের উস্কে দিয়ে তাকে ক্ষমতা থেকে ফেলে দেয়ার চক্রান্ত করে তাহেরী স্কয়ারের মতো ঘটনার অবতারণা করে মিশরের প্রেসিডেন্ট মুরসীর মতো তাকে ক্ষমতা থেকে ফেলে দেয়ার চূড়ান্ত মহড়া সম্পন্ন করে। এতসব সমস্যার মধ্যেও ইমরান ঘুরে দাড়ান। ছোট-খাটো যেকোন সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তিনি যে, মিঃ ক্যাপ্টেন নামে কেন পরিচিত সে কথাটি বারবার সকলকে মনে করিয়ে দেন।

ভোটের বৈতরনী পার হতে মোদী ভারতে পাকিস্তান বিরোধী চেতনা জাগ্রত করতে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সেই যুদ্ধে পাকিস্তানের হাতে ভারতের বিমান বিধ্বস্থ হওয়া ও তাদের বায়ু সেনা গ্রেফতার হওয়া এবং সেই বায়ু সেনাকে কোন শর্ত ছাড়াই শান্তির জন্য ক্ষমা ঘোষণা করে তাকে ভারতের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে তিনি সারা বিশ্বের কাছে নিজের বিশেষ ভাবমূর্তি তৈরীতে সক্ষম হন। ইজরাইল যখন ফিলিস্তিনে আগ্রাসন শুরু করে, তখন বিশ্বের মুসলিমদের সুলতান হিসাবে পরিচিতি পাওয়া এরদোগান গর্জে উঠেন। তার এই গর্জন এখন মুসলিমদের জন্য নিয়মিত হলেও, এতোদিন তিনি মুসলিম বিশ্বের কাউকে পাশে পাননি। কিন্তু এবার তার উত্তম সহযোগী হয়ে উঠেন ইমরান খান ও মাহথির মুহাম্মদ। পারমাণবিক শক্তিধর পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে ইমরানের এই সমর্থন এরদোগানকে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সামনে আরও শক্তিশালী হিসাবে নিজেকে পেশ করতে সাহায্য করে। ফলে ইমরান হয়ে উঠেন তুরস্কের সুলতান এরদোগানের বিশেষ বন্ধু। তুরস্কের সাথে কাতারের সম্পর্ক এখন বড় ভাই, ছোট ভাইয়ের মতো। তাই তুরস্কের পাশাপাশি ইমরান কাতারের সাথেও বিশেষ সখ্যতা গড়তে সক্ষম হন। বিশেষ করে ফিলিস্তিন ইস্যুতে কাতার, ইখওয়ানুল মুসলিমুন, এরদোগান এবং ইমরান এখন একই কাতারে এসে দাড়িয়েছেন। এদিকে দীর্ঘদিন ধরে কাসেম সোলায়মানীর অসাধারণ চাতুর্যপূর্ণ জেনারেল সুলভ কৌশলের কাছে সৌদী ও আরব আমিরাতের জেনারেলরা একের পর এক ধরাশায়ী হচ্ছিলেন। কাসেম সোলায়মানী ইরানের ইজরায়েল বিরোধী মনোভবকে কাজে লাগিয়ে হামাসের সাথে সম্পর্কোন্নয়ন করেন এবং হামাসকে ব্যাপক সামরিক সহযোগীতা করেন। সেই সহযোগীতায় হামাসকে এখন ইজরায়েল সরকার বিশেষ সমীহ করে চলতে বাধ্য হচ্ছে। ফিলিস্তিন ইস্যুতে ইমরানের এই অবস্থানের জন্য ইমরান খোমেনীদের কাছেও গ্রহণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে উঠেন।

এমন একটি অবস্থায় হঠাৎ করে তালেবান এবং আমেরিকার চুক্তিটি ইমরানের কাছে দশদিগন্ত উন্মোচিত হওয়ার মতো বিষয়ে পরিণত হয়। বিশেষ করে ১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবসের দিনে তালেবানদের কাবুল দখল, পাকিস্তানকে এমন এক আনন্দ বার্তা বইয়ে দিতে সক্ষম হয় যে, ভবিষ্যত ইতিহাসে হয়তো ১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবসের চাইতে পাকিস্তানের হাতে ভারতের পরাজয়ের ইতিহাস হিসাবে লেখা হতে পারে।

কলাম

কায়সার আহমেদ
সাংবাদিক ও কলামিস্ট

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রাজনীতি! আর কতকাল?

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর আজ কেহ প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান এর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ নিয়ে বিতর্ক আনার অর্থ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। তাঁকে "বীর উত্তম" খেতাবে ভূষিত করেছিলেন শেখ মুজিব স্বয়ং।বীর শ্রেষ্ঠ, বীর উত্তম, বীর প্রতীক পদকগুলো কাউকে দয়া দাক্ষিণ্য করে দেননি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। প্রাপকরা মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বগাথা অবদানে নিজেরাই অর্জন করেছেন। এটা নোবেল পুরষ্কার নয় যে চাইলেই প্রত্যাহার করা যাবে। ১৯৭১ পরবর্তী রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত কর্মকান্ডের ভিত্তিতে তাদের অবদানকে খাটো করে মেনে নেয়া যায় না। শত হাজার বছর পরে হলেও মাটি খুঁড়ে সঠিক ইতিহাস বের হয়ে আসবে। রাষ্ট্র পরিচালনা ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা হতেই পারে। রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্যে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় সোনালী ইতিহাসকে কলংকিত করা বন্ধ হউক। ক্ষমা দিন।

প্রকৃত ইতিহাসকে মুল্যায়ন করতে হলে নিজেকে ঐ সময়কার প্রেক্ষাপট ও পারিপার্শিকতায় দাড় করাতে হবে। মেজর জিয়া মুক্তিযুদ্ধের সফল সেক্টর কমান্ডার এবং কিংবদন্তীর নায়কদের একজন। তাঁর নেতৃত্বে 'জেড ফোর্স' সিলেটের রাউমারী থেকে পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা উত্তর কালে যোগ্যতার মাফকাঠিতে দ্রুতগতিতে একের পর এক পদোন্নতি দিয়ে সেনাবাহিনীর সেকেন্ড ইন কমান্ড নিয়োগ দিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে কর্ণেল ১৯৭৩ এর মাঝামাঝি ব্রিগেডিয়ার এবং একই বছর অক্টোবরে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন। সেনাবাহিনীতে অত্যন্ত চমৎকার ক্যারিয়ার, সাহসিকতা, ব্যক্তিগত সততা এবং ভদ্র ব্যবহারের জন্যে জিয়া ছিলেন সকলের প্রিয়। কিন্তু এই জনপ্রিয় জেনারেল জিয়াই তার সাড়ে পাঁচ বছরের জীবনে ২০টি সেনা বিদ্রোহ আর অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার সম্মুখিন হন।

ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, সিপাহী বিপ্লবের সময় যে সৈন্যরা জিয়াকে কাঁধে চড়িয়ে নাচতে নাচতে ক্ষমতায় বসায়, সেই সৈন্যরাই বারংবার তাকে হত্যার চেষ্টা চালায়। জিয়াও সাংঘাতিক হিংস্র হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর জিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত অভ্যুত্থান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে, জেনারেল জিয়া তাঁর নিজের সৈন্যদের উপর হত্যাকান্ড চালিয়েছিলেন। একজন বড় মাপের মুক্তিযোদ্ধা হয়েও তার রাজনৈতিক অভিলাষে মন্ত্রী পরিষদ গঠন করার লক্ষ্যে "কোলাবেরটর আইন ১৯৭২" বাতিল করে দিয়ে অনেক পাকিস্তান নেতাদের জেল থেকে মুক্ত করে আনেন। তবে এটাও স্বীকার্য যে জিয়াই একদলীয় শাসন রহিত করে দেশে বহু দলীয় গনতন্ত্র চালু করেন।

বাংলা নামে দেশটি স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সনে শেখ মুজিব জনতার অবাধ ক্ষমতা সম্বলিত একটি অসাধারণ গণতান্ত্রিক সংবিধান উপহার দেন যা সমগ্র বিশ্বে ছিল নজিরবিহীন। সমগ্র জীবন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় লড়াই ও জেল জুলুম অত্যাচার সহ্য করেছেন। গণতন্ত্রের পুজারি সেই তিনিই কিনা তার কোন কাজ যেন আদালত বাধা সৃষ্টি করতে না পারে, সেজন্যে আদালতের সকল ক্ষমতা খর্ব করে ১৯৭৪ সালে দেশব্যাপী 'জরুরী অবস্থা' ঘোষণা করে জনগণের সকল মৌলিক অধিকার হরণ করেন। তারপর জাতীয় সংসদে একচ্ছত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে, তার সর্বময় ক্ষমতার পক্ষে সকল আইন অনুমোদন করে নেন। তার হাতে 'সকল ক্ষমতার উৎস' হিসেবে বিরাজ করার বিষয়টি আইনসিদ্ধ করে জাতীয় সংসদ হয়ে গেল তার হাতের রাবার স্ট্যাম্প। শেখ মুজিব তার এই কর্মকে 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বলে আখ্যা দিলেন।

পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক দল "বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক লীগ (বাকশাল)" গঠন করে দেশের অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দল এবং সকল পত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সরকারি মালিকানাধীন চারটি সংবাদপত্র বাদে। গণতন্ত্রের হেরে গেলো। শুধু মাত্র তিন বছরের মাথায় একজন বিশাল মানের পার্লামেন্টারিয়েন রুপান্তরিত হলেন প্রবল পরাক্রমশালী একনায়কে। তার শাসনামলে বিরোধী দমনে তার সৃষ্ট প্যারামিলিটারী রক্ষী বাহিনীকে ব্যবহার করে জনমনে ত্রাসের সৃষ্টি করা হয়। উগ্র বামপন্থি নেতা সিরাজ সিকদারকে পুলিশ কাস্টডিতে এনকাউন্টারে হত্যা করা হয়। কথিত আছে যে প্রায় চল্লিশ হাজার জাসদ কর্মী রক্ষীবাহিনী কর্তৃক বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছিলো।এত বড় মাপের একজন রাজনীতিবিদের জন্য এটা ছিলো এক মারাত্মক ভুল বটে।

শেকসপিয়ার বলেছেন, "মানুষ যে অনিষ্টসাধন করে, তা তাদের মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকে। আর সাধিত মঙ্গল প্রায়শ:ই তাদের অস্থিমজ্জার সঙ্গেই কবরস্থ হয়ে যায়।" জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান এর বেলায়ও তাই ঘটেছে। তাঁরা তাদের একগুয়ে কর্মকান্ড আর স্বার্থপর উচ্চাভিলাষের কারণে তাদেরই রক্তে বাংলাদেশ রক্তে রঞ্জিত হয়েছে।

জাতির জন্যে দুর্ভাগ্য হলেও সত্যি যে আজ আমাদের দেশের দুটো বৃহৎ রাজনৈতিক দল একে অপরের নেতাকে মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতার ইতিহাস থেকে ছুড়ে ফেলার মত ঘৃণ বিতর্কে লিপ্ত আছেন। জনগনের রায়ের উপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে ছিল ঠিকই তাই বলে স্বাধীনতার একক দাবিদার তারা হতে পারেন না। জামায়েতি ইসলামী সহ গুটি কয়েক রাজনৈতিক দল ও মানুষ ব্যতিত সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ ও রাজনৈতিক দল তখন একত্রিত হয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিল। আজ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সহ "জয় বাংলা" ও "জয় বঙ্গবন্ধু"র মত স্বাধীনতা সময়কার অনুপ্রেরনার জাতীয় শ্লোগানগুলোও আজ আওয়ামী লীগের নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে গেছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে অতি প্রিয় এক নাম 'শেখ মুজিব' যে নামের যাদুস্পর্শে অনেক অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যেতো; ভুলে গেলে চলবে না তার নাম করেই জিয়া স্বাধীনতা ঘোষণটি পাঠ করেছিলেন। আমেরিকার ১৯৭১ গোপন দলিলে এটাও বেড়িয়ে এসেছে যে, যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়াররি মাসেই শেখ মুজিব থেকে সুনির্দিষ্ট বার্তা পায় যে তার দাবি পূরণ না হলে তিনি একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা দেবেন এবং সেই ক্ষেত্রে গৃহযুদ্ধ এড়াতে তিনি যুক্তরাষ্ট্র সহ বিদেশী কুটনীতিকদের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। উক্ত নথিতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে তৎকালিন সিআইএ পরিচালক রিচার্ড হেলমস ড কিসিনজার সহ উচ্চপর্যায়ের নীতিনির্ধারকদের নিকট তথ্য দেন যে ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ রাত ১ টায় গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব মূহুর্তে "মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছেন"। অথচ সেই শেখ মুজিব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাত্র তিন বছরের মধ্যে তারই নিজস্ব সৈনিকের হাতে স্বপরিবারে নিহত হলেন।

জেনারেল জিয়া রাষ্ট্রপতি থাকাকালিন কখনোই নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে দাবি বা বঙ্গবন্ধুর অবদান অস্বীকার করে বক্তব্য রেখেছেন এমন কোন নথি আজ পর্যন্ত কেহ উপস্থাপন করেনি বা পারেনি। ১৯৭১ এ মেজর জিয়ার সেই ঘোষণা পাঠটি জনবলে সাহস যুগিয়েছিলো, তখনকার তরুনরা উৎসাহ পেয়েছিল যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার। সেই সময়কার মেজর জিয়া আর জনপ্রিয় জননন্দিত রাষ্ট্রপতি জিয়ার অবস্থান এক নয়। ঐ সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এর আকাশসম জনপ্রিয়তার কাছে সামরিক বাহিনীর অচেনা একজন মেজর সমমানের কর্মকর্তাকে তুলনা করা বোকামি বটে।

স্বাধীনতা ঘোষণা দেশে তথা বিশ্বে গ্রহনযোগ্যতা পেতে Proclaimation Authority থাকতে হয়। ৯৯% জনসমর্থনে একমাত্র শেখ মুজিবই সেই গ্রহণযোগ্য অথরিটেটিভ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন । ১৯৭০ এর নির্বাচনে পাকিস্থান জাতীয় পরিষদের ৩১৩ আসনের মধ্যে ১৬৯টি আসনে জয়ী হয়ে শুধুমাত্র সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নয়, তিনি তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানের একচ্ছত্র নেতা হয়ে যান। সমগ্র বিশ্ব নেতারা তাকে পূর্ব পাকিস্তানের মুখপাত্র হিসেবেই মেনে নিয়ে বার্তা পাঠিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

নিম্নোক্ত ঘোষণাটি হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় পনেরো খন্ডের "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র" সংকলিত সরকারি দলিল থেকে হুবহু তুলে দেয়া হলো। উল্লেখ্য যে ২৩ আগস্ট ১৯৭৭ তারিখে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়ার আদেশে গবেষনা ও সংগৃহিত ডকুমেন্ট এর ভিত্তিতে এ দলিল প্রনয়ন করা হয়।

DECLARATION OF INDEPENDENCE

-This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.

[Message embodying Declaration of Independence sent by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to Chittogong shortly after midnight of 25th March, i.e. early hours of 26th March, 1971 for transmission throughout Bangladesh over the ex-EPR transmitter.]

জিয়ার মৃত্যুর দীর্ঘদিন পরও তার দল বিএনপি ক্ষমতায় থাকলেও সরকারি এই মূল্যবান দলিলটি নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেননি বা কোন সংশোধনী আনেনি। তাই এটা অতি সহজেই অনুমেয় যে স্বাধীনতার ঘোষক বিষয়টি বিএনপি'র রাজনৈতিক হাতিয়ার বই আর কিছু নয়।

দলিলটিতে আরো দেখা যায় যে, পরবর্তী দিন ২৭ মার্চ ১৯৭১ চট্টগ্রামস্থ অস্থায়ী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান কর্তৃক নিম্নোক্ত স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করা হয়।

DECLARATION OF INDEPENDENCE

I Mjor Zia, Provisional Commander-in-Chief of the Bangladesh Liberation Army, hereby proclaim, on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, the independence of Bangladesh.

I also declare, we have already framed a sovereign, legal Government under Sheikh Mujibur Rahman which pledges to function as per lwa and the constitution. The nwe democrat Government is committed to a policy of non-alignment in international relations. It will seek friendship with all nations and strive for international peace. I appeal to all Government to mobilige public opinion in their respective countries against the brutal genocide in Bangladesh.

The Government under Sheikh Mujibur Rahman is sovereign legal Government and is entitled to recognition from all democratic nations of the world.

উপরোক্ত ঘোষণাটি বিএনপির বর্তমান মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম এর পৃষ্ঠপোষকতায় ও ফিরোজ নুন সম্পাদতি "জিয়াউর রহমান - আমার রাজনীতির রুপরেখা" গ্রন্থটিতেও মুজিবের পক্ষে উপরোক্ত ঘোষণা পাঠের প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৯৭১ আমেরিকার গোপন দলিল সুত্রে, শেখ মুজিব গ্রেফতার এর পূর্ব মূহর্তে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে একটি বার্তা তৎকালিন ইপিআর ওয়ারল্যাস মাধ্যমে জনগনের উদ্দ্যেশ্যে প্রেরন করে যা ঢাকাস্থ আমেরিকান দুতাবাসে ওয়াললেস সেটে শ্রুত। সেই বার্তাটি ২৬ মার্চ বেলা আড়াইটার সময় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে পাঠ করেছিলেন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল হান্নান । বার্তাটির ভাষায়, "পাকিস্তানী সেনাবাহিনী রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও পীলখানা (তৎকালীন ইপিআর সদর দপ্তর) আকস্মিকভাবে আক্রমণ করেছে। সেখানে তুমুল যুদ্ধ বেধে গেছে। এই অবস্থায় আমি শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি"। জয় বাংলা। খোদা হাফেজ।" চট্টগ্রাম বেতারের ট্রান্সমিটার ছিলো মাত্র ২০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন এবং তার শব্দ পৌছানোর এলাকা ছিলো মাত্র ৬০ মাইল। তাই হান্নানের প্রচারিত ঘোষণা চট্টগ্রামের কিছু লোক ছাড়া আর কেউ শুনতে পায়নি।

উক্ত ঘটনার প্রায় ৩০ ঘন্টা পরে ২৭ মার্চ ১৯৭১ শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষনা পাঠ ছিলো একটি সাহসিকতাপূর্ণ ও সুচিন্তিত প্রচেষ্টার ফল। সেনাবাহিনীর একজন মেজর হওয়াতে ঘোষণাটি ছিলো তাৎপর্যপূর্ণ । তার ঘোষণা জনগণের মনোবল চাঙ্গা করতে ও অনুপ্রেরনা যোগাতে সাহায্য করেছে। জিয়ার ঘোষণাটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ভারতীয় রেডিও ***১৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন***

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রাজনীতি!

১৮-এর পৃষ্ঠার পর

ট্রান্সমিটারে ধরা পড়লে, তা অনবরত রিলে করা হলে তা দেশ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রচার লাভ করে এবং অস্থায়ী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেও মুহূর্তে মহূর্তে প্রচার করা হয়।

মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম। যিনি যুদ্ধ বা অস্ত্রের জন্যে ভারতে যাননি, একবার গিয়েছিলেন ভারতীয় সীমান্তে যুদ্ধরত জিয়ার সাথে দেখা করতে। যুদ্ধের নয়টি মাস আরাম-আয়েশ কি জানতেন না। যুদ্ধ তদারকীতে শত শত মাইল দিনকে দিন মাসের পর মাস হেটে বেড়িয়েছেন তার সেক্টর এলাকায় । পাকবাহিনীর আত্মসমর্পনের পূর্ব মুহূর্তে ভারতীয় ছত্রী সেনা নামানোর প্রয়োজন দেখা দিলে, কোন সেক্টর কমান্ডার সুরক্ষা দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে না পারলেও, ভারতীয় ছত্রী সেনা নামার সুরক্ষা বলয় তৈরি করার মত সেই কঠিনতম কাজটি তিনি তার যুদ্ধ এলাকায় করেছিলেন। আজ তিনি বিরোধী শিবিরের একজন। তাই বলে কি তার মুক্তিযুদ্ধে তার অবদান মিথ্যে হয়ে যাবে?

পদকপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা মোফাজ্জল হোসেন মায়া আজ একজন বিতর্কিত আওয়ামী ঘরানার দুর্নিতীগ্রস্থ রাজনীতিবিদ। ১৯৭১ এ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে ঢাকা শহরে আতংকের অপর নাম ছিল "মায়া" । ঐ সময় আন্তার্জাতিক মহলে পাকিস্তান সরকারের দাবি ছিল ঢাকা শান্ত ও নিরাপদ। স্বচক্ষে দেখার জন্যে ইসলামি দেশগুলোর সংগঠন (OIC) এর সেক্রেটারী জেনারেল টুংকু আব্দুর রহমান সাত দিনের সফরে ঢাকায় এসেছিলেন। এই সেই মায়া যার নেতৃত্বে একটি চৌকশ মুক্তিযোদ্ধার দল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রহরায় তার গাড়ি বহরে গ্রেনেড হামলা করে টুংকু আব্দুর রহমান এর গাড়ির পিছনের বুট উড়িয়ে দিয়েছিলো (আমার সৌভাগ্য যে আমি ঐ দলের একজন ছিলাম)। সফর বাতিল করে তিনি ঐ দিনই বিশেষ বিমানে ঢাকা ত্যাগ করেন। বর্তমান রাজনৈতিক আদর্শ বিবেচনায় তার মুক্তিযুদ্ধের অবদান নিয়ে প্রশ্ন তোলা কতটা যুক্তিসঙ্গত হবে? আওয়ামী লীগ শাসন সমর্থন না করলেই রাজাকার বা স্বাধীনতা বিরোধী? আবার বিএনপি সমর্থন না করলেই ইসলাম বিরোধী ভারতীয় দালাল তঘমা লেগে যাবে। কি ধরনের বিচার এটা?

১৯৭৫ সাল ২৫ জুন ভারতীয় কংগ্রেস নেত্রী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দমনমূলক টাডা আইন পাশ করে জরুরি অবস্থা জারি করার ফলশ্রুতিতে ১৯৭৭ সালে জাতীয় নির্বাচনে তার কংগ্রেস দল এর ভরাডুবি হয়, শুধু তাই নয় তিনি দীর্ঘদিনের নিজস্ব আসনটিতেও হেরে যান। পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীকে তার আসনটি ফিরে পেতে প্রচারকালে তার নির্বাচনী এলাকার ঘরে ঘরে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইতে দেখা গেছে ।

একটু আলোকপাত-১৯৯১ এর পরবর্তী রাজনীতির উপর। বিরোধী থাকাকালিন বিএনপি ও আওয়ামী লীগ রাস্তার আন্দোলনে বিশেষ করে রাষ্ট্রপতি এরশাদের এক যুগ সময়ের রাজত্বে সর্বদা "১৯৭৩ এর বিশেষ ক্ষমতা আইন"কে কালো আইন উল্লেখ করে জনরিরোধী সকল আইন প্রত্যাহারের জন্যে সোচ্চার ছিলো। সিংহাসনে বসে সেই কালো আইনগুলো প্রত্যাহারতো করেইনি বরং আরো নতুন নতুন জন-নিপীড়িত আইন প্রনয়ন করেছে। আওয়ামী লীগ দুর্নিতীতে চ্যাম্পিয়নের সুচনা করেছিল, ক্ষমতায় এসে বিএনপি সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে গৌরবের সাথে। আওয়ামী লীগের আমলে জ্বলেছে মাগুরছড়া; বিএনপির সময় জ্বলেছে টেংরাটিলা। দফায় দফায় তেলের দাম বাড়িয়েছে আওয়ামী লীগ, আবার ক্ষমতায় এসে বিএনপি বাড়িয়েছে। মন্ত্রী এমপিদের বেতন দুদলই বাড়িয়েছে সমানতালে। আওয়ামী আমলেও ভারতীয় বিএসএফ পাখির মত শতাধিক বাংলাদেশী মানুষ মেরেছে গুলি করে আবার বিএনপির শাসনামলেও মেরেছে। দুদল একটা তর্কতেই পারদর্শীতা দেখিয়েছে তাহলো যে আমাদের সময় কম হয়েছে ওদের সময় বেশি হয়েছে। জনগন কি পেলো? তারপরও জনগন আওয়ামী লীগ বা বিএনপি দলকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। ক্ষমতা হারিয়েও তারা কিন্তু কখনোই শাসনামলের ভুল-ভ্রান্তি স্বীকার করতে রাজী নন। ক্ষমাতো দুরের কথা। মনে হবে তাদের শাসনে জনগন স্বর্গসুখে ছিল।

বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, সেক্টর কমান্ডার শহীদ জিয়া, বাঘা সিদ্দিকী, মোফাজ্জল হোসেন মায়া, মেজর জেনারেল সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহিম এরা সরকারী বা বিরোধী যে দলেই থাকুক বা হউক বিতর্কিত, তাদের বাদ দিয়ে স্বাধীনতার ইতিহাস রচনা করার চেষ্টা করলে, সেটা সত্যিকারের ইতিহাস হবে না।

ইমরান কি আবার বিশ্বজয়ী অধিনায়ক হতে চলেছেন

১৭-এর পৃষ্ঠার পর

কথাটি হয়তো অনেকের কাছে অতিরঞ্জিত মনে হতে পারে, তবে বাস্তবতা সামনে আনলে আপনিও আমার সাথে একমত হতে বাধ্য হবেন। স্নায়ু যুদ্ধের পর রাশিয়ার ভেংগে পড়ার মধ্য দিয়ে আমেরিকা একক পরাশক্তি হিসাবে বিশ্বের বুকে আবির্ভুত হয়। রাশিয়ার পর পরাশক্তি হিসাবে উঠে আসার সারিতে চীন থাকলেও চীনের বাইরের নীতির বিষয়ে নিস্পৃহা আমেরিকাকে স্বস্তি এনে দেয়। কিন্তু তারা চীনের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনে কখনই দ্বীধা করেনি। তবে এই বিষয়ে তারা সরাসরি হস্তক্ষেপ না করে চীনের প্রতিবেশী জাপান, কোরিয়া, তাইওয়ান ও ভারত সহ বেশ কিছু দেশকে উস্কে দিয়ে চীনকে চাপে রাখার নীতি গ্রহণ করে। হঠাৎ করে চীন সব গুছিয়ে নিয়ে বিশ্ব রাজনীতিতে নামে। ইউরোপ, দক্ষিন আমেরিকা,আফ্রিকা এবং এশিয়ার অনেক দেশকেই সে তার বেল্ট অব রোড নামক প্রজেক্টের আন্ডারে নিয়ে আসে। আমেরিকা চীনের এই পদক্ষেপকেই ভয় পাচ্ছে। চীনের এই নীতিতে বিশ্ব রাজনীতিতে আমেরিকার প্রভাব শুন্যের কোঠায় নেমে যাবে ভেবে চরমভাবে ভীত হয়ে পড়েছে আমেরিকা। ফলে সে তার নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনার প্রক্রিয়া শুরু করে। বাইডেন সরকার এটাকে আরও তরান্বিত করতে চাইছে।

এমন একটি পরিবর্তনে বিশ্ব রাজনীতিতে আসবে একের পর এক চমক। চীনকে ঠেকাতে আমেরিকা এখন আর এশিয়ার দেশগুলোকে প্রক্সি হিসাবে রাখাকে যথেষ্ট মনে করছেনা এবং এশিয়ার দেশগুলোকে তারা ঠিক সেভাবে বিশ্বাসও করে উঠতে পারছেনা। ফলে তাদের কাছে এখন ভারত আর কোন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হিসাবে বিবেচিত হচ্ছেনা। তারা মনে করছে, ভারত দ্বারা চীনকে থামানো যাবেনা। অন্যদিকে জাপান ও কোরিয়াও চীনের বিরুদ্ধে এমন কোন পদক্ষেপ নেবেনা যেই ধরনের পদক্ষেপ আমেরিকা আশা করে। ফলে সে তাদের জ্ঞাতি ভাই অষ্ট্রেলিয়ার উপরেই এ বিষয়ে বেশী আস্থা রাখছে। এজন্য অষ্ট্রেলিয়ার সাথে তাদের অকাস চুক্তি এখন বিশ্ব রাজনীতিতে বিশেষ আলোচনায় চলে এসেছে। আমেরিকার নীতি এখন বিশ্ব রাজনীতিতে পরিস্কার। তারা এখন শুধু আফগান নয়, মধ্যপ্রাচ্য থেকেও সরে আসতে চাচ্ছে। তারা ইরাক থেকে সরে আসতে চাইলেও তাদের দীর্ঘদিনের মিত্র সৌদী ও ইজরায়েলের জন্য তাদের এই বেরিয়ে আসা কঠিন হয়ে উঠেছে। কারণ ইরাক থেকে আমেরিকা সরে আসলে সেখানে ইরানের প্রভাবাধীন সরকার ক্ষমতায় চলে আসবে যা ইজরায়েল এবং সৌদি আরব কোনভাবেই মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। একই অবস্থা সিরিয়াতে। সেখানেও বাশার আল আসাদের ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে রাশিয়ার পরেই সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল ইরানের আর এখানেও ছিল কাশেম সুলায়মানীর ক্যারিশম্যাটিক জেনারেলগিরী। তবে সৌদির জন্য এখন সবচেয়ে বড় গলার কাটা ইয়েমেনের হুতিগোষ্ঠি। তাদেরকে দমনের জন্য এমন কোন জঘন্য পন্থা নেই যা সৌদী ও আরব আমিরাতের প্রিন্সদ্বয় করেনি। এজন্য তারা নিজ দেশের আলেমদের কাছেও গ্রহণযোগ্যতা হারাতে বসেছে, কিন্তু কোনভাবেই তারা সফল হতে পারিনি। উল্ট হুতিরা নিখুতভাবে রকেট নিক্ষেপ করে যেভাবে সৌদি আরবের তেলক্ষেত্রে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, তা যেন সৌদিদের তেলক্ষেত্র নয়, তাদের শাসকদের গদিতেই আগুন ধরিয়েছে। ফলে তারা বহু ত্যাগ, কোরবানী করে মার্কিনী মিত্রদের অনুরোধ করে ক্ষেপনাস্ত্র ঠেকানো ব্যাটারী স্থাপন করেছিল। কিন্তু সম্প্রতি বাইডেন সরকার সেগুলোও সব উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে মিত্রদের সাহায্য করতে না পেরে আমেরিকা ও তাদের মিত্র ইউরোপীয়রা দীর্ঘকাল ধরে মুসলিমদের ভিতরে কোন্দল জিইয়ে রাখার জন্য শিয়া ও সুন্নীর যে অস্ত্র ব্যবহার করে আসছিল, এখন স্বয়ং আমেরিকায় চাচ্ছে সেই অস্ত্র ব্যবহার না করে শিয়া ও সুন্নীর মধ্যে আপোষ রফা করে দিতে। কিন্তু এখানেও আমেরিকা অসহায়। কারণ শিয়ার প্রধান প্রতিনিধি ইরানের সাথে তাদের সম্পর্ক কখনই মধুর নয় এবং তাদের উপর আমেরিকা সেই বিপ্লবের পর থেকে কোন প্রভাবও বিস্তারে সক্ষম হয়নি। ফলে চাচা আপন প্রাণ বাচা বলে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমেরিকা তল্পিতল্পা যেমন গুছিয়ে নিচ্ছে, সেই সাথে মিত্রদের বলছে নিজেদের পথ নিজেদের বাতলে নিতে। এমন পরিস্থিতিতে ইরানের সাথে সন্ধিতে আসতে মরিয়া হয়ে উঠেছে সৌদি আরব । আর এক্ষেত্রে তাদের সামনে একমাত্র মাধ্যম হিসাবে উঠে এসেছেন ইমরান খান। ইমরান খান এখন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হয়ে উঠার পিছনে তালেবানের বিজয় একটি বড় ভূমিকা রাখছে। তালেবানের আফগানিস্থানের দখল ও নিয়ন্ত্রণ এবং পাকিস্তানের তালেবানের উপর প্রভাব এখন ইরান ও চীনের সম্পর্কের মধ্যে বিশেষ নিয়ামক হিসাবে উঠে এসেছে। তাই চীনকে কাছে পেতে এবং চীনের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করতে ইরান এখন চীনের দীর্ঘদিনের মিত্র পাকিস্তানকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে ইমরান খান বিশেষ মর্যাদায় ইরান সফর করেন এবং ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনীর সাথে দীর্ঘ বৈঠক করেন। এই বৈঠকের পরই ইরানের প্রেসিডেন্ট প্রথম ইঙ্গিত দেন সৌদি আরবের সাথে সংলাপে বসতে তাদের কোন আপত্তি নেই এবং ইমরান খানকে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে তাদের পছন্দের আস্থাভাজন ব্যক্তি হিসাবে উল্ল্যেখ করেন। এসব কারণে যে ইমরানকে একদিন দূরে ঠেলে মোদিকে সৌদী ও আরব আমিরাতে ডেকে দুই রাজপুত্র বিশেষ সংবর্ধনা দিয়েছিলেন আজ তারাই মোদিকে পিছনে ফেলে ইমরানকে আলিঙ্গন করতে বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেছেন। ইমরান খান যদি এখন এই সব সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মুসলিম বিশ্বের প্রধান বিভেদ সৃষ্টিকারী দুই মহাশক্তি সৌদি ও ইরানের মাঝে সমঝোতার উদ্যোগ সফলভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হন, তাহলে তিনি হবেন গত এক শতাব্দীর মধ্যে মুসলিম বিশ্বের মধ্যে, মুসলিমদের কাছে সবচেয়ে সফল সমন্বয়কারী, ইসলামের বিভাজন দূরকারী মহানায়ক হিসাবে। তার এ সাফল্য শুধু ব্যক্তি ইমরানে সীমাবদ্ধ নয় বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্য এক মহা আনন্দদায়ক খবর হিসাবেও ইতিহাসে লেখা থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে দ্বীধাবিভক্তি থেকে মুক্ত করে এক হওয়ার তৌফিক দিন, এটাই হবে আমাদের দু'আ, প্রার্থনা। আমিন।(লেখকঃ গবেষক, সমাজ ও মানবাধিকার কর্মী-সিডনি)

আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন

দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় যাবত সিডনি থেকে প্রকাশিত অস্ট্রেলিয়ার প্রধানতম বাংলা কমিউনিটি সংবাদপত্র সুপ্রভাত সিডনি। দীর্ঘদিন থেকে আমরা কমিউনিটি, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক খবর ও মতামত প্রকাশ করছি নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতার সাথে। আমাদের এ অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলটি সুপ্রভাত সিডনির বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও স্বাক্ষাতকারের ভিডিও চিত্রগুলো প্রচারের জন্য। আমাদের এ পথচলায় সাথে থাকার জন্য সকল লেখক, পাঠক ও শুভাকাঙ্খীদের প্রতি আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমাদের সাথে ইমেইলে যোগাযোগ করতে পারেন : suprovat.ceo@gmail.com

তোমার কাছে এলে
আবদুল বাতেন

ভাঙ্গা মন চাঙ্গা হয় তোমার কাছে এলে
কদর্য ক্লান্তি, ব্যর্থতা-বিষণ্ণতার বিয়েবাড়ি ঠেলে
সঞ্জীবনী সুধা, তোমার তাজা সুস্বাদ সামান্য পেলে

তুমি হাভাতের হাতের নাগালে প্লেটভর্তি খাবার
আর্তের হাহাকার নিভানো ত্রাণ সামগ্রীর বাহার
বিশেষ দিবস উপলক্ষ্যে অবিশ্বাস্য মূল্য ছাড়

তুমি একের ভেতর তিন-তের নও সব
পরশ পাথর, বিলিয়ন ট্রিলিয়নের মধ্যে টপ
আমার আজ, আগামীকাল এবং পিছু হটা শৈশব

চাঁদের মুখে ফুল
এম. আবু বকর সিদ্দিক

ভোর বিহানে আজান শুনে
খুকু মণি জাগে,
দন্তগুলো ভালো মত
মাজে সবার আগে।

খোলা খাবার খায় না খুকু
আছে সবার জানা,
পড়ার সময় খুকুর পাশে
কথা বলা মানা।

কারো সাথে খুকু মণির
হয় না গণ্ডগোল,
পড়া-লেখায় মনোযোগী
ক্লাসে এক রোল।

খুকু মণির হাসি যেন
চাঁদের মুখে ফুল,
শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে
হয় না খুকুর তুল।

ঝরা পাতা
আশীষ কুমার বিশ্বাস

পথ ভরে গেছে শুকনো ঝরা পাতায়
লিখে রাখি তাই কবিতায়, সাদা পাতায়।
সামান্য হাওয়ার দোলে মনে জাগে ভয়
জীবনের শেষ তাই, এখানেই ক্ষয়।

জন্ম হয়েছিল আমার, সবুজ কচি পাতা
ভীষণ হাওয়ার দোলে, তবু নোয়াই নি মাথা।
আজ আমি বিবর্ণ, শীর্ণ বয়সের ভারে
জন্ম হলেই মৃত্যু আছে, জানি আমি অন্তরে।
আসা যাওয়ার পথে স্মৃতি বেঁচে আছে
আজ আছি কাল নেই, কেউ থাকবে না কাছে!

যৌবনের ক্ষয়
আজিবুল সেখ

আকণ্ঠ যৌবন পানে ক্ষুধা পরিতৃপ্ত
পরিশ্রান্ত হয়ে যৌবন বনে
এলিয়ে দিয়েছে নধর দেহখানি।
ভ্রমরগুলো পিনোন্নত প্রয়োধরের নেশায় মত্ত,
উদ্ভিন্ন যৌবন জ্বালা আজ গেছে জুড়িয়ে।

প্রকৃতির কোলে নিজেকে দিয়েছে সঁপে,
যৌবনের কৌণিকগুলো আবারও
জেগে উঠবে প্রকৃতির ভালোবাসায়।
পুনরায় মেলে ধরবে যৌবনের ডালি
যাওয়া আর আসার মাঝে
যৌবন কেবলই কায়া বদলায়।
জীবন যৌবন সঞ্চয়ের নয়
কেবল প্রকৃতির মাঝে হয় লয়।

দেশে আছি বেশ আছি
বেলাল মাসুদ হায়দার

দেশে আছি বেশ আছি, খেয়ে না খেয়ে বেঁচে আছি।
দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধির যাঁতাকলে পিষে পিষ্ট হচ্ছি।
লুটেরারা লুটে যাচ্ছে, ঘুষখোরেরা ঘুষ খাচ্ছে।
ধনীরা খাবারের অপচয় করে, পথের ধারে
গরীব না খেয়ে মরে। ডাষ্টবিনে কুকুর-ভিখারি
উচ্ছিষ্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি করে।

নিরাপত্তাহীনতায় মধ্যবিত্ত ভুগছে, মা বোনেরা পথে-ঘাটে
ঘরে-বাইরে ধর্ষিত হচ্ছে; প্রহসনের বিচার নিভৃতে কাঁদছে।
ক্ষমতাবানরা ক্ষমতার বাহাদুরি দেখাচ্ছে, দুর্বলেরা পড়ে পড়ে
মার খাচ্ছে। দু'বেলা কষ্টার্জিত দু'মুঠো ভাত খেয়ে
নিরীহ প্রাণ নিয়ে, ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আছি।
সম্ভ্রম মান হাতের মুঠোয় নিয়ে, দুঃখের দিন,
বিনিদ্র রজনী পার করছি। নিজের স্বাধীন দেশেই
জীবন্ত মৃত হয়ে আছি।

ভোটের বাজারে, ভোট চুরি করে দেশের শাসন ভাগ্য বিধাতা,
শাসনের নামে, শোষণের রাজনীতি কায়েম করে চলেছে।
প্রতিবাদের ভাষা, মিডিয়ার স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের আশা, মিথ্যা হুলিয়া,
গণহত্যা, জেলবাস দিয়ে রুদ্ধ করছে।
দেশে আছি, বেশ আছি, ভালো আছি,
স্বাধীনতার কৃত্রিম স্বাদ, অকাতরে ভোগ করে চলেছি।

লুকোচুরি খেলা
বাদল রায় স্বাধীন

আসবি নাকি মার খাবি বল ওরে তুই খোকা,
মাগো তুমি দেবে ফাঁকি নয়তো আমি বোকা।
তোমার পিছন দু'টি হাতে কি আছেগো বলো,
নয়তো তুমি পিছন ফিরে সামনের দিকে চলো।
মা বলে তুই কাছে আয়রে করবো আদর তোরে,
কাছে আসার ছলে খোকা পালিয়ে যায় দৌঁড়ে।
মা রেগে কয় আজকে তোর তুলবো পিঠের ছাল,
ছেলে বলে আমার দেখা পাবে তুমি কাল।
অমনি খোকা লুকিয়ে যায় দাদির আঁচল তলে,
মা কেঁদে কই ওরে খোকা কোথায় গেলি চলে।
মায়ের কাঁদন শুনে খোকা জড়িয়ে ধরে বলে,
আমি কি মা যেতে পারি তোকে কখনো ফেলে।
জড়িয়ে তখন খোকার গালে মা এঁকে দেয় চুম,
নিরাপত্তা পেয়ে খোকা মার কোলে দেয় ঘুম।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

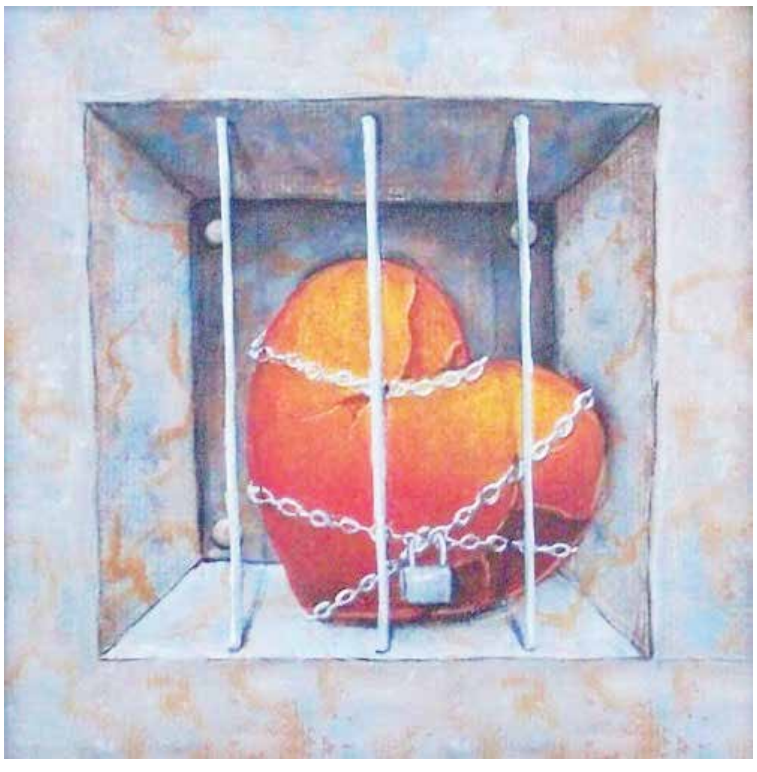

বন্দী
আহমদ রাজু

কথাটা অতো জোরে বলা উচিৎ হয়নি তোমার প্রিয়তা
উচিৎ হয়নি চোখের ভাষা বহিঃপ্রকাশের।
তিন রাস্তার মোড়- লোক সমাগম বেশি
তোমার আসার অধিকার নেই তবুও
ভুল পথে ফুল নিয়ে এসেছো তুমি শ্রাবণের আকালে।

এখন দিন ভাল নয়; চারিদিকে সস্তা ভালবাসাবাসি
হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে অনন্ত নদী। তোমার-আমার এ কবিতা
পাগলের প্রলাপ; ছুঁড়ে ফেলে দেবে দিগন্ত অবধী।

চোখের জল মোছো- আগুণে জ্বালিয়ে দাও পুরোনো জঞ্জাল
শিশিরে পা ধুয়ে নেবার বদলে ঘুমিয়ে নাও আরো দু'ঘন্টা।
রাজনৈতিক স্লোগান ভেবে কথাটাকে উড়িয়ে দিওনা প্রিয়তা
আমি রাজনীতির কাছে নতি স্বীকার করেছি চৈত্রের দুপুরে।

ছল ছল চোখ তোমার, ব্যহত করে স্রোতের গতি
আমি কি করবো বলো? আমার শীর্ণ হৃদয়
বন্দী করেছে মালেকা হামিরা।

এই শরতে
বিল্লাল মাহমুদ মানিক

ভেবেছিলাম এই শরতে তোমায় নিয়ে ঘুরতে যাবো
গাঁয়ের বাড়ি মায়ের হাতের তালের রসের পিঠা খাবো
কাশের বনে নরম-কোমল সাদা ফুলে হাত বুলাবো
পাকা আউশ ধানের ক্ষেতে মাটির সুধা গন্ধ পাবো।

ভেবেছিলাম এই শরতে তোমার খোঁপায় শাপলা দেবো
শালুক নদীর বানের জলে দু'জন মিলে সাঁতরে নেবো
নীল আকাশে তুলোর মতো দেখবো মেঘের ওড়াউড়ি
তাদের সাথে আমরা না-হয় হয়েই যাবো মাতাল ঘুড়ি।

ভেবেছিলাম এই শরতে পদ্মানদীর ইলিশ খাবো
খুব সকালে শিশিরধোয়া শিউলী-বকুল কুড়াই পাবো।
সব ভাবনা মাটি হলো কার কারণে? তা কী জানো?
নাটের গুরু নিতান্ত এক ক্ষুদ্র প্রাণি, সত্য মানো।

দুঃসময়
হোসনেআরা জামান আলী (মুন্নি)

বিশ্রী রকমের নিরাশার ছায়া
বিবর্নরূপে কুন্ডুলি পাকিয়ে
নিরবে লেপটে আছে বুকে !

নিঃসঙ্গ বাতাসবিহীন
দমবন্ধ হয়ে জাগে
দুর্বোধ্যতা, নীরবতা !

শিশু কিশোরের উচ্চস্বর,কলরব
নিশ্চুপ প্রাঙ্গণ
অবেলায় কোথায় হারালো
অলৌকিক সুখ পাখীটি !

জোছনার নীল চাদরে
ধুসর বিষন্ন আকাশ
তাঁরাদের বিচরনে
যন্ত্রণার বুদ্বুদ !

পৃথিবীটা যেন এক দুঃখের
প্রাচীর ঘেরা মৃত্যু মিছিলের নিবাস !

মৃত্যুতেই কী তবে
নির্ভেজাল শান্তির সমাবেশ
শুভ্র পালকের মত উড়ে যাওয়া
আর দুঃসময়ের শেষ ?!!

শরৎ
বিচিত্র কুমার

সাদা মেঘের লুকোচুরি
কাশ ফুলেরা দোলে,
নদীর বাঁকে শাপলা-শালুক
কে যেন ভাই তোলে?

সুদূরে ওই নৌকা বাঁধা
মুগ্ধ করে ভাটির গান,
মন ছুটে যায় ঐখানেতেই
হৃদয় করে আনছান।

ব-দ্বীপেরই বিশাল মাঠে
সবুজ ধান খিলখিলিয়ে হাসে,
দু'চোখেতে স্বপ্ন আমার
আনন্দেতে ভাসে।

রূপ মাধুরীর রঙমাখিয়ে
প্রকৃতি সাজে বধূর বেশে,
শরৎ এসে উঁকি দেয়
ষড় ঋতুর বাংলাদেশে।

মনোহর শরৎ
ফরহাদ হোসেন

ঐ দেখা যায় আকাশ পানে
সাদা মেঘের ভেলা,
সবুজ শাখে পাখপাখালি
বসে করে খেলা।

শিশির সিক্ত দূর্বা ঘাসে
সূর্যি মামা উঠে,
বর্ষা বারণ বিদায় দিয়ে
শরৎ এলো ছুটে।

মনোহর ঐ শরৎ পেয়ে
বাবুই শ্যামা গাছে,
সকাল সন্ধে পেখম মেলে
তিড়িংবিড়িং নাচে।

সাদা সাদা কাশ ফুলেরা
উঁকি মেরে হাসে,
নদীর জলে শাপলা শালুক
অবিরত ভাসে।

শাপলা ফুলের হাসি

এম এস ফরিদ

বর্ষাকালে শালুক পাতা
ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোলে,
সবুজ হয়ে বিছায় আছে
ভাসে জলের কোলে।

পাতায় পাতায় শাপলা ফুলের
কী চমৎকার হাসি,
তুলতে গিয়ে ছেলেমেয়ে
যায় জলেতে ভাসি।

নাইতে নেমে জল সাঁতারে
কিশোর করে খেলা,
জলের বুকে ভাসায় কেহ
কলাগাছের ভেলা।

বর্ষারূপের এমন ছবি
আঁকছে খোকা-খুকি,
বর্ষা এলেই রঙের সাজে
করে আঁকিবুঁকি।

এইবেলা

বিধান সাহা

স্বপ্ন সাজাতে হলে
এইবেলাই যথেষ্ট
তারপর ব্যস্ততার
আবেগ সঙ্গে নিয়ে
আর পারা যাবে না

জীবন যাপনের ধারাতে
বড্ড বেশি রকম
ছুটে চলার প্রসঙ্গ
সেখানে স্বপ্নগুলো
মোটেই দানা বাঁধে না

নিরবচ্ছিন্ন
অবিরাম ধারাপাতে
মধুরতার ছোঁয়া
ওসব এইবেলাতেই হোক
তারপরে আর কিছু নয় ...

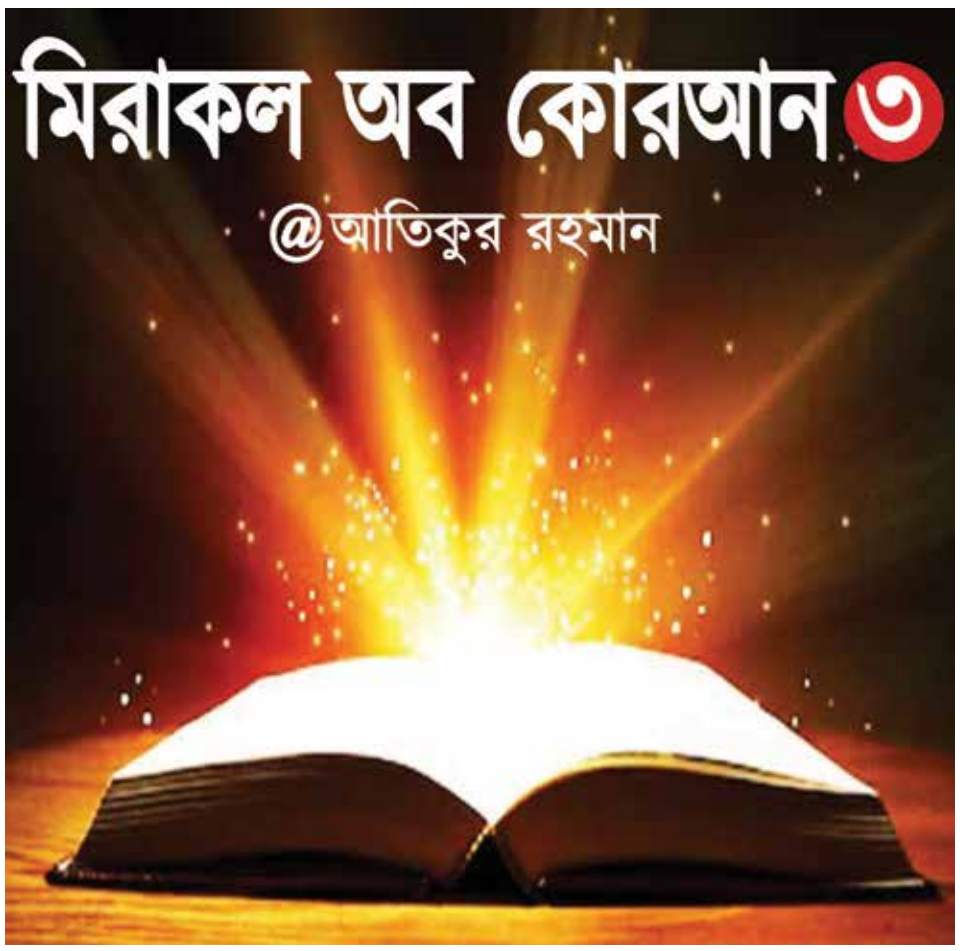

অধ্যায় তিন - লৌহ

লৌহ পৃথিবীর এক অ-প্রাকৃতিক ধাতব। কেননা এটি পৃথিবীতে সৃজিত বা গঠিত হয়নি বরং তা মহাশূন্য থেকে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। এ তথ্য পাঠকের নিকট অদ্ভুত লাগলেও এটিই সত্য। বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীতে উল্কাপিন্ড (Meteorites) নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। এই উল্কাপিন্ড দূরবর্তী নক্ষত্র থেকে লৌহ (Iron) বহন করে নিয়ে এসেছিল যা ভূপৃষ্ঠে বিস্ফোরিত হয়েছিল। (https://sciencing.com/origin-iron-5371252.html)

কোরআনে কারীম লৌহের উৎস সম্পর্কে বলছেঃ অর্থঃ আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (সূরা আল হাদীদ, ৫৭: ২৫)

আল্লাহ তা'আলা লৌহের জন্য 'নাযিল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। উল্লেখিত আয়াত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে লৌহ মানবজাতির উপকারের জন্য এটি 'নাযিল' বা অবতীর্ণ হয়েছিল, পার্থিব কোন পদার্থ নয়।

লৌহ যে মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল এ সত্য সপ্তম শতাব্দীর কোরআন নাযিলকালীন সময়ে) আদিম বিজ্ঞান (Primitive Science) দ্বারা জানা সম্ভব হয়নি। যা জানা ছিল একমাত্র আল্লাহ তা'আলার আর এজন্যই আমাদের মহান রব লৌহ সম্পর্কে এ তথ্যটি কোরআনে উধৃত করেছেন।

COVID-19 VACCINATION

LET'S DO THIS

NSW GOVERNMENT

Key points from NSW Health

NSW has now reached 86.2% single dose and 61.7% double dose vaccinations. Also, already 44.5% of 12-15-year-olds have been vaccinated. Deepest gratitude to everyone who has come forward to get vaccinated. We are inching closer to our 70% double dose target and are confident we will get to 90% first dose by the end of next week.

Please book your vaccination as soon as possible at nsw.gov.au and help each other get vaccinated. We don't want to leave anyone behind. There were 863 locally acquired cases of COVID-19 in the 24 hours to 8 pm last night. Tragically 15 people have died. Nine of these people were unvaccinated. We need to exercise an extra degree of caution between 70% and 80% to make sure we don't see a surge in cases or a surge in hospitalisation.

We have seen a reduction in cases across Greater Sydney, but unfortunately an increase in the regions. Please continue to monitor for symptoms, pay attention to the public health advice and come forward for testing. Please make sure you know the restrictions in your area https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules
Sydney suburbs of concern remain Greenacre, Merrylands, Guildford, Yagoona, Blacktown, Minto. We are also concerned about areas of the Illawarra Shoalhaven region, Mount Druitt and Auburn.

- From 11 October, aged care residents will be able to welcome two fully vaccinated visitors a day.
- Please get your health advice from trusted sources like NSW Health and the Federal Government Department of Health.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney

কাউন্সিলের আসন্ন নির্বাচন ৪ ডিসেম্বর

বাংলাদেশী অধ্যুষিত সিডনির ল্যাকেম্বা এলাকার রাজনীতিতে বইছে নতুন গুঞ্জন। অস্ট্রেলিয়ার প্রধান রাজনৈতিক দুটি দলেই আছে বাংলাদেশী অস্ট্রেলিয়ান কিছু উৎসাহী নেতা! অস্ট্রেলিয়াতে বাংলাদেশিদের মেইন স্ট্রিম রাজনীতির ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। আমাদের বেশির ভাগ মানুষই দেশীয় রাজনীতি অর্থাৎ বিএনপি ও আওয়ামী লীগের সাথে জড়িত। অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ার মেইন স্ট্রিম রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা অল্প সময়ের। প্রবাসে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের কর্মকান্ড থেকে মেইন স্ট্রিম রাজনীতি আরো সহজ-এটা সবারই জানা। যে কেউ যে কোন সময় লেবার বা লিবারেল পার্টিতে যোগ দিতে পারে। নুন্যতম ক্রাইটেরিয়া মানতে হয় যেটা প্রায় শতভাগ বাংলাদেশী অস্ট্রেলিয়ানদেরই আছে। বাংলাদেশের মত অস্ট্রেলিয়ায় মামা -চাচা ধরার দরকার হয় না। এখানে পদের জন্য কাঠ খড়ি পোড়াতে হয় না। অস্ট্রেলিয়ায় আইন নিজস্ব গতিতে চলে। কোন অবস্থায় দুই নম্বর বা তিন নম্বর কিছুই চলে না। যেহেতু সবার সুযোগ আছে কাউন্সিলে বা সংসদে যাবার। ঠিক সময়ে, ঠিক কাজ করে সময় দিয়ে মানুষের মন জয় করে নিলেই হলো। নির্বাচনের ঠিক আগ মুহূর্তে কাজ শুরু না করে সারা বছর যদি কমিউনিটিতে বিভিন্ন কর্মকান্ডে এগিয়ে আসে তাহলে নির্বাচনের আগে তার জন্য সহজ হয়। যে লোকটি সারা বছর মানুষের জন্য বা কমিউনিটির জন্য কাজ করে এবং যে লোকটি শুধু মাত্র নির্বাচনের সময় কাজ করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে উভয়পক্ষকে মানুষ সমানভাবে নিবেন না-এটাই স্বাভাবিক।

৪ ডিসেম্বর ২০২১ কাউন্সিল নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। কেন্টাবুরি-ব্যাঙ্কসটাউন কাউন্সিলে ল্যাকেম্বা এলাকার বাংলাদেশী বেশ কয়েকজন প্রতিদ্বন্ধিতা করার গুঞ্জন মার্কেটে চাউর হয়েছে। ল্যাকেম্বা লিবারেল পার্টির পক্ষ থেকে বাংলাদেশী আদৌ কেউ এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পাবে কিনা, সেটা কারো জানা নেই। এ পর্যন্ত সুপ্রভাত সিডনির বরাবর কোনো প্রেস রিলিজ পাওয়া যায়নি -তাই আমরা নিশ্চিত না হয়ে কারো নাম বলতে পারছিনা।

তবে ল্যাকেম্বা লেবার পার্টি থেকে এবার অনেকের সাথে দুজন মহিয়সী নারীর নাম সকলের মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে। দুজনই আমাদের কমিউনিটির পরিচিত মুখ। দুজনের জন্য আমাদের শুভ কামনা। ল্যাকেম্বা লেবার পার্টি থেকে ১১ জন প্রতিদ্বন্দ্বী অংশ নেন, প্রাথমিক বাছাই শেষে ৯ জন টিকে রয়েছেন। অক্টোবর ২০২১ এর শেষ দিকে প্রী-সিলেকশনে ভাগ্য নির্ধারণ হবে ৯ জন থেকে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে চূড়ান্ত ঘোষণা পর্যন্ত।

অনেকের প্রশ্ন : ১১ জন কেন কাউন্সিলে নির্বাচনের জন্য নমিনেশন পত্র জমা দেবে। প্রার্থীদের যোগ্যতা আছে কি নাই ,সে ব্যাপারে প্রশ্ন না করে তারা যদি একজনকে সিলেক্ট করে দিতো ,তাহলে পলিসি মেকারদের জন্য গোটা ব্যাপারটিও সহজ হতো। আরেকদিকে আমাদের ইউনিটি খুব জোরালো ভাবে প্রকাশ পেতো। তবে শুধুমাত্র নমিনেশন পত্র জমা দিলেই হবে না। প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্ব করা সহজ কথা নয়, যার যোগ্যতা যত বেশি সেই ভিত্তিতে জনগণ তাকেই নির্ধারণ করবে। সুপ্রভাত সিডনি কমিউনিটির অনেকের সাথে কথা বলে অনেকের বক্তব্য রেকর্ড করে নিম্নের বিষয়গুলোর সাথে একমত হয়েছেন। সুপ্রভাত সিডনির অগণিত পাঠকের জন্য তা হুবহু তুলে ধরা হলো।
কি ধরনের যোগ্য মানুষ প্রতিদ্বন্ধিতা করা উচিত বলে মনে করেন, এ প্রশ্নের জবাবে সকলেই একমত যে : যোগ্যতার কিছু মাপকাঠি নিম্নরূপ হতে পারে।

১) সমুচীন গ্রহণযোগ্য শিক্ষাগত যোগ্যতা।
২) বাংলাদশী দলীয় নোংরামি চিন্তা চেতনা থেকে মুক্ত। উন্নত ও পরিচ্ছন্ন মনের অধিকারী হওয়া।
৩) একমাএ স্বতঃস্ফূর্ত প্রমাণিত নিঃস্বার্থ জনসেবা মুলক কাজ করা ও সুইচ্ছা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বই জনপ্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতা রাখে ।
৪) একজন সৎ স্বভাবপূর্ন নিষ্ঠাবান কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তিই হতে পারে জনপ্রতিনিধি ।
৫) দেশের মর্যাদাকে সমুন্নত রেখে বাংলাদেশী সনাতন রাজনীতি থেকে উর্ধ্বে উঠে জনগণের মন জয় করার প্রায়শ খুবই সম্পর্কিত গুণাগুণ সম্পন্ন জনপ্রতিনিধির যোগ্যতা।
৬) চমৎকার সুন্দর উপস্থাপনা, মিষ্টিভাষী সৌহার্দ পূর্ন আচরণ, সহনশীল ও ধৈর্য্য পরায়ন হওয়া প্রয়োজন।
৭) সৎ স্বভাব এবং উন্নত চিন্তার অধিকারী বাঞ্চনীয়।
৮) অবশ্যই ধার্মিক কিন্তু গোরামি হলে চলবে না।
৯) সঠিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ অর্জনের জন্য স্বঠিক নেতৃত্ব ই হলো প্রকৃত জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব অর্থাৎ নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা থাকতে হবে।
১০) উন্নত ও উৎপাদনশীল চিন্তাচেতনা থাকলে প্রশংসনীয়।
১১) পারিবারিক ভাবে সুনাম ও সুন্দর সামাজিক হওয়া প্রয়োজন।
১২) অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল হলে জনগণের হক্ক তসরূপ প্রশ্ন থাকবেনা।
১৩) হিংসা, বিদ্বেষ, প্রতিশোধ পরায়ন, রুক্ষতা ও বদমেজাজ বর্জিত হতে হবে।

যদিও জনগনের খেদমত করা এত সহজ কাজ নয়। যেহেতু আমরা উন্নত দেশে বসবাস করি, আমাদের সকলকে উন্নত মনের হতে হবে।
এলাকাবাসীদেরও দায়িত্ব ভোট দেয়ার সময় উপযুক্ত প্রার্থীকে পছন্দ করা।

> "
> সুপ্রভাত সিডনি কমিউনিটির অনেকের সাথে কথা বলে অনেকের বক্তব্য রেকর্ড করে নিম্নের বিষয়গুলোর সাথে একমত হয়েছেন। সুপ্রভাত সিডনির অগণিত পাঠকের জন্য তা হুবহু তুলে ধরা হলো

সম্পূর্ণভাবে না হলেও বেশীরভাগ গুণাগুণ প্রার্থীর মাঝে বিরাজমান কিনা, সেটা যাচাই করতে হবে। উপরের বর্নিত আলোকে আরও বলা যায় যে, অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য শহরগুলোর চেয়ে সিডনির ল্যাকেম্বার গুরুত্ব নির্দ্বিধায় আমাদের সকলের নিকট অনেক বেশি, তাই সিডনির বেশির ভাগ বাংলাদেশিদেরকে ল্যাকেম্বায় যেতে দেখা যায়।

সেখানকার জনপ্রতিনিধিরাও গুরুত্ব অনেক বেশি বহন করে, যা বাংলাদেশের সুনাম সুখ্যাতি রক্ষার জন্য এক বিশেষ ভূমিকা বহন করে এবং বাংলাদেশকে গর্বের সংগে প্রতিনিধিত্ব করার সক্ষমতা রাখে এমন একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করা আমাদের জন্য অবশ্যই কর্তব্য, অন্যথায় ল্যাকেম্বার ইমেজ দিন দিন হ্রাস পাবে এবং প্রকৃত রাজনীতিবিদের আনাগোনা দিন দিন কমে যাবে যা ধরে রাখার দায়িত্ব ল্যাকেম্বাবাসীদেরই।

এছাড়া ক্যাম্বেল টাউন এলাকা থেকেও আমাদের দুজন বাংলাদেশী অতি পরিচিত মুখ আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্ধিতা করবেন বলে সুপ্রভাত সিডনিকে নিশ্চিত করেছেন। সুপ্রভাত সিডনির পক্ষ থেকে সকলের জন্য রইলো প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা।

Australia 24 News, is a world-wide circulated online television channel, where you can boost up your innovation, community events, your business and personal interview to make your Australian political platform stronger in the Australian community. We are helping you to produce documentary video news, promo video news, and voice over for your personal events and it's a great opportunity to highlight your positive activities through this media.
Feel free to contact with us to get involve with AUSTRALIA 24 NEWS.
Email: editor@australia24news.com.au

AUS BEST
MECHANICAL & TYRE SERVICES
0404 365 172

স্থান পরিবর্তন
Relocated

Bashit: 0404 365 172

- BATTERIES
- BRAKES
- CLUTCHES
- FULL ENGINE SERVICES
- PINK SLIPS
- RADIATORS
- TYRES
- ROTATE & BALANCE TYRES
- WHEEL ALIGNMENT

Contact: 0404 365 172

442 Punchbowl Rd, Belmore (Inside Metro Patrol Station)

Suprovat Sydney Copy Right Protected

MAHMUD DISTRIBUTORS
Unit 4, 2 Heald Road, Ingleburn New South Wales 2565 ফোন: (02) 8750 4588, সময়: সকাল ১০টা -রাত ৮টা

বাংলাদেশী মালিকানায় বৃহৎ ওয়ার হাউস

গ্লেনফিল্ডে আমাদের নতুন দোকান
Shop 2/70 Railway Parade,
Glenfield, NSW 2167

রকমারি পাইকারি গ্রোসারিজের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Winstar global pty Ltd

Suprovat Sydney Copy Right Protected

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, October-2021
Year-13

নামাযে খুশু এর তাৎপর্য

ডা. মো. ইমাম হোসাইন (ব্রুনাই)

পূর্ব প্রকাশের পর

এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যাদের তিলাওয়াত শুনে তামোর মনে হবে যে তারা আল্লাহকে ভয় করে বা তাদের ভিতর আল্লাহর ভয় আছে, তামোদের মধ্যে তাদের তিলাওয়াতই সুন্দর এবং সুললিত। (ইবনে মাজাহ, ১/১৩৩৯; সহীহ আল জামে, ২২০২)

আল্লাহ নামাযে তাঁর বান্দার প্রার্থনার জবাব দেন যেভাবে এটা মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ গাফু-রুর রাহী-ম নামাযে তাঁর বান্দাদের সাথে কথা বলেন এবং প্রার্থনার জবাব দেন। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ পবিত্র এবং মর্যাদাসম্পন্ন আল্লাহ বলেন, "আমি নামাযকেআমার এবংবান্দাহর মধ্যে দুই ভাগে বিভক্ত করেছি। আর আমার বান্দাহ যা চাবে তাই সে পাবে। যখন সে বলে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি এই মহাবিশ্বের একমাত্র প্রভূ", তখন আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করছে; যখন বান্দাহ বলে, 'পরম করুণাময় অতীব দয়ালু', তখন আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দাহ আমার উচ্চ প্রশংসা করছে"; যখন বান্দাহ বলে, 'বিচার দিবসের মালিক', তখন আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দাহ আমাকে মহিমান্বিত করছে; যখন বান্দাহ বলে, 'হে আল্লাহ, আমরা কেবল তামোরই ইবাদত করি এবং তামোরই সাহায্য প্রার্থনা করি তখন আল্লাহ বলেন, "এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যকার বিষয় এবং আমার বান্দাহ যেটা চাচ্ছে সেটাই সে পাবে; যখন বান্দাহ বলে, 'আমাদেরকে সাজো পথে পরিচালিত কর, তাদের পথ যাদের তুমি করুণা করেছ, তাদের নয় যারা তামোর রাগ অর্জন করেছে এবং বিভ্রান্ত হয়েছে', তখন আল্লাহ বলেন,
"এসবই আমার বান্দাহর জন্য। আমার বান্দাহ যা চেয়েছে সে তার সবই পাবে।"

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাহ, বাব ওজুবে কিরাত আল ফাতিহা ফিকুল্লিরাকাহ) এটা বেশ বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদীস। যদি প্রত্যেকেই মনে রাখতাে সে কি পড়ছে তবে সে অনেক খুশু' অর্জন করতে পারত এবং সূরা ফাতিহার একটা বড় প্রভাব তার মধ্যে পড়ত। কি করে এটাকে হালকা ভাবে নেওয়া যায় যখন আল্লাহ তাকে সম্মাধেন করছে এবং আল্লাহ তাকে তাই দিচ্ছেন যা সে তার নামাযে প্রার্থনা করছে?

আল্লাহর সাথে এই কথাপেকথনকে অবশ্যই সম্মান জানাতে হবে এবং এর প্রাপ্য মূল্য দিতে হবে। আল্লাহর বার্তাবাহক রসূল (সাঃ) বলেনঃ "যখন কেউ নামাযে দাঁড়ায়, সে আল্লাহর সাথে কথা বলে। সুতরাং সে কিভাবে কথা বলছে তার দিকে অবশ্যই নজর দেওয়া উচিত।"
(আল হাকিম, আল মুসতাদরাক, ১/২৩৬, সহীহ আল-জামে, ১৫৩৮)

খুশু' এবং নামাযের সামনে প্রতিবন্ধক (barrier)
নামাযের সামনে প্রতিবন্ধক থাকা এবং এর নিকটবর্তী হওয়া নামাযে খুশু' সৃষ্টি করে। কারণ, ইহা নামাযীর দৃষ্টির প্রসারতাকে সংকুচিত এবং সীমিত করে, শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে রক্ষা করে এবং নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তি থেকে দূরে রাখে; অন্যথায় নামাযে অমনাযোগে সৃষ্টি হয় এবং নামাযী নামাযের পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ যখন তামোদের কেউ নামায পড়ে, সে যেন সামনে কোন প্রতিবন্ধক রাখে এবং এর কাছাকাছি হয়। (আবু দাউদ ৬৯৫, ১/৪৪৬; সহীহ আল জামে, ৬৫১)

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ "নামাযের সময় তামোদের কা রো সামনে যদি কোন প্রতিবন্ধক থাকে তবে সে যেন এর কাছাকাছি হয় কারণ, এতে শয়তান তাকে বিরক্ত করতে ব্যর্থ হয়। (সহীহ আল জামে, ৬৫০)

কোন প্রতিবন্ধকের নিকটবর্তী হওয়ার নিয়ম হলাে সিজদার জায়গা হতে সায়ো চার থেকে সোয়া ছয় ফুট বা আনুমানিক তিন হাত পরিমান দূরে থাকা অথবা এমন দূরত্ব বজায় রাখা যার মধ্য দিয়ে একটি ভেড়া অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। (আল বুখারী, আল ফাতনহুল বারী, ১/৫৭৪, ৫৭৯)

রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে কোন নামাযীকে তাঁর এবং প্রতিবন্ধকের মধ্য দিয়ে কাউকে যাতায়াত করতে দিতে বাধা দিতে বলেছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন "যখন তামোদের কেউ নামায পড়ে সে যেন তাঁর সামনে দিয়ে কাউকে যেতে না দেয়। এবং তার উচিত সর্বশক্তি দিয়ে ঐ যাতায়াতকারী ব্যক্তিকে বাধা দেওয়া । এরপরও যদি ঐ ব্যক্তি নামাযীকে উপেক্ষা করে যাতায়াত করতে থাকে তবে নামাযীর উচিত তার সাথে যুদ্ধ করা, কারণ এরকম ব্যক্তির সাথে শয়তান থাকে ।" (মুসলিম, ১/২৬০ সহীহ আল জামে, ৭৫৫)

আল্লামা আন নববী বলেন, প্রতিবন্ধকতা ব্যবহারের বিচক্ষণতা হলাে দৃষ্টিকে অবনত করা, এর সীমানা অতিক্রম না করা, তামোর সামনে দিয়ে যে কারাে গমনকে নিবৃত্ত করা এবং নামায নষ্ট ও বিভ্রান্তকারী শয়তানের যাতায়াত প্রতিরাধে করা।" (সহীহ আল মুসলিম, ৪/২১৬)

বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা
রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন নামাযে দাড়াতেন তিনি বাম হাতের উপর ডান হাত রাখতেন (আবু দাউদ, ৭৫৯; ইরওয়া আল গালীল, ২/৭১) রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরাে বলেন, আমরা যাঁরা নবী তাঁদেরকে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে। (আল তাবারানী আল মুজামুল কাবীর, ১১৪৮৫) আল হাতামী বলেন ও ইহা আল তাবারানী হতে উল্লেখিত- (আল মাজমা, ৩/১৫৫) ইমাম আহমাদ (র) কে নামাযে দাঁড়িয়ে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখার অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ "এটা আল্লাহর সামনে এক ধরনের বিনয়।" (আল খুশু ফিস সালাহ - ইবনে রজব, ২১) ইবনে হাজার (র) বলেন, আলেমগণ বলেছেন এই বিশেষ ভঙ্গি হল বিনয়ী আবেদনকারীর ভঙ্গি যা একজন কৃতজ্ঞ ফকিরের ন্যায়; এতে মনে হয় কেউ যেন তার মানসিক বিকার গ্রস্ততাকে প্রতিরাধে করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পর্যায়ে পৌছেছে এবং সে খুশু' অর্জন করেছে।

আল্লাহ তায়া'লা আমাদের সবাই কে সালাতে খুশু' অর্জন করে তাঁর প্রিয় বান্দা - বান্দী হওয়ার তাওফিক দান করুন।

খুশু' উন্নয়নের উপায়
বেশ কিছু উপায়ে খুশু'র উন্নয়ন করা যেতে পারে:

*সিজদার স্থানে তাকানো; নামাযে চোখ বন্ধ করা কি সমর্থনযাগ্যে?

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর মাথাকে সামনের দিকে কাত করে দৃষ্টিকে অবনত রেখে এবং মাটির দিকে তাকিয়ে নামায পড়তেন। (আল হাকীম, ১/৪৭৯ সিফাতুস সালাহ, ৮৯) রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কাবায় ঢুকতেন তখন বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত কোন সময়ই তাঁর দৃষ্টি সিজদার জায়গা ছেড়ে অন্যত্র যেত না। (আল মুসতাদরাক আল হাকীম, ১/৪৭৯; ইরওয়া আল গালীল, ২/৭৩)

যখন কোন ব্যক্তি তাশাহুদ পড়ার জন্য বসে তখন নামাজ থেকে তার উচিত সেই আঙ্গুলের দিকে তাকানাে যা দিয়ে সে দিক নির্দেশ করছে, কারণ বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বুড়া আঙ্গুলের পরের আঙ্গুল কিবলার দিকে নির্দেশ করতেন এবং তাঁর দৃষ্টিকে সেদিকেই কেন্দ্রীভূত করতেন। (ইবনে খুজইমা, ১/৩৫৫ নং ৭১৯, সিফাত আল সালাহ, ১৩৯) অন্য এক বর্ণনায় আছে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা কিবলার দিক নির্দেশ করতেন এবং এর পিছনে কোথাও দৃষ্টি সরাতেন না।" (আহমাদ ৪/৩, আবু দাউদ, ৯৯০)

কিছু নামাযীর মনে এই প্রশ্ন প্রায়ই আসে তা হল নামাযের সময় চোখ বন্ধ করলে হৃদয়ে খুশু'র বৃদ্ধি হয় কিনা। এর উত্তরে বলা হয় যে এটা সুন্নাহর পরিপন্থি। চোখ বন্ধ করার ফলে সিজদার জায়াগায় এবং আঙ্গুলের দিকে তাকানারে যে নির্দেশ রসূলুল্লাহ (সাঃ) দিয়েছেন তা এড়িয়ে যাওয়া হয় । কিন্তু, এরপরে ও কিছু বিষয় আছে। একজন বিশেষজ্ঞ আল্লামাহ আবু আব্দুল্লাহ ইবনুল কাইয়্যম এর মতে নামাযে চোখ বন্ধ রাখা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর শিক্ষার অংশ নয়।
আমরা ইতামেধ্যেই তাশাহুদ এবং দোয়ার সময় কিভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আঙ্গুলের দিকে তাকাতেন তা বর্ণনা করেছি। আমরা আরও বলেছি যে তিনি তর্জনী আঙ্গুলের বাইরে তাঁর চোখ বা দৃষ্টি নড়াচড়া করাতেন না। এই সত্যের একটি ইঙ্গিত হেলা রসূলুল্লাহ (সাঃ) সালাতুল কুছুফে (সূর্যগ্রহনের নামাযে) প্রায়ই নামাযের মধ্যে যখন বেহেশতের থাকো থাকো আঙ্গুর দেখতেন তখন তা নেবার জন্য হাত প্রসারিত করতেন। তিনি দোযখ ও দেখতেন যেখানে থাকত লাঠির মালিক এবং বিড়ালসহ সেই মহিলা যে বিড়ালটিকে কষ্ট দিয়েছিল।

অনুরূপ ভাবে তিনি তাঁর সামনে দিয়ে যাওয়া যে কোন জন্তুকে ঠেলে পিছনে সরিয়ে দিতেন যাতে নামাযের সামনে দিয়ে সে না যায়। তিনি এভাবে একটি বালককে পিছনে দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন এবং একটি তরুনী এবং পরে আরও দুটি তরুনীর ক্ষেত্রে একাজই করেছিলেন ।

নামাযে যারা তাঁকে সম্ভাষণ জানাত তাদের তিনি হাত নেড়ে দূরে সরিয়ে দিতেন। এ সংক্রান্ত একটি হাদীস আছে, যেখানে বলা হয়েছে যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে প্ররাচেিত করার জন্য শয়তান অনেক ভাবে চেষ্টা করত এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) এমতাবস্থায় শয়তানকে খপ করে ধরতেন এবং শ্বাস রুদ্ধ করে হত্যার চেষ্টা করতেন। এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে চোখ বন্ধ করতেন না।
ফকীহগণ এটা মাকরুহ এর ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত পাষেণ করেন। ইমাম আহমাদ এবং তাঁর অনুসারীরা এটাকে মাকরূহ মনে করে বলেন যে এটা ইহুদীদের কাজ। কিন্তু অনেকেই এটাকে মাকরূহ বলে গ্রহণ করেন না। তাঁরা এ ব্যাপারে নমনীয়ভাব পাষেণ করেন। আসল কথা হল চোখ বন্ধ করাটা নামাযে খুশু'কে প্রভাবিত করে না, তবে এটা না করাই ভাল । কিন্তু সাজসজ্জা, অলংকরণ ইত্যাদি কারণে যদি মনাযোগে খুশু'র উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে তবে এটা মাকরূহ হবে না এবং এমতাবস্থায় নামাযে চোখ বন্ধ করতে দোষ নেই।
মতামত হলো এ ক্ষেত্রে মাকরূহ বলার চেয়ে শরীয়াহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর কাছাকাছি যাকে কিনা মুস্তাহাব বলাই ভাল। (জাদুল মাআদ, ১/২৯৩) সুতরাং এটা পরিস্কার যে যতক্ষণ না কোন কিছু খুশুর উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে বা মনাযোগে বিচ্ছিন্ন করে ততক্ষণ নামাযে চোখ বন্ধ করা যাবে না।

*** তর্জনী আঙ্গুল নড়ানারে গুরুত্ব:**
এটা অনেক ইবাদত বন্দেগীকারীই অবহেলা করে কারণ খুশু'র উপর এর মস্ত বড় প্রভাব এবং সফলতা সম্মন্ধে তারা অজ্ঞ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ এটা শয়তানের বিরুদ্ধে লাহোর চেয়েও শক্তিশালী।" (ইমাম আহমদ ২/১১৯; সিফাতুস সালাহ, ১৫৯) অর্থাৎ তাশাহুদ পড়ার সময় তর্জনী দ্বারা নির্দেশ করাটা শয়তানের কাছে লাহো দিয়ে পিটুনি খাওয়ার চেয়েও কষ্টকর, কারণ এটা বান্দাহকে আল্লাহর একত্ব এবং তাঁর প্রভু আল্লাহর প্রতি ভাণ ভণিতাহীন হবার কথা মনে করিয়ে দেয়; আর শয়তান এ বিষয়টাকেই ঘৃণা করে। সে কখনই চায়না আমরা অকৃত্রিম ভাবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। (আল ফাতহুর রাব্বানী আল সাদী, ৪/১৫)

এই সফলতার কারণে সাহাবাগণ (রাঃ) একত্রিত হতেন এবং একে অপরকে এটার জন্য নির্দেশ দিতেন। তাঁরা এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতেন যা আজকের মানুষেরা হালকা ভাবে গ্রহণ করে। এটা বলা হয় যে, "রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাহাবাগণ একজন আরেকজনকে তাশাহুদ /দোয়ার সময় আঙ্গুলি নির্দেশ করার জন্য বলতেন। (ইবনে আবি শাইবাহ, সিফাত আস সালাহ, ১৪১; আল মুছান্নাফ, নং, ৯৭৩২, পার্ট-১০, ৩৮১) তর্জনী দ্বারা নির্দেশ করা সুন্নাহ এবং ইহাকে তাশাহুদের মধ্যে উপরের দিকে গতিশীল অবস্থায় রাখতে হয়।

* নামাযে বিভিন্ন সূরা, আয়াত এবং দরুদ :
নামাযে ভিন্ন ভিন্ন সূরা, আয়াত এবং দোয়া পড়ার ফলে ইবাদতকারীর মনে হবে যে পঠিত আয়াতে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ের অর্থের সাথে সে পরিচিত। এভাবে গাটো কোরআনের সাথে তার একটা সংযাগে স্থাপন হবে। মাত্র কয়েকটি সূরা মুখস্থ করে পড়লে একজন নামাযী এই অনুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে কি তিলাওয়াত করতেন, আমরা যদি এটা অনুসন্ধান করি তাহলে এতে বিভিন্নতা বা বৈচিত্রতা দেখতে পাব। উদাহরণস্বরূপঃ
শুরুতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে সমস্ত দোয়া পড়তেন তা নিম্নরূপঃ

অর্থঃ হে আল্লাহ! যেমন ভাবে তুমি পশ্চিমকে পূর্ব থেকে পৃথক করেছ তেমনভাবে আমার পাপ থেকে তুমি আমাকে আলাদা কর। হে আল্লাহ! ময়লা থেকে পরিষ্কার করা সাদা জামার মত তুমি আমাকে পরিষ্কার কর। হে আল্লাহ! তুমি পানি, তুষার এবং বরফ দিয়ে আমাকে পাপমুক্ত কর।
অর্থঃ "এই পৃথিবী এবং বেহেশতসমূহের মালিক এবং সৃষ্টি কর্তার দিকে আন্তরিকতার সাথে আমি আমার মুখমন্ডল স্থাপন করছি এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। বস্তুতঃ আমার নামায, আমার কোরবাণী, আমার জীবন এবং আমার মরণ সবকিছুরই মালিক সেই মহান আল্লাহ যিনি এই পৃথিবীসমূহের সৃষ্টি কর্তা এবং আমি মুসলিমদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।"

এমনিভাবে আরও অনেক দোয়া ইবাদত বন্দেগীকারীরা বিভিন্ন সময়ে পড়তে পারে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফজরের নামাযে যে সমস্ত সূরা পড়তেন তা সংখ্যায় এবং রহমতের দিক থেকে অনেক।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) দীর্ঘ মুফাস্সাল সূরা (কোরআনের শেষ সপ্তমভাগে যে সূরাগুলাে আছে যেমনঃ আল ওয়াক্বিয়া, (৫৬) আত তুর (৫২) এবং কাফ (৫০) এবং ছাটে মুফাস্সাল সূরা যেমনঃ আত তাক্ভীর (৮১), জিলজালাহ (৯৯) এবং আল মুআওয়িযাতাইন (শেষ দুটি সূরাহ) পড়তেন।

২৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

নামাযে খুশু এর তাৎপর্য

১২-এর পৃষ্ঠার পর

বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফজরের নামাযে সূরা আররুম (৩০), ইয়াসিন (৩৬) এবং আস সাফফাত (৩৭) পড়তেন, আর শুক্রবারের ফজরের নামাযে সূরা সাজদাহ (৩২) এবং সূরা আল ইনসান, আদ দাহার (৭৬) পড়তেন।

সালাতুল জোহরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রতি দুই রাকাআতে ৩০ আয়াতের সমান সূরা পড়তেন এবং এগুলো ছিল সূরা আত ত্বারিক্ব (৮৬), আল বুরুজ (৮৫), এবং সূরা আল লাইল (৯২)।

সালাতুল আছরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রতি রাকাতে ১৫ আয়াতের সমান সূরা পড়তেন এবং এই সূরাগুলি ছিল জোহরের নামাযের সূরার সাথে সম্পর্কিত । সালাতুল মাগরিবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সূরা ত্বীন (৯৫) এর মত ছাটে মুফাস্সাল সূরা তিলাওয়াত করতেন। তিনি এছাড়া সূরা মুহাম্মাদ (৪৭), আত তুর (৫২), আল মুরসালাত (৭৭) এবং অন্যান্য সূরাও পাঠ করতেন।

সালাতুল এশায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাঝারি দৈর্ঘ্যের মুফাস্সাল সূরা পড়তেন। যেমন সূরা আস শামস (৯১) এবং সূরা আল ইনশিকাক (৮৪)। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুয়াজ (রাঃ) কে সূরা আল-আ'লা (৮৭), সূরা আল কলম (৬৮) এবং সূরা আল লাইল (৯২) পড়ার উপদেশ দিতেন গভীর রাত্রির নামাযে (কিয়ামুল লাইল) রসূলুল্লাহ (সাঃ) দীর্ঘ সূরা তিলাওয়াত করতেন।

বর্ণিত আছে, তিনি এই নামাযে ২০০ বা ১৫০ আয়াত তিলাওয়াত করতেন, তবে কখনও কখনও আবার তা সংক্ষেপ করতেন।

রুকুতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দোয়া বা স্মরন ভিন্ন ভিন্ন হতো।
"সুবহানা রাব্বিয়াল আ'জীম" (অর্থঃ গৌরব শুধুমাত্র আমার মহিমান্বিত প্রভুর) এবং "সুবহ্বানা রাব্বিয়াল আ' লা-" (অর্থঃ গৌরব এবং প্রশংসা আমার মহিমান্বিত প্রভুর।) এছাড়াও আরো তিনি পড়তেন, সুব্বুহুন, কুদ্দু-সুন, রাব্বুল মালা-ইকাতি ওয়াররু-হ্ (অর্থঃ তুমি পরিপূর্ণ, নিখুঁত, মহান এবং সমস্ত ফিরিস্তা ও আত্মার প্রভু ।)

রুকু থেকে দাঁড়ানারে সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেনঃ "সামি আল্লা-হুলিমান হামিদা (অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রসংসা করে আল্লাহ তাকে শানেন।) তিনি বলতেনঃ "রাব্বানা- ওয়া লাকাল ত্বামদ (অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক, প্রশংসা তাে সব তামোরই জন্য।)

*নামাযে সিজদায়ুক্ত আয়াত:
কোরআন তিলাওয়াতের আদবের একটি হলাে সিজদাযুক্ত কোন আয়াত এসে পড়লে আল্লাহকে সিজদা করা। কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবী এবং সতকর্ম পরায়ণ লাকেদেরকে বলছেন, এরাই তারা-- নবীগণের মধ্য থেকে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা নেয়ামত দান করেছেন।

এরা আদমের বংশধর এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরাহেণ করিয়েছিলাম, তাঁদের বংশধর এবং ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশধর এবং যাদেরকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি ও মননিত করেছি, তাঁদের বংশাদ্ভেুত। তাঁদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হত, তখন তাঁরা সেজদায় লুটিয়ে পড়ত এবং ক্রন্দন করত। (১৯ঃ৫৮)

ইবনে কাছির (র.) বলেন, পন্ডিতরা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে সিজদার আয়াতে আমাদের সিজদা দিতে হবে এবং তাদেরকে অনুসরণ করতে হবে। (তাফসীর আল কুরআন আল আজিম, ইবনে কাছির, ৫/২৩৮) তিলাওয়াতে সিজদা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা খুশু' বৃদ্ধি করে। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত বলেন, *তাঁরা ক্রন্দন করতে করতে নত মস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়ভাব আরো বৃদ্ধি পায়।" (১৭:১০৯)

বর্ণিত আছে যে রসূলুল্লাহ (সা.) কোন একদিন যখন নামাজে সূরা আন নাজ্ম (৫৩) তেলাওয়াত করছিলেন তখন তিনি সিজদা দেন। বুখারি (র) হযরত রাফি (রা.) থেকে বর্ণনা করেন "আমি হযরত আবু হুরাইরা (রা.) এর সাথে এশার নামায পড়ছিলাম, তিনি "ইযাস সামা-উনশাককাত (আল ইনশিক্বাক: ৮৪) তিলাওয়াতের সময় সিজদায় পড়ে গেলেন নামায শেষে আমি এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "আমি আবুল কাসিম [রসূলুল্লাহ (সাঃ)] এর পিছনে এভাবে নামায পড়েছি এবং তাঁর সাথে আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত এটা অব্যাহত রাখব।"

সিজদাযুক্ত আয়াতে সিজদা করার অভ্যাস অপরিহার্য কারণ, ইহা শয়তানকে দমন করে এবং শয়তানের ভিতর জ্বালাতন সৃষ্টি করে। এভাবে একজন নামাযীর উপর শয়তানের প্রভাব খর্ব হয়। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে, যখন কোন আদম সন্তান সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে এবং সিজদা করে তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে যায় এবং বলে, "তাঁর ধ্বংস হাকে, তাঁকে সিজদা করার জন্য আদেশ দেওয়া হল আর সে সিজদায় পড়ে গেল! বেহেশত এর জন্যই। আমাকে সিজদা করার আদেশ করা হয়েছিল কিন্তু আমি অমান্য করেছিলাম সুতরাং আমার জন্য দোজখ নির্ধারিত ।" (মুসলিম, ১৩৩)

* শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া:

শয়তান আমাদের নিশ্চিত শত্রু এবং তার শত্রুতার একটি রূপ হলাে নামাযীর মনের মধ্যে খুব ধূর্ততার সাথে কূ-মন্ত্রনা ও কূ-প্ররাচেনা তৈরি করা এবং সূক্ষভাবে ফিসফিসানী সৃষ্টি করে বিভ্রান্ত করে দেওয়া এবং নামাযীর খুশুকে ধ্বংস করা। এটা হলাে শয়তানের ওয়াসওয়াসা।

যারা আল্লাহর দিকে ফিরে, যে কোন ইবাদতে আল্লাহর স্মরণ এবং তাঁর প্রতি আন্তরিকতা পাষেণ করে তাঁদের এই ওয়াসওয়াসা সমস্যা ঘটে এবং ব্যাপারটা একরকম অপরিহার্য্য।

সুতরাং নামাযীকে থাকতে হবে অটল, বলিষ্ঠ, দৃঢ় এবং ধৈর্য্যশীল। নামাযে খুশু'র ব্যাপারে তাঁকে হতে হবে নাছাড়েবান্দার মত অনড়। তাঁর এই অনমনীয় অবস্থান শয়তানের সকল ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেয়। আল্লাহ বলেন, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের ওপর ঈমান এনেছে, তারা (সর্বদা) আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে তারা লড়াই করে মিথ্যা মাবুদদের পথে, অতএব তোমরা যুদ্ধ করো শয়তান ও তার চেলা-চামুন্ডাদের বিরুদ্ধে (তোমরা সাহস হারিয়ো না), অবশ্যই শয়তানের ষড়যন্ত্র খুবই দুর্বল। (৪-আন্-নিসা:৭৬)

এদের মধ্যে যাকেই পারো তুমি তামোর আওয়ায দিয়ে গামেরাহ করে দাও, তামোর যাবতীয় অশ্বারাহৌ ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদের ওপর গিয়ে চড়াও হও, ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে তুমি তাদের সাথী হয়ে যাও এবং (যতাে পারাে) তাদের (মিথ্যা) প্রতিশ্রুতি দিতে থাকো; আর শয়তান তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। (১৭-বনী ইসরাঈল:৬৪)

একজন নামাযী কোন বিষয় সম্পূর্ণ ভুলে যেতে পারে কিন্তু শয়তান তাকে নামাযে সেই বিষয় মনে করিয়ে দিয়ে আল্লাহর কাছ থেকে সরিয়ে নিতে চায় । যাতে করে তার মন এবং হৃদয় নামাযে না থাকে । এভাবেই আল্লাহর ভালবাসা এবং পুরস্কার থেকে একজন নামাযী বঞ্চিত হয়। শয়তানের কূ-প্ররাচেনার ফলে সে যত সুন্দর ভাবে নামায শুরু করে তত সুন্দরভাবে শেষ করতে পারে না। পাপের বাঝো না কমিয়েই সে নামায শেষ করে, কারণ নামায তখনই পাপের ক্ষতিপূরণ হয় যখন বান্দাহ পূর্ণ খুশু' নিয়ে দেহ এবং মন এক করে আল্লাহর সামনে দাঁড়ায়। (আল ওয়াবিলুস সায়্যিব, ৩৬)

শয়তানের কু-মন্ত্রণার সাথে যুদ্ধ করতে এবং ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্ত হতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের যে সকল কৌশল শিখিয়েছেন আবুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বললেনঃ "হে রসূলুল্লাহ (সাঃ)! আমি যখন নামাযে দাঁড়াই শয়তান আমাকে বিরক্ত করে এবং তিলাওয়াতে আমি বিভ্রান্ত হই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জবাবে বললেন এই শয়তানের নাম খানজাব। তুমি যদি তার উপস্থিতি বুঝতে পার তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে এবং তামোর বামদিকে তিন বার থুতু ফেলবে (শুকনাে থুতু)" আবুল আস (রাঃ) বললেন, "এরপর আমি তাই করলাম এবং আল্লাহ শয়তান থেকে আমাকে হেফাজত করলেন । (মুসলিম, ২২০৩)

রসূলুল্লাহ (সাঃ) শয়তানের অন্য একটি ষড়যন্ত্রের কথা এবং তা প্রতিহতে করার ব্যাপারে বলেনঃ যখন কেউ নামায পড়তে দাঁড়ায়, শয়তান তাকে গুলিয়ে ফেলে, মনে সংশয় সৃষ্টি করে এবং নামাযকে এর সাথে মিশিয়ে ফেলে। ফলে, সে বুঝতে পারে না সে কত রাকাত নামায পড়েছে । কারাে যদি এমন হয় তবে, সে যেন বসে আরও দুবার সিজদা দিয়ে নেয়। (আল বুখারী, কিতাব আল ছাহু বাব আল ছাহু ফিল ফারজ ওয়াত তাতাউ)

*খুশু' যেভাবে নামাযের সাথে জড়িয়ে থাকে:
*রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ,"যখন নির্ধারিত নামাযের সময় হয় তখন অধিকাংশ মুসলিমই পূর্ণভাবে ওযু করে না, খুশু'র যথাপাযুক্ত মনাভোব পাষেণ করে না এবং উপযুক্তভাবে মাথাও নত করে না, অথচ কবিরা গুনাহ বাদে এটাই কিনা হবে তার সকল অতীত পাপের ক্ষতিপূরণ। এবং সারা জীবনের ক্ষেত্রেই এটা প্রযায্যে হবে। (মুসলিম ১/২০৬, নং ৭/৪/২)

হৃদয়ে খুশু'র পরিমাপগত তারতম্যের কারণে পুরস্কারে তারতম্য হবে। যেমনটি রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "একজন বান্দা তার নামাযের পূর্ণ পুরস্কারের হয়ত দশ ভাগ পাবে, কেউবা দশভাগ পাবে, কেউবা নয় ভাগ, কেউবা আট ভাগ, কেউবা সাত ভাগ, কেউবা ছয় ভাগ, কেউবা পাঁচ ভাগ, এক চরতুর্থাংশ, কেউবা এক তৃতীয়াংশ এবং কেউবা অর্ধাংশ।" (ইমাম আহমাদ, সহীহ আল জামে, ১৬২৬)

* নামাযে যার যতটুকু মনাযোগে কেন্দ্রীভূত হবে তার শুধু ততটুকুই কাজে আসবে। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "তুমি তামোর নামায থেকে ততটুকুই পাবে যতটুকু তুমি এর প্রতি মনাযোগেী হবে। মনাযোগে যথাযথ হলে খুশুর পূর্ণতা আসবে এবং পাপ মাফ করা হবে।

যেমনটি রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যখন আল্লাহর কোন দাস বা বান্দাহ নামাযে দাড়ায় এবং প্রার্থনা করে, তাঁর সমস্ত পাপ তার মাথা এবং কাঁদের উপর রাখা হয় । প্রত্যকবার যখনই সে সিজদায় যায় এবং মাথানত করে, তখনই তাঁর কিছু পাপ পড়ে যায় (sins fall from him)। (আল বাইহাকী ,আস সুনানুল কুবরা, ৩/১০, সহীহ আল জামে) আল মানাজী বলেন, যা বুঝানাে হয়েছে তা হল, প্রত্যেক সময় যখনই নামাযের একটি স্তম্ভ বা অংশ শেষ হয়, সাথে সাথে সে কিছু পাপ মুক্ত হয় এবং নামায শেষে তাঁর সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

এটা হল সেই নামায যাতে নামাযের সব প্রয়াজেনীয় শর্ত পূরণ করা হয়। দাস' বা বান্দাহ এবং দাঁড়ানো দ্বারা রাজাধিরাজ- রাজার রাজা-আল্লাহর সামনে বিনয়ী দাসের অবস্থানকে বুঝানো হয়েছে । (আল বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা, ৩/১০, সহীহ আল জামে)।

* যে খুশু' সহকারে নামায পড়ে, সে নামাযের পরে হালকাবাধে করে এবং মনে হয় তার উপর থেকে একটি বড় বাঝো নেমে গেছে। সে এমন আরাম, উদ্বেগহীনতা এবং সতেজতা অনুভব করে যে, সে প্রার্থনা করে, সে যদি আর কখনও নামায ত্যাগ না করত! কারণ, এটা তার জন্য আনন্দ এবং স্বাচ্ছন্দ্য বা স্বস্তির একটা বড় উৎস। যতক্ষণ না সে নামায পুনরায় শুরু করছে ততক্ষণ সে একটা বদ্ধ জেলখানার মধ্যে থাকার মত অনুভব করে। নামায শেষ করার পরিবর্তে সে নামায অব্যাহত রাখার মধ্যেই তৃপ্তি অনুভব করে। যারা নামায উপভাগে করে তারা বলেঃ আমরা নামায পড়ি এবং ইহা উপভাগে করি যেমনটি আমাদের নেতা রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "হে বেলাল, এসাে নামায উপভাগে করি এবং এতে স্বস্তি খুঁজি"; তিনি বলেননি, "এসাে নামায পড়ে ফেলি বা শেষ করি।

* রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,"আমার আনন্দ তৈরি হয়েছে আমার নামাযের মধ্যে" যে নামাযের জেই বা কি করে, আর নামায থেকে দূরেইবা থাকে কি করে? (আল ওয়াবিলুস সায়্যিব, ৩৭)

* রঙিন, চিত্রিত, লিখিত, উজ্জল রং অথবা ছবিওয়ালা পাষোক পরিধান করে নামায পড়া:
আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার বিচিত্র বর্ণের নকশায়ুক্ত (Chekered shirts) একটি জামা পরে নামায পড়তে উঠলেন এবং নামায শেষে বললেন, "এই জামাটি আবু জাহাম ইবনে হুজাইফার কাছে নিয়ে যাও এবং আমার জন্য একটি আনবাজানী (চেক এবং শাভোবধর্ন মুক্ত এক ধরণের জামা) নিয়ে আস কারণ নামাযে এটা আমার মনাযোগে নষ্ট করছে।" অন্য এক বনর্ণায় বলা হয়েছে, এই চেকগুলাে / নকশাগুলাে আমাকে ভিন্নমুখী করছে।' আরেক বনর্ণায় এসেছে যে, 'তাঁর একটি বিচিত্র বর্ণের জামা ছিল যা নামাযে প্রায়ই তার মনাযোগেকে ভিন্নমুখী করত। (সহীহ মুসলিম, ৫৫৬, পাট-৩/৩৯১)

ছবি আছে এমন পাষোক পরে নামায না পড়াই নিয়ম। বিশেষ করে জীব জন্তর ছবিওয়ালা পাষোক আজকের দিনে যার ছড়াছড়ি দেখা যায়।

*তৈরি বা প্রস্তুত খাবার খাওয়ার আগে নামায:
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "খাবার প্রস্তুত সম্পন্ন হলে তামেরা নামায পড় না।" (মুসলিম, ৫৬০) যখন খাবার প্রস্তুত হয়েছে এবং পরিবেশন করা হয়েছে, একজন ব্যক্তির উচিত আগে সেটা খাওয়া, কারণ নামাযরত অবস্থায় যদি তার খাবার চাহিদা থাকে, তবে সে তৈরি খাবার রেখে খুশু'র সহিত যথাযথ মনাযোগে দিয়ে নামায পড়তে সমর্থ হবে না। এমনকি খাওয়ার সময়ও তাড়াহুড়াে করা উচিত নয়। কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যদি খাবার পরিবেশন করা হয় এবং একই সাথে নামাযের সময় হয় তবে মাগরিবের সালাতের আগে রাত্রির খাবার খেয়ে নাও এবং খাবার শেষ করার আগে তাড়াহুড়াে করাে না।" অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে, 'যদি খাবার পরিবেশন করা হয় এবং একই সাথে ইকামত দেওয়া হয় তবে প্রথমে রাতের খাবার খাও এবং তা শেষ করার জন্য তাড়াহুড়াে করাে না। (আল বুখারী, বাব ইজা হাজারা আত তা'আমু ওয়া আকিমাতিস সালাহ; মুসলিম, ৫৫৭-৫৫৯)

*ঘুমের ভাব থাকলে নামায:
আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন , "তামোদের কেহ নামাযের মধ্যে যদি ঘুম অনুভব করে তবে সে যা বলছে সে ব্যাপারে সচেতনতা না আসা পর্যন্ত তার ঘুমানাে উচিত। (পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া) অন্য বর্ণনায় আছে , 'তার ঈষৎ ঘুমিয়ে নেওয়া উচিত যাতে করে সে আর ঘুম অনুভব না করে। (আল বুখারী, ২১০) এটা কিয়ামুল লাইলের তাহাজ্জুদের সময়ে ঘটতে পারে যখন প্রার্থনার জবাব দেওয়া হয়। এ সময়ে একজন ব্যক্তি অজান্তেই নিজের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করতে পারে । এ হাদীসে ফজর নামাযও অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ যখন কিনা একজন মানুষ ঈষৎ নিদ্রার পরে নামায পড়তে পারবে বলে আত্মবিশ্বাস রাখে । (ফাতহুল বারী, শারহ কিতাব আল-ওজু, বাবুল ওযু মিনান নাউম)

* যে কথা বলে বা ঘুমায় তাকে সামনে রেখে নামায:
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "যে ঘুমায় এবং কথা বলে তাকে সামনে রেখে তামেরা নামায পড়োনা।" (আবু দাউদ, ৬৯৪, সহীহ আল জামে, ৩৭৫) কারণ, কথা বলা ব্যক্তি নামাযীর মনাযোগে বিক্ষিপ্ত করবে এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি এমন কিছু প্রদর্শন করতে পারে যা ইবাদতকারীকে বিভ্রান্ত করবে। আল খাত্তাবী (রাঃ) বলেন, "কথা বলা ব্যক্তির পিছনে নামায পড়াকে শাফেঈ এবং আহমাদ ইবনে হাম্বল মাকরূহ বলেছেন , কারণ এটা নামাযীর মন অন্যত্র নিয়ে যায়। (আউনুল মাবুদ, ২/৩৮৮) ঘুমন্ত ব্যক্তির পিছনে নামাযের ব্যাপারে যে প্রমাণ দেওয়া হয় অধিকাংশ বিষেশজ্ঞ তাকে দুর্বল বলেছেন। (আবু দাউদ, কিতাব আল সালাহ)

ইমাম বুখারী (র) আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করে বলেন, (বাবুস সালাহ কাফ আল-নাঈম) "আমি প্রায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সামনে বিছানায় আড়াআড়ি ভাবে শুয়ে থাকতাম এবং তিনি আমাকে সামনে রেখেই নামায পড়তেন।" (সহীহ আল বুখারী কিতাবুস সালাহ) মুজাহিদ, তাউস, মালিক প্রমুখ ঘুমন্ত কাউকে সামনে রেখে নামায পড়াটা মাকরূহ বলেছেন কারণ এতে ঘুমন্ত ব্যক্তির এমন কিছু প্রকাশিত হতে পারে যা নামাযে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে । (ফাতহুল বারী) যদি এসব ঘটনা ঘটার কোন সম্ভাবনা না থাকে তবে ঘুমন্ত ব্যক্তির পিছনে নামায পড়া মাকরূহ হবে না। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, October-2021
Year-13
28

Need Tax Return?

Accounting & Tax should not be so difficult, visit us and see how we can make the difference...

TAX TIME AHEAD

QUALITY SERVICE ASSURED
AT LOWEST PRICE

FREE TAX RETURN ASSESSMENT

Taxation Solutions Partnership / Individuals / Company / Trust / Superfund
Business development and management **Bookkeeping** & Many more

CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND

bfsPARTNERS
SIMPLIFYING ACCOUNTING

OUR PARTNERS

Zaber Ahamed
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of Peace in NSW

Tanvir Hasan
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Justice of Peace in NSW

Find us on Facebook

Level 5, 189 Kent Street Sydney 2000

www.bfspartners.com.au

TAX I SMSF I BUSINESS ADVISORY I BUSINESS ACCOUNTING
ONE STOP SOLUTION FOR YOUR BUSINESS
LOOKING TO SET UP AN SMSF?
Call 02 8041 7359
GROW WITH US
- TAX AND GST
- SELF MANAGED SUPER FUND
- BUSINESS ACCOUNTING
- BUSINESS ADVISORY
- NEW BUSINESS DET UP
ALL TYPES OF STATUTORY AND NON-STATUTORY REPORTING
GET
High Quality professional services with a competitive price!
Kinetic Partners
Kinetic Partners
Chartered Accountants
132 Haldon Street Lakemba, NSW 2195
E: info@kineticpartners.com.au, www.kineticpartners.com.au

DARWICH BUTCHERY
দারউইচ কোয়ালিটি মিটস
We are specalized In Akika, Sadaqa Qurbani
Darwich Quality Meats
Our Chicken, Lamb, Goat, Beef all hand Slaughtered.
রেষ্টুরেন্ট ও ক্যাটারিং এর জন্য স্পেসাল প্রাইজ
DARWICH BUTCHERY
DARWICH BUTCHERY
Custer parking available at rear via Gillies Lane.
We cater for all occasions.
We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.
Free local delivery for all orders over $60.00
HALAL Certified
Phone Number: 9759 2603
শীঘ্রই যোগাযোগ করুন ঃ
New time table for our Business:
Monday to Saturday 07:00 AM-09:00 PM
Sunday 07:00-05:00 PM
Mohamed: 0414 687 786, A.C.N: 251 22 168 996 Tel: 02 9759 2603
Address: 77 Haldon St, (Opposite Commonwealth Bank) Lakemba, NSW 2195
■ 2 KG Beef Curry $17
■ 2 KG Lamb/Goat Curry $ 25
■ 3 Chicken (size 9-10) $15
■ 5 KG Nuggets/Burger $50

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, October-2021
Year-13
30

২৭-এর পৃষ্ঠার পর

নামাযে খুশু এর তাৎপর্য

*নামাযের সময় জায়গা মসৃণ করা:
ইমাম বুখারী (র) মু'আকীব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সিজদার সময় সিজদার জায়গা মসৃণ করার ব্যাপারে বলেছেন, "যদি সেটা করতেই হয় তবে তামেরা মাত্র একবার করবে।" (ফাতহুল বারী, ৩/৭৯) আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেন, "নামাযের সময় তামেরা মাটি ঝাড় দিওনা, যদি দিতেই হয় মাত্র একবার দাও।" (আবু দাউদ ৯৪৬, সহীহ আল জামে, ৭৪৫২) এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হল নামাযে খুশু' বজায় রাখা এবং নামাযে একজন মানুষকে অতিরিক্ত নড়াচড়া থেকে বিরত রাখা। যদি কাউকে নামাযের জায়গা মসৃন করতেই হয় তবে তা নামাযের আগে করাই উত্তম।

*প্রকৃতির ডাক (প্রস্রাব/পায়খানা) আসলে নামায:
এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, নামাযের সময় শৌচাগারে বা টয়লেটে যাবার প্রয়াজেন হলে তা খুশুকে বাধাগ্রস্ত করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রস্রাব এবং পায়খানাকে দমন করে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। (ইবনে মাজাহ, ৬১৭, সহীহ আল জামে, ৬৮৩২) কেহযদি এমন অবস্থায় পড়ে, তার প্রথমে শৌচাগারে গিয়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া উচিত; এমনকি যদি জামাতও ছাড়তে হয়, কারণ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তামোদের কারাে যদি শৌচাগারে যাবার প্রয়াজেন হয় এবং ঐ সময় নামায শুরু হয় তবে প্রথমে শৌচাগারে যাবে। (আবু দাউদ ৮৮, সহীহ আল জামে, ২৯৯) নামাযের সময় কোন ব্যক্তির যদি এমনটা ঘটে, তবে তার নামায থামিয়ে টয়লেটে গিয়ে মল ত্যাগ অথবা প্রস্রাব করে পরিস্কার হয়ে তারপর নামায পড়া উচিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, প্রস্তুত খাবার সামনে রেখে এবং প্রকৃতির ডাকের সময়ে কোন নামায নেই ।" (সহীহ মুসলিম, ৫৬০) সন্দেহ নেই, এরপরেও যদি কেউ এসব না মেনে নামায পড়ে তবে তার খুশু দমিত বা হালকা হবে। এই নিয়ম পিছন দিয়ে বাতাস নির্গত হওয়ার ক্ষেত্রেও প্রযাজ্যে হবে।

*নামাযের সময় তিলাওয়াত:
একজন নামাযীর যেমন নামায নষ্টকারী সব জিনিস ত্যাগ করা উচিত তেমনি অন্যদেরকেও তার বিরক্ত করা অনুচিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তামেরা সবাই তামোদের মালিকের সাথে কথা বলছ, অতএব একে অপরকে বিরক্ত করবে না এবং তিলাওয়াতের সময় অথবা নামাযে একজনের উপর অন্যজনের স্বরকে উর্চু করবে না।" (আবু দাউদ ২/৮৩, সহীহ আল জামে, ৭৫২)

অন্য এক বর্ণনায় আছে , তিনি বলেছেন, কোরআন তিলাওয়াতের সময় স্বর উঁচু করে তামেরা একজনের সাথে অন্যজন প্রতিযাগিতা কর না। (ইমাম আহমদ ২/৩৬, সহীহ আল জামে, ১৯৫১)

*নামাযে এপাশ ওপাশ ঘুরা:
আবু যার (রাঃ) বর্ণনা করেন যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "বান্দাহ যখন নামায পড়ে, আল্লাহ তাঁর দিকে ততক্ষণ পর্যন্ত ঘুরে থাকেন যতক্ষণ সে অন্যদিকে না ঘুরে । কিন্তু বান্দাহ যখনই অন্য দিকে ঘুরে আল্লাহ তার কাছ থেকে ঘুরে যান। (আবু দাউদ ৯০৯)

নামাযে অন্যদিকে ঘুরা দুভাবে হতে পারে
১) হৃদয়কে আল্লাহর কাছ থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নেওয়া।
২) চোখকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া।
দুটোর কোনটাই গ্রহণযাগ্যে নয় এবং দুটোই নামাযে পুরস্কারের জন্য অন্তরায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে নামাযে অন্যত্র ফেরার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "এটা এমন কিছু যা শয়তান নামায থেকে চুরি করে।"(আল-বুখারী, কিতাব আল আজান, বাব আলতিফাত ফিস সালাহ) নামাযে হৃদয় বা চোখ অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত যাকে একজন শাসনকর্তা ডেকে তাঁর সামনে দাঁড় করায় এবং যখন তাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয় সে এদিক সেদিক ঘুরে; কখনও ডানে তাকায়, কখনও বামে তাকায়; এভাবে সে তার শাসনকর্তার কোন কথা শানেও না বুঝেও না, কারণ তার হৃদয়-মন অন্য জায়গায় পড়ে আছে। শাসনকর্তা কি করবে - এ ব্যাপারে এই লাকেটি কিইবা চিন্তা করতে পারে? নূন্যতম যা সে পেতে পারে তা হল যখন সে শাষণকর্তাকে ত্যাগ করে, সে ঘৃণিত হয় এবং কখনই মূল্যায়িত হয় না।

অন্যদিকে আর এক ব্যাক্তি যে পূর্ণ মনাযোগে সহকারে আল্লাহর দিকে এমন ভাবে ফিরে যে সে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মহত্ব অনুভব করে এবং আল্লাহর প্রতি ভয় এবং আনুগত্যে তার হৃদয় পরিপূর্ণ হয় এবং সে আল্লাহর কাছ থেকে তার মন, হৃদয় এবং চোখকে অন্যত্র ফিরিয়ে নিতে ভীষণ লজ্জা পায় - এই দুই লাকের পার্থক্যের ব্যাপারে হাসান ইবনে আতিয়্যাহ বলেন, "এই দুইজন লাকে একই জামাতে নামায পড়তে পারে কিন্তু পূণ্যের দিক দিয়ে বেহেশত এবং পৃথিবীর মতই তাদের পার্থক্য । একজন তার সমস্ত হৃদয় উজাড় করে আল্লাহর দিকে ফিরছে আর অন্যজন আল্লাহর প্রতি ভালোমন এবং অবহেলা প্রকাশ করছে।" (আল ওয়াবিলুস সায়্যিব- ইবনে কাইয়্যেম, ৩৬)

তবে মুখ ফিরানারে ব্যাপারে যদি কোন প্রকৃত কারণ থাকে তবে সেটা অন্য কথা । আবু দাউদ হতে বর্ণিত, সাহল ইবনে আল-হানজালিয়াহ বলেনঃ আমরা ফজরের নামায শুরু করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) গভীর সঙ্কীণ উপত্যকার দিকে তাকাচ্ছিলেন। আবু দাউদ বলেন, উপত্যকা পাহারা দেবার জন্য তিনি রাত্রিতে একজন অশ্বারাহৌ পাঠিয়েছিলেন। এমনটা হত যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) উম্মে বিনতে আবিল আসকে বহন করতেন এবং আয়েশা (রাঃ) কে দরজা খুলে দিতে পিছনেফিরতেন। আবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কাউকে কিছু শেখাতে চাইতেন, তিনি মিম্বর থেকে পিছনে ফিরতেন । এ ছাড়াও তিনি সালাতুল কুছুফ এর সময় পিছিয়ে আসতেন এবং শয়তানকে ধরে শ্বাসরাধে করতেন কারণ সে তাঁকে প্রায়ই নামাযে বাধা দেবার চেষ্টা করত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায পড়া অবস্থায় সাপ এবং বিচ্ছু মারা উচিত বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, যদি কোন ইমাম নামাযে ভুল করে তবে মহিলা মাক্তোদিরা হাততালি দিবে। সালাম বা অভিবাদনের জবাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনাে কখনাে হাত নাড়তেন এবং অঙ্গভঙ্গি করতেন। তবে এগুলাে কেবলমাত্র বিশেষ প্রয়াজেনের ক্ষেত্রেই করা যেতে পারে অন্যথায় নামাযের সময় এসব নিষিদ্ধ, কারণ এ কাজসমূহ নামাযে খুশুড' নষ্ট করে। (মাজমু উল ফাতওয়া, ২২/৫৫৯)

*নামাযে দৃষ্টিকে আকাশের দিকে নেওয়া:
রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে আমাদের দৃষ্টি উপরে নিতে নিষেধ করেছেন এবং এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, "নামাযে দাঁড়িয়ে তামোদের কেউ যেন আকাশের দিকে না তাকায়, এতে সে তার দৃষ্টি হারাতে পারে।" (আহমদ ৫/২৯৪; সহীহ আল জামে, ৭৬২) অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় তিনি বলেছেন, *এ লাকেগুলারে কি হয়েছে যে তারা নামাযে আকাশের দিকে চোখ তুলে?" অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে "কেন এ লাকেগুলাে নামাযে দোয়ার সময় আকাশের দিকে চোখ তুলে ?" (মুসলিম, ৪২৯) রসূলুল্লাহ (সাঃ) কঠোর ভাষায় এটার বিরাধিতা করে বলেছেন, "তাদের নামায থামিয়ে দাও অথবা তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়া হবে।" (ইমাম আহমাদ, ৫/২৫৮; সহীহ আল জামে, ৫৫৭৪)

*নামায পড়া অবস্থায় সামনে থুতু (spitting) ফেলা:
এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে খুশু' এবং সদাচারের সাথে অসামাঞ্জস্যপূর্ণ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যখন তামোদের কেউ নামায পড়ে, তাকে তার সামনে থুতু ফেলতে দিবে না কারণ আল্লাহ নামাযে তার সামনেই অবস্থান করেন।" (সহীহ আল বুখারী, ৩৯৭)

তিনি আরও বলেছেনঃ তামোদের যখন কেউ নামযে দাড়ায়, নামাযের সামনে তার থুতু ফেলা উচিত নয় কারণ সে তাে আল্লাহর সাথে কথা বলছে। আর সে যতক্ষণ নামাযের জায়গায় থাকবে আল্লাহ তায়ালা ততক্ষণ তার উপর রহমত ও দয়ার বারী বর্ষণ করবেন। তার ডান পারশ্বেও থুতু ফেলা উচিত নয়, কারণ ডান পার্শ্বে থাকে একজন ফিরিস্তা । যদি থুতু ফেলতেই হয় তবে তার উচিত বাম পার্শ্বে থুতু ফেলা অথবা পায়ের নীচে যা সে চাপা দিতে পারে।" (আল বুখারী, আল-ফাতনহুল বারী, ৪১৬, ১/৫১৩)

তিনি বলেছেন, "যে নামাযে দাঁড়ায় সে তার প্রভুর সাথে কথা বলে এবং তার মালিক- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অবস্থান করেন তার এবং কিবলার মাঝে, সুতরাং কিবলার দিকেও তামেরা থুতু ফেলবে না, কিন্তু বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে ফেলতে পার।" (আল বুখারী, আল-ফাতহুল বারী, ৪১৭, ১/৫১৩)

যদি মসজিদ কার্পেট দিয়ে সজ্জিত থাকে যা আধুনিক যুগে স্বাভাবিক, তবে থুতু ফেলার জন্য রুমাল বা টিসু বা এই জাতীয় কিছু ব্যবহার করা যায় যা সাধারনত পুণর্বার কাজে লাগানো যায়।

*নামাযে হাই তুলা:
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "নামায পড়া অবস্থায় তামোদের যখন হাই তুলার প্রয়াজেন হয়, সাধ্যমত এটা থামানারে চেষ্টা কর, কারণ তাছাড়া শয়তান তামোদের ভিতর ঢুকে যাবে। (মুসলিম, ৪/২২৯৩)

শয়তান যদি ঢুকে যায় তবে নামাযীর খুশুড' ধ্বংসে সে আরও সক্রিয় হবে। নামাযী যখন হাই তুলে শয়তান তখন তাকে ব্যঙ্গ করে।

*নামাযে মাজা বা কোমরের উপর হাত রাখা:
আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, " রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায পড়াকালীন সময়ে মাজার উপর হাত রাখতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ ৯৪৭, সহীহ আল বুখারী, কিতাব আল-আমল ফিস-সালাহ, বাব আল-হাজার ফিস-সালাহ) জিয়াদ ইবনে সুবাই আল-হানাফী বলেন, আমি একদা ইবনে ওমরের পাশে নামায পড়ার সময় মাজার উপর হাত রাখছিলাম। এতে ওমর আমার হাতের উপর আঘাত করল। নামায শেষ হলে সে বলল, এটা নামাযে ক্রুশ আঁকার সমান। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এটা করতে নিষেধ করেছেন। (ইমাম আহমদ, ২/১০৬ সহীহ, তাকরিয-আল ইহয়িয়া, আল-ইরওয়া, ২/৯৪)

বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে, দোযখের লাকেজন বিশ্রাম নেবার সময় এই রূপ অঙ্গভঙ্গি করে। আমরা এটা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। [আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে আল বাইহাকী]

* নামাযের সময় কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া:
বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযের সময় কাপড় ঝুলিয়ে দিতে অথবা কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, ৬৪৩, সহীহ আল জামে, ৬৮৮৩)

আল খাত্তাবী বলেন "আস সাদল হলাে সারা রাস্তায় মাটি ছেঁছড়ে কারাে কাপড় ঝুলিয়ে নেওয়া।" মিরকাত আল মাফাতিহ গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ "সাদল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, কারণ এটার উদ্দেশ্য হলাে প্রদর্শন এবং নামাযে এটা আরও বেশি খারাপ।" আন নিহায়াহ গ্রন্থের লেখক বলেনঃ এটার অর্থ হলাে কাপড় দিয়ে নিজেকে একেবারে জড়িয়ে ফেলে, হাত ভিতরে রেখে নীচু হয়ে মাথা নত করা, বলা হয় যে এমনটি করে ইহুদীরা।" আবার এমনটাও বলা হয় যে আস সাদল হলাে মাথা অথবা কাঁধের উপর কাপড় রেখে তার প্রান্ত নীচের দিকে সামনের বাহু দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া যাতে করে একজন ব্যক্তি এটার যত্ন নিতেই মাহেগ্রস্ত বা আচ্ছন্ন থাকে যা তার খুশু' কমিয়ে দেয়। উত্তমরূপে খাপ খাওয়া বা বাঁধা এবং বাতোমযুক্ত (tied up properly or buttoned) পাষোক খুশুর জন্য সহায়ক এবং তা একজন নামাযীর মনাযোগে নষ্ট করে না। আফ্রিকার কিছু কিছু জায়গায় এবং অন্যত্র এই পাষোক এখনও দেখা যায়। কিছু কিছু আরব এমন এক ধরনের আলখেল্লা পরে যা নামাযীর চিন্তাকে ভিন্নমুখী করে এবং তারা কাপড় গাছোতেই ব্যস্ত থাকে। খুলে যাবার ভয়ে পূর্ণবার তারা কাপড় বাঁধতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এটা ত্যাগ করা উচিত। এছাড়া মুখ ঢাকতে নিষেধ করা হয়েছে, কারণ ইহা উত্তম রূপে কোরআন তিলাওয়াত করতে এবং সিজদা দিতে সমস্যার সৃষ্টি করে। (মিরকাত)

*নামাযে পশুদের সদৃশ না হওয়া:
আল্লাহ আদমের সন্তানদের সম্মান করেছেন এবং সবচেয়ে সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নামাযে আমাদেরকে পশুদের মত নড়াচড়া এবং অঙ্গভঙ্গি করতে সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করেছেন, কারণ তা খুশু' বিরাধৌ। অন্যদিকে এটা এতই দৃষ্টিকটু যে নামাযে একজন নামাযীকে কখনই তা মানায় না। উদাহরণস্বরূপ, নামাযে তিনটি কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছেঃ প্রথমত, কাকের মত ঠোকরানাে; দ্বিতীয়ত, হাতের সামনের অংশ মাংসাশী পশুর (বাঘ, সিংহ) মত মাটির সাথে মেলে ধরা এবং তৃতীয়ত, উটকে একই জায়গায় বেঁধে রাখার মত সব সময় এক জায়গায় নামায পড়া। (আহমাদ, ৩/৪২৮) বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি মসজিদে সব সময় একই জায়গায় নামাজ পড়ে , সে হলাে সেই উটের মত যাকে একটা নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে যেতে না দেওয়া হয়। (আল ফাতহুর রাব্বানী) অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, এই জায়গাটি যেন তার নিজের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, "তিনি ছাটে মুরগীর বাচ্চার ঠোকর মারার মত সিজদা করতে, কুকুরের মত বসতে এবং শিয়ালের মত পাশ ফিরতে নিষেধ করেছেন।" (ইমাম আহমেদ ২/৩১১, সহীহ আল তাহজীব, ৫৫৬)

খুশু অর্জনের উপায় সমন্ধে আমরা এই অলাচেনা গুলাে করলাম । এগুলারে জন্য আমাদের উদ্দ্যমী হতে হবে এবং যা আমাদের মনকে ভিন্নমুখী করে সে গুলাে ত্যাগ করতে হবে । খুশু' সম্পর্কিত আরও একটি বিষয় আছে। আলেমগণ এটার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন বিধায় এটা উল্লেখ করা হল।

* যে নামাযে কেউ শয়তানের ওয়াসওয়াসার চক্রান্তের চরম শিকার হয়, সেই নামায কি সঠিক অথবা তার কি আবার সেই নামায পড়তে হবে?:

ইবনুল কাইয়্যেম (র) বলেন, এটা বলা হয়েছে যে, তুমি সেই নামাযের ব্যাপারে কি বল, যে নামাযে কোন খুশুড' নেই; তার কি সেই নামায আবার পড়তে হবে?" নামাযের যে অংশটুকুতে একজন তার মনাযোগে কেন্দ্রীভূত করে এবং আল্লাহর কাছে সঠিক খুশু'র মনাভোব পাষেণ করে সেই অংশের পুরস্কার দেওয়া হবে এবং বাদ বাকি খুশুড হীন অংশ পুরস্কারের জন্য ধরা হবে না। ইবনে আব্বাস বলেন, "নামায থেকে তুমি ততটুকু ব্যতিত আর কিছুই অর্জন করতে পার না যতটুকু তুমি তামোর মনকে নামাযে নিবিষ্ট করতে পার।"

মুসনাদে বর্ণিত আছে যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "একজন নামাযে নিজেকে নিবেদন করতে পারে তবে নামাযের অর্ধেক, এক তৃতীয়াংশ অথবা এক চরতুর্থাংশ এবং কখনও কখনও এক দশমাংশ ব্যতিত অন্য কিছুই তার জন্য লিপিবদ্ধ হয় না।"

খুশু' একটি গভীর এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিচার্যবিষয়; আল্লাহর সাহায্য ছাড়া ইহা অর্জন করা অসম্ভব । খুশু' থেকে বঞ্চিত হওয়া চরম বিপর্যয়ে পড়ার চেয়ে কিছু কম নয় । তাই রসূলুল্লাহ (সা.) প্রায়ই এই বলে দোয়া পড়তেন, "আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আয়ুজু বিকা মিন ক্বলবিন লা ইয়াখশা (অর্থ ও হে আল্লাহ! খুশু' নেই এমন আত্মা থেকে আমি তামোর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) (আত তিরমিজি, ৫/৪৮৫, নং ৩৪৮২; সহীহ সুনান আত তিরমিজি, ২৭৬৯)

নামাযীদের মধ্যে খুশু'র পর্যায় বা স্তরের (levels) ভিন্নতা আছে । খুশু' হল হৃদয়ের একটা ক্রিয়া যা বাড়তেও পারে কমতেও পারে । অনেকের খুশু আছে আকাশের বড় বড় মেঘের মত আবার অনেকেই বিলকুল কোন কিছু না বুঝেই নামায শেষ করে।

আল্লাহ তায়া'লা আমাদের সবাই কে খুশু' সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ নামাযী হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমরা যেন জান্নাতুল ফেরদৌসের উত্তরাধিকার রুপে নিজেকে গড়তে পারি, এটাই একান্ত কামনা।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন, নিঃসন্দেহে (সেসব) ঈমানদার মানুষ মুক্তি পেয়ে গেছে, যারা নিজেদের নামাযে একান্ত বিনয়াবনত (হয়), যারা অর্থহীন বিষয় থেকে বিমুখ থাকে,যারা (রীতিমতাে) যাকাত প্রদান করে, যারা তাদের যৌন অংগসমুহের হেফাযত করে, তবে নিজেদের স্বামী-স্ত্রী কিংবা (পুরুষদের বেলায়) নিজেদের অধিকারভুক্ত (দাসী)-দের ওপর (এ বিধান প্রযোজ্য) নয়, (এখানে হেফাযত না করার জন্যে) তারা কিছুতেই তিরস্কৃত হবে না, অতপর এ (বিধিবদ্ধ উপায়) ছাড়া যদি কেউ অন্য কোনাে (পন্থায় যৌন কামনা চরিতার্থ করতে) চায়, তাহলে তারা সীমালংঘনকারী (বলে বিবেচিত) হবে, যারা তাদের (কাছে রক্ষিত) আমানত ও (অন্যদের দেয়া) প্রতিশ্রুতিসমুহের হেফাযত করে, যারা নিজেদের নামাযসমুহের ব্যাপারে (সমধিক) যত্নবান হয় এ লাকেগুলাই হচ্ছে (মূলত যমীনে আমার যথার্থ) উত্তরাধিকারী, জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারও এরা পাবে, এরা সেখানে চিরকাল থাকবে। (২৩-আল-মুমিনূন: আয়াত,০১-১১)

(বি:দ্র: শেখ মোহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ সংকলিত ; এবং মো. আজাবুল হক অনূদিত সাবাবুন লিল খুশু ফিস সালাহ কিতাব অবলম্বনে)

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

বিশ্লেষণ: সমাজ পরিবর্তনে সমাজিক উদ্যোগ

এস এম মুকুল

সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সমাজবদ্ধ মানুষেরা নিজেদের প্রয়োজনে একত্রিত হয়ে সমাধানের পথ খোঁজে। সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সামাজিক স্বেচ্ছাশ্রম প্রদানকারী মানুষেরাই পালন করতে পেরেছেন উদ্যোগী ভুমিকা। একই সূত্রে সমাজের বিচ্ছিন্নভাবে থাকা ব্যক্তি উদ্যোগ সৃষ্টি করতে পারে বৃহত্তর গণজাগরণ। এই গণজাগরণের স্রোতে উঠে আসে সমাজের ঝিমিয়ে পড়া, হতাশাগ্রস্থ, অসহায় মানুষেরা। যেখানে কারো পুঁজি আছে- উদ্যোগের সাহস নেই। কেউ উদ্যোগী- তার পুঁজির সঙ্কট। কারো অভিজ্ঞতা নেই- তাই কী করণীয় বুঝতে পারেন না। কেউ অভিজ্ঞতা নিয়েও পুঁজি বা সাহসের অভাবে স্থবির। কারো সাহসের অভাব। কেউ বুঝতে পারেন না যে সাহস করে দাঁড়ালেই সকল সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে সাফল্য অর্জন সম্ভব। এরকম বহুবিধ না, হবে না, অসম্ভব ইত্যাকার নেতিবাচক ক্রিয়ার শেকলে বাধা সমাজের মানুষ। অথচ এই হ্যাঁ-না আর পারা-না পারার মানুষগুলো এক হলেই পাল্টে যায় দৃশ্যপট। খুলে যায় সম্ভাবনার দুয়ার।

একটি সমাজে নানা পথ, মত, চিন্তা, বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ বসবাস করে। যারা কোনো না কোনোভাবে সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখে। এ কারণে সামাজিক উন্নয়নে ব্যক্তির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে সমাজে একক প্রচেষ্টা অনেক সময় তেমন ভূমিকা রাখতে পারে না। সমাজের ভেতর থেকে সংগঠিত হয়ে সমবেত প্রচেষ্টায় অনেক অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি উদ্যোগ, চিন্তা ও চেষ্টাগুলো সমন্বিত হলেই এটি পরিণত হয় সামাজিক উদ্যোগে। আবার ব্যাপক জন সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধে সম্মিলিত সামাজিক প্রচেষ্টা ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। একে বলা হয় সামাজিক আন্দোলন। যেমন- বাল্য বিবাহ, যৌতুক প্রথা, ঘুষ-দুনীর্তি, বিশৃঙ্খলা-অনাচার ঠেকাতে সামাজিক আন্দোলন জোরদার হয়ে থাকে। সামাজিক উদ্যোগ নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ, যেমন- সমাজের মানুষদের সচেতন করে তোলা। মানুষের নেতিবাচক ও সনাতনি ধ্যান-ধারণা দূর করা। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির জাগরণ সৃষ্টি করা। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা। বহুদল-মত ও চিন্তাশীল মানুষদের ঐকমত্য সৃষ্টির মাধ্যমে একসাথে মিলেমিশে কাজ করার মানসিকতা তৈরি করা। নিজেদের মধ্যকার মতপার্থক্য কমিয়ে আনা। স্থানীয়ভাবে সম্পদ সংগ্রহ ও সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় এবং পুঁজি সমন্বয় করা। সমন্বিত পুঁজি লাভজনক ও উপযোগী খাতে বিনিয়োগ করা। বিনিয়োগ খাত সম্প্রসারণের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান ক্ষেত্র সৃষ্টি করা। এসব কার্যক্রমে সামাজিক সাংগঠনিক উদ্যোগ ফলপ্রসূ ভুমিকা রাখে। বাংলাদেশে এনজিওদের সঞ্চয় সংগ্রহ এক ধরণের সামাজিক পুঁজির প্রচেষ্টা। দরিদ্র পরিবারগুলোতে সাপ্তাহিক সামান্য সঞ্চয় গড়ে তুলছে বিশাল পুঁজি ভাণ্ডার। অপরদিকে মানুষের মাঝে তৈরি হচ্ছে সঞ্চয়কামী মানসিকতা। সমাজে রাষ্ট্রে অর্থ প্রবাহ বাড়ছে। একসময় দেশ ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সামাজিক উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা রাখতো। তখন সেসব উদ্যোগের মূল্যায়নও হতো। কিন্তু ৭০/৮০'র দশকে এনজিওদের উন্নয়ন ধারার সূত্রপাত ঘটায় সামাজিক উদ্যোগকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। ফলে সামাজিক উদ্যোগের প্রবাহ ক্রমশঃ ক্ষীণ হচ্ছে। দেশ, সমাজ ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার টানে সামাজিক উদ্যোক্তারা রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কৃতি এবং দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছেন। রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের মতে, সমাজবদ্ধ মানুষের সামাজিক উদ্যোগই সভ্যতার দিকে পৃথিবীকে এগিয়ে নেবার প্রথম ধাপ। সমাজের মানুষের বিভিন্ন উদ্যোগই মানুষকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। সংগঠিত মানুষের বহুমুখী চিন্তা-চর্চা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গী, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং কর্মতৎপরতা সমন্বয়ের স্রোতে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায়। এর ফলে সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, সর্বোপরি সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমাজ ক্রমশঃ সামনের দিকে এগিয়ে যায়। এই সামগ্রিক সামাজিক অগ্রসরতার নাম- উন্নয়ন।

আমরা দেখেছি, যুগে যুগে সামাজিক উদ্যোগই দেখিয়েছে আশার আলো। একটি উদাহরণ দেই। ভোট আসে, ভোট যায়। সরকারও বদলায়, কিন্তু কেউ কথা রাখেনি ঝাঁপা গ্রামবাসীর। প্রতি নির্বাচনের সময়ে প্রার্থীরা ওয়াদা করলেও একটি গ্রামের প্রায় কুড়ি হাজার মানুষের জন্য মেলেনি একটি সেতু। তাই আর কর্তৃপক্ষের দিকে আর চেয়ে না থেকে পূর্বপূরুষ থেকে চলমান দুর্ভোগের অবসান ঘটাতে নিজেরাই নির্মাণ করছেন প্রায় এক কিলোমিটারের ভাসমান সেতু। যশোরের মণিরামপুরের দ্বীপাঞ্চলখ্যাত ঝাঁপা গ্রামের কয়েকজন যুবকের চিন্তা-চেতনা বাস্তবে রূপ দিতে প্রায় কোটি টাকা ব্যয়ে ঝাঁপা বাঁওড়ের ওপর নির্মিত হয়েছে প্লাস্টিকের ড্রাম আর লোহার ভাসমান সেতু। সম্পূর্ণ গ্রামবাসীর অর্থায়নে নির্মিত ভাসমান সেতু দেশের একমাত্র ভাসমান সেতু। জনপ্রতিনিধিদের জন্য এটি একটি লজ্জাজনক শিক্ষা। তাদের ব্যর্থতা আর প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার প্রতি ভোটারদের অনাস্থা আর ধিক্কার প্রকাশে এই অভিনবত্ব দেশে একটি অনন্য উদাহরণ। আমরা চাই-এ থেকে জনপ্রতিনিধিদের শিক্ষা হোক। তাদের দায়িত্বহীনতা আর জনগণের চাওয়া-পাওয়াকে তাচ্ছিল্য করার কারণে গ্রামবাসীর প্রচেষ্টায় সরকারি সহায়তা ছাড়া গড়ে উঠা এই ভাসমান সেতু জনপ্রতিনিধিদের প্রতি জনগণের অনাস্থার প্রতিস্মারক হয়ে থাকবে। যশোরের মণিরামপুরের দ্বীপাঞ্চলখ্যাত ঝাঁপা গ্রামবাসীদের প্রতি অভিবাদন জানাই। একটি নিভৃত পল্লীতে এমন অভিনব ও আধুনিক উদ্যোগ সত্যিই অনুরণীয়। আরেকটি গল্প শুনুন-সামাজিক উদ্যোগ কীভাবে সমাজকে গড়ে তোলে তার ধারণা পাওয়া যাবে এই গল্পে। ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার বিত্তিদেবী রাজনগর গ্রামের বাসিন্দা ইনসান আলী বাবু। তিনি একজন চেতনার মানুষ। জীবনের ২৫টি বছর কাটিয়েছেন কানাডায়। মা আমেনা খাতুনের শারিরীক অসুস্থতার কথা শুনে ২০০৬ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন। সে বছর ২ ফেব্রুয়ারি তার মা ইন্তেকাল করেন। মায়ের মৃত্যুর ২৩দিন পর বাবা আব্দুর রউফ মিয়াও মারা যান। বাবা-মায়ের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় গ্রামের মানুষদের ডেকে মিলাদ মাহফিল করতে যেয়ে তিনি ভাবনায় পড়েন। একে ডাকলে সে আসে না, তাকে ডাকলে তিনি মনক্ষুণ্ন। সামাজিক অসহযোগমূলক এমন পরিস্থিতিতে ইনসান আলী সিদ্ধান্ত নেন যে করেই হোক সমাজের মানুষের মাঝে বিদ্যমান এই দ্বন্দ্ব-বিদ্রোহ আর অসহযোগ থামাতে হবে। অন্ধকারে নিবৃত্ত এই সমাজের মানুষগুলোকে আলোর পথে নিয়ে আসার স্বপ্ন দেখেন তিনি। শুরু হয় তার সমাজ সংস্কারের সংগ্রাম। অনেক চেষ্টার পর ৪ মার্চ ২০০৬ বাবা-মায়ের দোয়া মাহফিল সম্পন্ন হয়। প্রকৃত অর্থে এই মাহফিলটিই সামাজিক উদ্যোগের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করে। ইনসান আলী গ্রামের ঘরে ঘরে, হাট-বাজারে যেয়ে মানুষের সাথে তার নতুন ভাবনার কথা তুলে ধরেন। দলগত মতাদর্শে বিভক্ত মানুষদের একমত করতে যথেষ্ট কষ্ট হয় তার। অবশেষে সফলও হন তিনি। বৈঠকের পর বৈঠক করে শেষতক ভ্যালী ফিল্ড সমিতি নামে ২৩ সদস্যের কমিটি গঠিত হয়। এভাবেই শুরু হয় একটি সামাজিক উদ্যোগের জয়যাত্রা। শৈলকুপার কাঁচেরকোল ইউনিয়নের বিত্তিদেবী রাজনগর, ধর্মপাড়া ও উত্তর মির্জাপুর তিনটি গ্রাম সমিতিভূক্ত হয়। গ্রাম তিনটির ৬ হাজার মানুষের অন্তত ৩৫০টি পরিবার এখন সমিতির সাথে জড়িত। ভ্যালী ফিল্ড সমিতির সদস্য হয়ে তারা কিছু অঙ্গীকার পালনে শপথ গ্রহণ করেন। গ্রামে কেউ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, আলোচনা বা বিতর্কে জড়িত হবেন না, অপ্রাপ্ত বয়সে ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেবেন না, কেউ কাউকে গালিগালাজ করবেন না, কোনো ধরণের নারী নির্যাতন করবেন না, যাদের অক্ষর জ্ঞান নেই তারা সাক্ষরতা অর্জন করবেন, ৫-৬ বছর বয়সী শিশুদের স্কুলে পাঠানো বাধ্যতামূলক, গ্রামের সব বাড়িতে স্যানিটারি ল্যাট্রিন বসাতে হবে, মহিলারা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হবেন, সর্বোপরি গ্রামের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায় ভিত্তিক প্রকল্প গড়ে তোলে পারস্পরিক সহযোগিতায় কাজ করবেন। সমিতির সদস্যরা গ্রামের বিভিন্ন সময়ে পারস্পরিক বিরোধে দায়ের করা মামলা তুলে নেন। এলাকার প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলনেতারা শপথ নিলেন দলবাজি না করে সামাজিক উন্নয়নে এক হয়ে কাজ করার। সপ্তাহে ১০ টাকা করে সঞ্চয় নিয়ে গঠিত হয় তহবিল। বিনা শর্তে গ্রামের মানুষ ১০ বিঘা জমি সমিতিকে দান করেন চাষাবাদের জন্য। ইজারা নেয়া হয় আরো ৬০ বিঘা জমি। প্রতিষ্ঠাতা ইনছান আলী দান করেন ১২ বিঘা জমি। সেখানে কাটা হয় পুকুর। শুরু হয় মাছের চাষ। মৎস্য খামারে হাঁস পালন করা হয়। সমিতির সদস্যদের দলে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। আছে নারীদের পৃথক দল। সমিতির সদস্যদের সপ্তাহে ২ দিন বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে হয়। সমিতির সদস্যরা গড়ে তুলেছেন "ভ্যালী ফিল্ড ওয়েলফোর ফান্ড"। সমিতির আয় থেকে শতকরা ১০ ভাগ জমা হচ্ছে এই কল্যাণ তহবিলে। এভাবেই স্বপ্রণোদিত হয়ে চলেছে তাদের উন্নয়ন কার্যক্রম। এরপর আর কোনো উদাহরণের প্রয়োজন হবে না আশা করছি।

সামাজিক উদ্যোগের বড় প্রতিফলন হচ্ছে- এর মাধ্যমে সমাজের মানুষ নিজেরা নিজেদের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়। সমাজের মধ্য থেকে উদ্যোগের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা ও উন্নয়নে প্রতিপক্ষের বাধাকে মোকাবিলা করা সহজতর হয়। সামাজিক জাগরণের মাধ্যমে মালিকানা বোধের সৃষ্টি হয়। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় এবং এই তাড়না জনগনকে সরব করে তোলে। সমাজে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার এবং সমসুযোগ সৃষ্টি হয়। সামাজিক উদ্যোগে আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে পারলে, সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলাও সম্ভব হবে। সমাজের লোকজন যদি অন্যায় অপরাধ না করে, সবাই যদি উন্নয়ন কাজে ব্যস্ত হয় তাহলে দেশের দুর্নীতি, অনিয়ম সহজেই বন্ধ হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী একতাবদ্ধ হওয়ার কারণে সমাজের বিবাদীরা ঝামেলা বাধাতে পারবে না। মানুষের মাঝে সৎ চিন্তার জাগরণ ঘটবে। সততার জয় হবে। সৎ মানুষ হবেন সম্মানীত। সমাজের সৎ মানুষ সম্মানের আসনে আসীন হলেই সৎ কাজে মানুষ উদ্বুদ্ধ হবে।

সুপ্রভাত সিডনি™
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney
Suprovat Sydney, October-2021, Volume-13, No-10 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au

MEET THE AI-CHATBOT

Anfactor

Templates
Acess to multple industry wise chatbot templates

Bespoke API
Own built API, total control over the chatbot's development and customization

NLP
Strong machine learning capable AI chatbot

Analytics
Access to a comprehensive analytics framework

Facebook Messenger
Integrate Anfactor with your Facebook page

Powered by
TELEAUS

anfactor.com